# জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in


## গ্রেফতার বেড়ে ৯

যুবভারতীতে ভাঙচুরের ঘটনায় আরও তিনজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। এই নিয়ে যুবভারতী-কাণ্ডে ধৃত বেড়ে হল ৯ জন। এদিকে ধৃত শতদ্রু দত্তর বাড়িতে তল্লাশি চালায় পুলিশ

## দিনে তাপমাত্রা বৃদ্ধি

চলতি সপ্তাহে বাড়বে তাপমাত্রা। কলকাতাতেও তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে উপরে। বড়দিনের আগে জাঁকিয়ে শীত নয়। রাতের সর্বনিম্ন তাপমাত্রাও স্বাভাবিকের উপরেই থাকবে আগামী কয়েকদিন

## নির্বিঘ্নে মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য কমিশনকে চিঠি, আর্জি পর্ষদের

## স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পে আরও ২৩০ কোটি বরাদ্দ


বর্ষ - ২১, সংখ্যা ২০৫ ● ২০ ডিসেম্বর, ২০২৫ ● ৪ পৌষ ১৪৩২ ● শনিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ২০ পাতা ● Vol. 21, Issue - 205 ● JAGO BANGLA ● SATURDAY ● 20 DECEMBER, 2025 ● 20 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA


# এসআইআর : কাজের চাপে মৃত্যু বিএলও-র

## নাম না থাকায় আতঙ্কে হত বৃদ্ধ

**প্রতিবেদন :** ফের এসআইআর-আতঙ্কে মৃত্যু দু'জনের। তার মধ্যে একজন মুর্শিদাবাদের বিএলও। নাম প্রভাসকুমার দাস (৫৮)। অন্যজন গোয়ালপোখরের এক ভোটার। নাম অনিল সিং (৬২)। প্রধান শিক্ষক হিসেবে স্কুল পরিচালনার যাবতীয় কাজ সামলানোর পাশাপাশি দিনের পর দিন রাত জেগে এসআইআরের কাজের চাপে হৃদরোগে আক্রান্ত হন ভগবানগোলার বিএলও প্রভাস, অভিযোগ বাড়ির। এক সপ্তাহ বহরমপুর এবং কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা চললেও বাঁচানো যায়নি। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ঢাকুরিয়ার এক বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যু হয়। বৃহস্পতিবার উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর ব্লকের কামাত সম্বলপুরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় অনিল সিংয়ের। বাড়ির লোকের অভিযোগ, এসআইআর শুরু থেকেই চিন্তিত ছিলেন অনিল। তাতেই বৃহস্পতিবার সন্ধেয় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু। ২০২৫-এর ভোটার তালিকায় নাম থাকলেও ২০০২-এ ছিল না। কোথাও শুনেছিলেন ২০০২ সালে ভোটার তালিকায় নাম না থাকলে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে! তাতেই আতঙ্কিত ছিলেন। খবর পেয়েই অনিলের বাড়িতে যান মন্ত্রী তথা গোয়ালপোখরের বিধায়ক গোলাম রব্বানি। পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

মৃতের বাড়িতে বিধায়ক গোলাম রব্বানি।

# অশান্ত বাংলাদেশ নিয়ে স্পষ্ট অবস্থান তৃণমূলের

**প্রতিবেদন :** ফের অশান্ত বাংলাদেশ। রাজধানী ঢাকা-সহ দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহর এবং জেলায় রীতিমতো তাণ্ডব চালাচ্ছে বিশৃঙ্খল জনতা। ১২ ডিসেম্বর ঢাকায় আততায়ীদের গুলিতে গুরুতর জখম ইনকিলাব মঞ্চের নেতা শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর খবর সিঙ্গাপুর থেকে বাংলাদেশে পৌঁছানোমাত্রই বৃহস্পতিবার রাত থেকে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হয় বাংলাদেশে। শুরু হয় ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ। হাসিনা-বিরোধী আন্দোলনে এই হাদি ছিলেন অন্যতম প্রধান মুখ। ১২ ডিসেম্বর দিনের আলোয় প্রকাশ্যে তাঁকে গুলি করে চম্পট দেয় আততায়ী। বাংলাদেশে এই হিংসাত্মক ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে তৃণমূল। দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে যে হিংসা ও পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে, আমরা তার তীব্র নিন্দা জানাই। দেশের নিরাপত্তার প্রশ্নে আমরা সর্বদা কেন্দ্র ও জাতির পাশে আছি। (এরপর ১১ পাতায়)

মনরেগার হত্যা। প্রতিবাদে রাত ১২টা থেকে টানা ১২ ঘণ্টা সংসদ-চত্বরে ধরনা তৃণমূল সাংসদদের।

## বিলোপ মনরেগা ■ রাতভর ধরনায় সাংসদরা

# সংসদে বেনজির প্রতিবাদে তৃণমূল

## গভীর রাতেও ফোনে খবর নিলেন নেত্রী

**প্রতিবেদন :** প্রতিবাদ-আন্দোলন কাকে বলে ফের দেখিয়ে দিল তৃণমূল কংগ্রেস। দিল্লির প্রচণ্ড ঠান্ডা ও ভয়াবহ দূষণকে তোয়াক্কা না করে রাতভর ধরনা ও অবস্থান-বিক্ষোভ চালিয়ে গেলেন তৃণমূল সাংসদরা। কেন এই তীব্র ও জোরালো নাছোড়বান্দা প্রতিবাদ? কারণ, শ্রমিক বিরোধী অগণতান্ত্রিক ভি বি রামজি বিলকে বৃহস্পতিবার সংসদে গায়ের জোরে পাশ করিয়ে নিয়েছে মোদি সরকার। এর জেরেই বিরোধী শিবিরের বিক্ষোভ সমাবেশকে নেতৃত্ব দিয়ে মোদি সরকারকে পাল্টা চ্যালেঞ্জ জানাল তৃণমূল কংগ্রেস। দলনেত্রী তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বৃহস্পতিবার সারারাত ধরে দিল্লির প্রচণ্ড ঠান্ডায়— ৯-১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায়— তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদরা রাত জাগলেন, অগণতান্ত্রিক রামজি বিলের প্রতিবাদ জানালেন পুরনো সংসদ ভবনের প্রবেশপথে ধরনা দিয়ে। দলের লোকসভা ও রাজ্যসভার সাংসদদের স্লোগানে সংসদ চত্বর তখন মুখর। ছিলেন শতাব্দী রায়, সৌগত রায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিমা মণ্ডল, আবু তাহের খান, অসিতকুমার মাল, খলিলুর রহমান, জুন মালিয়া, ইউসুফ পাঠান, জগদীশ বসুনিয়া, সায়নী ঘোষ, বাপি হালদার, ডাঃ শর্মিলা সরকার, মিতালি বাগ, ডেরেক ও'ব্রায়েন, নাদিমুল হক, (এরপর ১১ পাতায়)

# মুখ্যমন্ত্রীর 'উন্নয়নের পাঁচালি' প্রকাশ

**প্রতিবেদন :** তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের দেড় দশকের শাসনকালের সামগ্রিক রিপোর্ট কার্ড শুক্রবার বই আকারে প্রকাশিত হল। নবান্নে আনুষ্ঠানিক ভাবে 'উন্নয়নের পাঁচালি' শীর্ষক এই প্রকাশনাটির উদ্বোধন করেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। সঙ্গে ছিলেন স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, অর্থসচিব প্রভাত মিশ্র সহ অন্য আধিকারিকরা। বাংলা-সহ মোট ছ'টি ভাষায় প্রকাশিত এই বইয়ে ২০১১ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত রাজ্য সরকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরা হয়েছে।

এর আগে গত ২ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের দেড় দশকের রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ করেছিলেন। সেই রিপোর্ট কার্ডেরই বিস্তৃত ও প্রামাণ্য নথিভুক্ত রূপ হিসেবেই 'উন্নয়নের পাঁচালি' বইটি প্রকাশ পেল বলে (এরপর ১১ পাতায়)

উন্নয়নের পাঁচালি প্রকাশে মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, অর্থসচিব।

## দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

### রাঙাবিতান

সবুজে ঘেরা জঙ্গলরানি
সুন্দরী, শাশ্বতী রাঙাঘরনি
রাঙা মাটির রাঙাডাঙায়
রাঙা বিতান সবারে মিলায়।
গ্রামঘেরা, গ্রামপুকুরে
জল নাচছে, জলধারা জুড়ে,
আমের গাছের ডালে ডালে
কত পাখির সুরের তালে।
মাছ কিলবিল পুকুর ভরা
রাবীন্দ্রিক বাতায়ন, মাটির ধরা,
ফুলে ফলে সাজানো আঁখি
চিরকাল চোখ মেলে থাকি।

# আজ বজবজে অভিষেক, ঘুরে দেখবেন ক্যাম্প

প্রতিবেদন : আজ, শনিবার ফের সেবাশ্রয় ক্যাম্প পরিদর্শন করবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বজবজের মডেল ক্যাম্প ঘুরে দেখবেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। ১ ডিসেম্বর তাঁর হাতেই সূচনা হয়েছিল এবারের সেবাশ্রয়ের। ইতিমধ্যেই অগুনতি মানুষ শিবিরগুলিতে গিয়েছেন চিকিৎসার জন্য। ওষুধ, প্রয়োজনে অস্ত্রোপচার— সবই চলছে। রোগীদের কেউ নিরাশ হয়ে ফিরছেন না। সম্প্রতি এক বাইক আরোহী ক্যাম্পের কাছে দুর্ঘটনায় পড়লে, তড়িঘড়ি স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে তুলে নিয়ে যান ক্যাম্পের ভিতরে। উপস্থিত ডাক্তার-নার্সরা তৎক্ষণাৎ তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন এবং তাঁকে দ্রুত ভর্তি করে নেওয়া হয়। শিশু-মহিলা-বয়স্কদের বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সব মিলিয়ে এবারও সেবাশ্রয় কর্মসূচি মানুষের মন জয় করে নিয়েছে।

# নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

20 December, 2025 • Saturday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

## তারিখ অভিধান

**১৯২৪ হিটলার এদিন ল্যান্ডসবার্গ জেল থেকে ছাড়া পেলেন।** বিচারে পাঁচ বছরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন তিনি। কিন্তু মাত্র নয় মাস জেলে থাকার পরই তাঁর কারামুক্তি ঘটে। ১৯২৩-এর ৮ ও ৯ নভেম্বর ভাইমার প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবের চেষ্টা করার কারণে তিনি গ্রেফতার হন। সেবার প্রায় ২০০০ নাৎসি কর্মী-সমর্থক মিছিল করে মিউনিখ শহরের কেন্দ্রে যায়। পুলিশের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষে ১৬ জন নাৎসি নিহত হন। এই ঘটনার জেরেই বিশ্ব জুড়ে সংবাদমাধ্যমে উঠে আসে হিটলারের নাম। প্রচারের আলো পড়ে তাঁর মুখে। জেল থেকে ছাড়া পেয়েই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে মেতে ওঠেন হিটলার। তবে এবার আর সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে নয়, রাজনৈতিক ভাবে জনমত নিজেদের দিকে টেনে এনে ক্ষমতা দখল করার দিকে নজর দেন হিটলার ও তাঁর বাহিনী।

**১৯১৯ খালেদ চৌধুরী** (১৯১৯-২০১৪) এদিন অসমের করিমগঞ্জের দাসগ্রামে, মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। নাট্যমঞ্চের অনন্য স্থপতি নাট্য ব্যক্তিত্ব খালেদ চৌধুরী। তিনি ছিলেন একাধারে মঞ্চপরিকল্পক, প্রচ্ছদশিল্পী, সংগীতজ্ঞ, লোকশিল্প সংগ্রাহক ও লেখক। আত্মীয় গুরুসদয় দত্তের দেওয়া নাম চিরকুমার থেকে ভাইদের নামের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে পিতার দেওয়া পরিবর্তিত নামে তিনি হয়ে যান চিররঞ্জন দত্তচৌধুরী। যৌবনেই বাড়িতে হিন্দুধর্মের গোঁড়ামিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে গৃহত্যাগ করেন এবং নিজের নাম পালটে পরিচিত হন খালেদ চৌধুরী নামে। তিনি যেসব মঞ্চনাটক পরিকল্পনা করেন সেগুলো হল : পুতুলখেলা, গুড়িয়া ঘর, শুতুরমুর্গ, এবং ইন্দ্রজিৎ, আধে আধুরে, ডাকঘর, কালের যাত্রা, পাগলা ঘোড়া, আকরিক, তখন বিকেল, জন্মদিন, দুই তরঙ্গ, সুন্দর, কর্ণাবতী, চিলেকোঠার সেপাই, অন্তর যাত্রা প্রভৃতি। বাংলা নাট্যমঞ্চকে তিনি আধুনিকতার ছোঁয়ায় এবং দেশীয় নাটকের ঐতিহ্যগত ভাবনা নিয়ে যে-উচ্চতায় স্থাপন করেছিলেন তা ইতিহাসের অন্তর্গত হয়ে আছে। রসিকতা করে অবশ্য বলতেন, "আমি তো জোগাড়ে!"

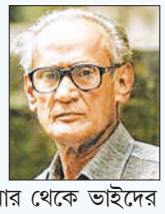

**১৯৭৯ কমলা ঝরিয়া** (১৯০৬-১৯৭৯) এদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বিশ শতকের ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের ভারতের সংগীত জগতের বিশিষ্ট সংগীত শিল্পীদের অন্যতম। একেবারে শিশু-বয়সেই গানের আসরে এসে বসতেন কমলা। গানের প্রতি তাঁর এই ঝোঁক দেখে ঝরিয়ার রাজা তাঁকে কে. মল্লিকের কাছে গান শেখার সুযোগ করে দেন। কে. মল্লিক তাঁকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বেতার ও গ্রামোফোন কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন। কমলার জীবনের মোড় ঘুরে যায় এই ঘটনায়। তিনি প্রথম গান রেকর্ড করেন হিজ মাস্টার্স ভয়েসে। প্রণব রায়ের লেখা ও তুলসী লাহিড়ীর সুরে 'প্রিয় যেন প্রেম ভুল না' ও 'নিঠুর নয়ন-বাণ কেন হান' — গান দুটি নিয়ে তাঁর প্রথম রেকর্ড বের হয় সেপ্টেম্বর ১৯৩০-এ। কলের গানের ভুবনে তাঁর আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া ফেলে দেন তিনি।

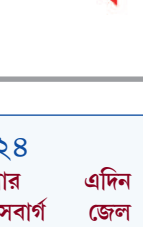

**১৯১৫ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী** (১৮৬৩-১৯১৫) এদিন প্রয়াত হন। তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল কামদারঞ্জন রায়। পাঁচ বছরেরও কম বয়সে তাঁর পিতার অপুত্রক আত্মীয় জমিদার হরিকিশোর রায়চৌধুরী তাঁকে দত্তক নেন ও নতুন নাম দেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী বাংলা শিল্প সংস্কৃতির জগতে অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি নাম। প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক, চিত্রশিল্পী, বাংলা মুদ্রণশিল্পের অন্যতম পথিকৃৎ। সাহিত্যিক সুকুমার রায়ের পিতা এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা সত্যজিৎ রায়ের ঠাকুরদা তিনি।

**১৯৫৭ সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী'** এদিন সান ফ্রান্সিসকো চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ ছবির শিরোপা অর্জন করে। এর আগে ছবিটি ১৯৫৫-তে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের জন্য জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, ১৯৫৬ কান চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ মানবিক দলিল পুরস্কার-সহ বহু পুরস্কার লাভ করে, যার ফলে সত্যজিৎ রায় ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র-নির্মাতাদের মধ্যে একজন বলে গণ্য হন। শুধু সমালোচকদের সন্তুষ্ট করাই নয়, বাণিজ্যিকভাবেও বেশ সাফল্য পায় চলচ্চিত্রটি। মুক্তির দুই সপ্তাহের মধ্যে এটি শুধু ভারতেই আয় করে প্রায় ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা।

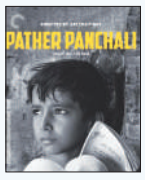


**১৯৪২ কলকাতায় এদিন মাঝরাতে বোমাবর্ষণ করে জাপান।** তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। এদিনই প্রথমবার, তবে এর পরেও কলকাতা এসময় একাধিকবার জাপানি বোমার শিকার হয়। শহরে শেষবার জাপানি বোমা পড়ে ১৯৪৪-এর ২৪ ডিসেম্বর। কলকাতা বন্দর ও হাওড়া ব্রিজ ধ্বংসের লক্ষ্যে এই বোমাগুলো জাপানি ফাইটার বিমান থেকে ফেলা হয়।

**১৯৭৯ সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত** (১৮৮০-১৯৭৯) এদিন প্রয়াত হন। রসায়নবিদ ও প্রখ্যাত গান্ধীবাদী নেতা। বেঙ্গল কেমিক্যালে কাজ করতেন। পরে সোদপুরের গান্ধী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। গান্ধীজি এই আশ্রমকে তাঁর 'দ্বিতীয় বাড়ি' তথা 'বাংলার বাসগৃহ' আখ্যা দিয়েছিলেন।

## কর্মসূচি

'দামাল বাংলা হুগলি'র ডাকে শুক্রবার সারাদিনব্যাপী অবস্থান-বিক্ষোভের আয়োজন করা হয় চুঁচুড়ার ঘড়ির মোড়ে। উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব-সহ বিশিষ্ট মানুষজন।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

## শব্দবাংলা-১৫৯০

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | ১ | ২ | | ৩ | | ৪ | ■ |
| ৫ | ■ | | ■ | | ■ | ৬ | ৭ |
| ৮ | | | ■ | | ■ | ■ | |
| | ■ | ■ | ■ | ৯ | | | |
| ১০ | | | ১১ | ■ | ■ | ■ | |
| | ■ | ■ | | ■ | ১২ | | |
| ১৩ | ১৪ | ■ | | ■ | | ■ | |
| ■ | ১৫ | | | | | | ■ |

**পাশাপাশি :** ১. শুকনো ও শ্রীহীন ৬. বিন্দু ৮. ভোর, প্রত্যুষ ৯. আস্ফালন ১০. ইন্দ্রের অস্ত্র, বজ্র ১২. স্নেহ বা আশকারা ১৩. ধুলো ১৫. শিশুদের একরকম জামা যাতে পা অবধি ঢাকা থাকে।

**উপর-নিচ :** ২. লোকালয় ৩. কাকা, খুড়ো ৪. ক্রোড় ৫. কোনও দুর্ঘটনা বা দুষ্কৃতির ক্ষেত্রে পুলিশের কাছে প্রথম খবর জানানো ৭. ইন্দ্র ১১. অর্থভাণ্ডার, কোশ ১২. আচমকা ১৪. জায়া, পত্নী।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৮৯ : **পাশাপাশি :** ২. অসমাপন ৫. জলাভাব ৬. সদয় ৭. কলেবর ৯. পাটোয়ার ১২. গলদ ১৩. মূলাধার ১৪. চন্দনাচল। **উপর-নিচ :** ১. উজবুক ২. অবসর ৩. মাথায়খাটো ৪. নর্মদা ৮. বর্ষগণনা ৯. পাদমূল ১০. রপ্তেরপ্তে ১১. আইচ।

## ১৯ ডিসেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

| | |
|---|---|
| পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম), | ১৩২৫০০ |
| গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম), | ১৩৩১৫০ |
| হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম), | ১২৬৫৫০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি), | ২০১০০০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি), | ২০১১০০ |

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

## মুদ্রার দর (টাকায়)

| মুদ্রা | ক্রয় | বিক্রয় |
|---|---|---|
| ডলার | ৯০.৬০ | ৮৮.৯০ |
| ইউরো | ১০৬.১৮ | ১০৪.০৯ |
| পাউন্ড | ১২১.০৭ | ১১৮.৭৪ |

## নজরকাড়া ইনস্টা

■ শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

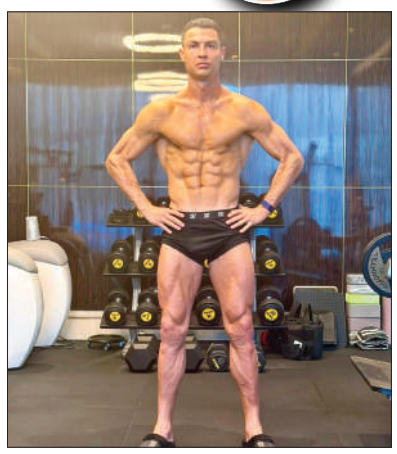

■ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
● Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

# আমারশহর

20 December 2025 • Saturday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
২০ ডিসেম্বর ২০২৫
শনিবার

কলকাতা থেকে ওড়িশায় হেরোইন পাচারের চেষ্টা। বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশি অভিযানে বাবুঘাট বাস স্ট্যান্ড থেকে ধৃত এক পাচারকারী। ধৃতের নাম বাপি ঠাকুর

## মেসির শোয়ে লেনদেনে অনিয়ম! খতিয়ে দেখছে ইডি

# শতদ্রুর বাড়িতে পুলিশি হানা

## যুবভারতী-কাণ্ডে ধৃত আরও ৩

**প্রতিবেদন :** যুবভারতী স্টেডিয়ামে ফুটবল মহাতারকা লিওনেল মেসির অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলার ঘটনায় এবার ধৃত শতদ্রু দত্তর রিষড়ার বাড়িতে হানা দিল পুলিশ। শুক্রবার ভোরে রিষড়া থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে বাঙুর পার্কে শতদ্রুর বাড়িতে তল্লাশিতে যান বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের আধিকারিকেরা। এদিকে, যুবভারতীতে ভাঙচুরের ঘটনায় বাড়ল গ্রেফতারির সংখ্যা। শুক্রবার সকালে স্টেডিয়াম ভাঙচুরে আরও তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এই নিয়ে যুবভারতী-কাণ্ডে ধৃত বেড়ে হল ৯ জন। অন্যদিকে, 'গোট কনসার্ট'-এর মূল আয়োজক শতদ্রু দত্তের ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থার আর্থিক লেনদেনে অনিয়ম ধরা পড়েছে বলে খবর কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট সূত্রে। কোটি কোটি টাকার লেনদেন নিয়ে বর্তমানে প্রাথমিক অনুসন্ধান শুরু করেছে ইডি। গত ১৩ ডিসেম্বর যুবভারতী স্টেডিয়ামে বিশৃঙ্খলায় ওইদিনই বিমানবন্দর থেকে আয়োজক শতদ্রু দত্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এবার ইভেন্ট আয়োজন ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার দায়িত্ব সংক্রান্ত

একাধিক নথি খতিয়ে দেখতে শতদ্রুর রিষড়ার বাড়িতে তল্লাশি চালালেন তদন্তকারীরা। এদিন সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ রিষড়া থানার ৫ আধিকারিককে নিয়ে শতদ্রুর বাড়িতে যায় বিধাননগর দক্ষিণ থানার একটি দল। তিনতলা সেই বিলাসবহুল বাড়িতে রয়েছে সুইমিং পুল থেকে ফুটবল মাঠ— সবই। দেখা যায়, বাড়িতে একমাত্র পরিচারিকা ছাড়া কেউ নেই। তাঁর সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি প্রত্যেক ঘরে চলে তল্লাশি। যদিও পুলিশের তরফে কিছুই সিজ করা হয়নি।

এদিকে, রণক্ষেত্র হয়ে ওঠা যুবভারতীর নানা ছবি এবং ভিডিও খতিয়ে দেখে শুক্রবার সকালে লেক টাউন ও নাগেরবাজার এলাকা থেকে আরও তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের নাম ঋজু দাস, সৌম্যদীপ দাস এবং তন্ময় দে। এদিনই তাঁদের আদালতে হাজির করিয়ে হেফাজতে নেওয়া হচ্ছে। আবার ইডি সূত্রে খবর, ইভেন্ট আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত শতদ্রু দত্তের ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থার দুটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে একাধিক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা লেনদেন হয়েছে। ওই বিপুল অঙ্কের টাকা কোত্থেকে এসেছে, কীভাবে ওই অর্থ তোলা হয়েছে এবং কোন কোন খাতে ব্যবহার করা হয়েছে— সবদিক খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী সংস্থা। যুবভারতী-কাণ্ডে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় রাজ্য পুলিশ দুটি এফআইআর করেছিল। তার ভিত্তিতেই ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট ও কোটি কোটি টাকা লেনদেনের উৎস যাচাই করা হচ্ছে। প্রাথমিক তদন্তে পর্যাপ্ত তথ্য ও প্রমাণ মিললে পরবর্তী ধাপে ইসিআইআর দায়ের করা হতে পারে বলে ইডি সূত্রে খবর।

# ক্ষমতা কুক্ষিগত করার চেষ্টা

## কমিশনকে নিশানা ব্রাত্যর

**প্রতিবেদন :** শিক্ষকদের বিএলওর কাজে যুক্ত করে পঠন-পাঠনে এমনিই ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে নির্বাচন কমিশন। এদিকে, সামনেই মাধ্যমিক পরীক্ষা। তাই ওই সময় যাতে শিক্ষকদের বিএলও-র কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় সেই নিয়ে কমিশনকে চিঠি দিয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। এই বিষয়টিকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে নির্বাচন কমিশনকে একহাত নিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। কমিশন শিক্ষা দফতরকে না জানিয়েই শিক্ষকদের বিএলওর কাজে নিযুক্ত করেছে বলেও এদিন অভিযোগ করেন মন্ত্রী। এদিন ব্রাত্য বসু বলেন, এটা ক্ষমতা কুক্ষিগত করার মানসিকতা। রাজ্য সরকারকে এড়িয়ে চলা হচ্ছে। তানাশাহি চলছে। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষকেরা স্থায়ী কর্মী। তাঁদের বেতন ও পেনশন সুরক্ষিত। কিন্তু অন্য অনেক রাজ্যে চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক দিয়ে ভোটের কাজ চালানো হয়। সেই কারণেই পরিকল্পিতভাবে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা দফতরকে পাশ কাটিয়ে কমিশন কাজ করছে।

পর্ষদ তাঁদের চিঠিতে জানিয়েছে, রাজ্যে মোট ২৬৮২টি কেন্দ্রে পরীক্ষা হবে। এর জন্য প্রয়োজন প্রায় এক লক্ষ শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী, পরিদর্শক, ভেন্যু সুপারভাইজার ও ইনচার্জের। ফলে ওই শিক্ষকসংখ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এসআইআর প্রক্রিয়া চালানোর আবেদন জানানো হয়েছে কমিশনকে। পাশাপাশি যাঁরা পরীক্ষায় সরাসরি দায়িত্বে থাকবেন, তাঁদের ভোট সংক্রান্ত সমস্ত কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়ারও কথা বলা হয়েছে।

■ বারুইপুর প্রেস ক্লাবের বাৎসরিক অনুষ্ঠান 'অর্ঘ্য' বারুইপুর রবীন্দ্র ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি ও পরিষদীয় বিষয়ক মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, বিধানসভার অধ্যক্ষ তথা স্থানীয় বিধায়ক বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সমাজসেবকেরা।

■ রাজ্য সরকারের 'বাংলা মোদের গর্ব' শীর্ষক প্রদর্শনীর উদ্বোধনে মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, কৌস্তুভ তরফদার, বাসুদেব ঘোষ, প্রদীপকুমার সরকার প্রমুখ। নন্দন-রবীন্দ্র সদন চত্বরে একতারা মুক্তমঞ্চে। — সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

## ১৫ দিনের মধ্যে যুবভারতী-কাণ্ডে দ্বিতীয় রিপোর্ট

**প্রতিবেদন :** যুবভারতী-কাণ্ডে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে দ্বিতীয় রিপোর্ট জমা দিতে চলেছে প্রাক্তন বিচারপতি অসীম রায়ের নেতৃত্বাধীন মূল তদন্ত কমিটি। রাজ্যের মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিব-সহ তিন সদস্যের ওই কমিটি চারটি আলাদা কমিটির রিপোর্ট এবং সিটের তদন্তের অগ্রগতির উপর ভিত্তি করেই এই দ্বিতীয় রিপোর্ট তৈরি করছে বলে খবর সূত্রে। ইতিমধ্যেই এই কমিটির প্রথম রিপোর্ট জমা পড়েছে নবান্নে। আর তারপরই রাজ্য পুলিশের ডিজি, বিধাননগরের ডিসি-সহ একাধিক পুলিশকর্তা ও আধিকারিককে শোকজ করা হয়েছিল। সময়ের মধ্যেই তাঁরা শোকজের জবাব দিয়েছেন। তদন্তে সেই জবাবগুলিও খতিয়ে দেখা হবে। অন্যদিকে, সল্টলেক স্টেডিয়ামে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখছে পূর্ত দফতর। কাঠামোগত ক্ষতি কতটা, তার বিস্তারিত মূল্যায়ন চলছে। সিটের তরফে অনুমতি মিললে তবেই স্টেডিয়ামে পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু হবে। ভবিষ্যতে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি রুখতে জোর দিচ্ছে প্রশাসন।

■ সরস মেলার উদ্বোধনে পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, হিডকোর ভাইস চেয়ারম্যান হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী, পঞ্চায়েত সচিব উলগানাথন, জেলাশাসক শশাঙ্ক শেট্টি, এনকেডিএ সিইও আবু শহিদ। শুক্রবার নিউ টাউনে।

# শুরু হল বসিরহাট স্বাস্থ্য ও সাংস্কৃতিক মেলা

**সংবাদদাতা, বসিরহাট :** শুরু হল বসিরহাট স্বাস্থ্য ও সাংস্কৃতিক মেলা। ১৯ থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে বসিরহাটের স্বাস্থ্য ও সাংস্কৃতিক মেলা। প্রান্তিক ময়দানে অনুষ্ঠিত এই স্বাস্থ্য মেলা থেকে স্বাস্থ্য সচেতনতায় অভিনব বার্তা দেওয়া হবে। এখানে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে পরিবেশবান্ধব খাবার-সহ একাধিক সুসজ্জিত স্টল থাকছে। পাশাপাশি থাকছে শিশুদের জন্য বিভিন্ন বিনোদন মূলক স্টলও থাকছে। এছাড়াও বিভিন্ন কবিতা ও উপন্যাস-সহ একাধিক বইয়ের স্টলও থাকছে। স্বাস্থ্য ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কিত বিভিন্ন স্টল থেকে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যে সচেতনতায় বিশেষ বার্তা দেওয়া হচ্ছে বসিরহাট পুরসভার উদ্যোগে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রবেশ করা যাবে মেলায়। বসিরহাট টাউন হল থেকে বসিরহাট প্রান্তিক ময়দান পর্যন্ত প্রায় দুই কিলোমিটার রাস্তা শোভাযাত্রা করা হয় এদিন। উপস্থিত

■ স্বাস্থ্য ও সাংস্কৃতিক মেলার উদ্বোধনে পার্থ ভৌমিক।

ছিলেন বারাকপুর লোকসভার তৃণমূল সাংসদ পার্থ ভৌমিক, সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো, বসিরহাট পুরসভার চেয়ারম্যান অদিতি মিত্র রায় চৌধুরী, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা আরটিএ সদস্য সুরজিৎ মিত্র। পুরুলিয়ার ছৌ নৃত্য, ধামসা মাদলের তালে তালে মহা ধুমধাম করে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার সমাপ্তি ঘটে।

■ আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ পুর কর্মচারী ফেডারেশনের ২৭তম রাজ্য সম্মেলনের প্রস্তুতি সভায় বক্তা গৌতম চৌধুরী, অরবিন্দ দাস-সহ অন্যেরা।

# সম্পাদকীয়

20 December, 2025 • Saturday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

## অটুট ঐক্য

বাংলাদেশের পরিস্থিতিকে সামনে রেখে বিজেপি নোংরা খেলা শুরু করে দিয়েছে। এটাই তাদের স্বভাব। এটাই তাদের রাজনীতি। বিজেপির ট্যুইট মালব্য বাংলা এবং বাংলাদেশকে এক আসনে বসিয়ে উসকানিমূলক মন্তব্য করছেন। বিজেপির লক্ষ্যই হল বাংলাকে অস্থির করা। তার জন্য রাজনৈতিকভাবে যত নিচে নামতে হয়, তারা নামতে প্রস্তুত। বিজেপি জানে রাজনৈতিক লড়াইয়ে কিছুতেই তৃণমূলের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না। তাই রাজনীতিতে হেরে গিয়ে বঞ্চনার রাজনীতি শুরু করেছে। তাতেও লাভ না হওয়ায় এবার নোংরা খেলায় নেমেছে। এটা শুধু রাজ্যের অপমান নয়, বাংলার অপমান। বঙ্গ বিজেপির নেতারা এতটাই মেরুদণ্ডহীন যে সেই উসকানি এবং প্ররোচনাকে প্রলম্বিত করছে। এদের বিরুদ্ধে পুলিশি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। এবং সঠিক কারণেই মালব্যর বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়েছে। একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশের পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। কিছু ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ানো হচ্ছে। সেগুলি ঠিক না ভুল তা জানা সম্ভব নয়। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের উচিত দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে দেশের অবস্থান স্পষ্ট করা। একইসঙ্গে বাংলাদেশে থাকা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ভারতীয় সংবাদমাধ্যম কর্মীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। কেন্দ্রের কাছে মানুষ এটাই আশা করে। সেটা না করে ঘৃণ্য উসকানি আর মেরুকরণের রাজনীতি করছে। বিষ ঢালার চেষ্টা করছে। বিজেপির মনে রাখা উচিত এটা বাংলা। এখানে সব ধর্মের মানুষ সমান গুরুত্ব পান। বাংলা সবার, সমাজও সবার। শত চেষ্টা করেও বাংলার ঐক্যকে ভাঙতে পারবে না বিজেপির বিষবাষ্প।

## e-mail থেকে চিঠি

### দায়ী কে, সেটা পরিষ্কার

দায় এড়ানোর কোনও উপায় নেই। বিহারের পর সম্প্রতি বাংলায়। ভোটার তালিকা স্বচ্ছ সুন্দর করে তোলার নামে বহু নির্দোষ মানুষকে নানাভাবে বিপাকে ফেলা হচ্ছে। এমনকী কিছু 'জীবিত' মানুষকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে 'মৃতের তালিকায়'! আর সে কাজটা করছে কারা? খোদ সরকার বা নির্বাচন কমিশনের মতো একটা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। কিছু সুস্থ সবল নারী পুরুষ মঙ্গলবার খসড়া ভোটার তালিকায় নিজেদের 'মৃত' আবিষ্কার করে রীতিমতো হতভম্ব হয়ে গিয়েছেন। বাংলার উত্তর থেকে দক্ষিণ— প্রায় সর্বত্র এমন জীবিত অথচ ভোটার তালিকায় 'মৃতের' একের পর এক সন্ধান মিলেছে। কিন্তু হঠাৎ কীভাবে 'মারা গেলেন' তাঁরা? সৌজন্যে ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) ছাড়া আর কেউ নয়। ইসিআই কর্তারা এই দায় মেনে নেবেন কি? আমাদের 'ঐতিহ্য' এত বড়ো ভরসা দেয় না। নিজ দায় স্বীকার করে যথোচিত পদক্ষেপ করার দৃষ্টান্ত উপরতলার কর্তারা কখনও দেখিয়েছেন বলে স্মরণকালের মধ্যে নজরে আসেনি। তাঁরা যেটা করবেন, চারিদিকে 'বলির পাঁঠা' খুঁজবেন। এই ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের সহজ শিকারের নাম বিএলও, এইআরও প্রভৃতি। পরিকল্পনার অভাব, পরিকাঠামোর অপ্রতুলতা, অযথা তাড়াহুড়ো করা প্রভৃতির দায় কি কমিশন নেবে? আশঙ্কা হয় যে, ইসিআই কর্তারা এই দায় ঠেলবেন বেচারা বিএলও, এইআরওদেরই ঘাড়ে। ইতিমধ্যেই বিএলওদের শোকজ করা শুরু হয়েছে— বুধবার পর্যন্ত খবর ১০ জনকে। ওইসঙ্গে এই আরওদেরও শোকজ করার খবর মিলেছে। অথচ ভোটার তালিকা 'সাদা' করার ঢাক পিটিয়ে একজনেরও জীবন 'কালো' করার কোনও অধিকার কমিশনের নেই। তাদের এই অনধিকার চর্চার কারণে যদি কোনও দুর্বলচিত্ত ভোটারের প্রাণ যায়! তার দায় ইসিআই এবং কেন্দ্রীয় সরকারকেই নিতে হবে। কারণ বাংলা-সহ একাধিক রাজ্যের ঘোর আপত্তি অগ্রাহ্য করেই চলছে চলতি এসআইআর। এর পিছনে কমিশন গণতন্ত্ররক্ষার সাফাই দিলেও মোদি সরকার এবং কেন্দ্রীয় শাসক দলের বিশেষ স্বার্থসিদ্ধির দিকটি অস্বীকার করা কঠিন।

— **জয়ন্ত চক্রবর্তী, রাজা দিনেন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৪**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

# বেকার মশকরা না করে সিরিয়াসলি ভেবে দেখুন

সামান্য পুঁজিতেও অনেক অসাধ্য সাধন সম্ভব। নিতে হবে না একগুচ্ছের ব্যাঙ্ক লোন কিংবা ফান্ডের আয়োজন। শুধুমাত্র উপস্থিত বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে গড়ে তোলা যায় নিজস্ব কারবার। সেই কথাটাই মুখ্যমন্ত্রী বলছেন বারবার। লিখছেন **পার্থসারথি গুহ**

"তিনমূর্তি" সিনেমার গানের সুরে অনায়াসে বলা যেতে পারে যে, 'এমন মজার শহর যারা থাকে কলিকাতায়, নেই জিলাপির প্যাঁচ গো, তারা সরল সিধেসাদা।'

ঠিক এমনটাই হলেন, আমাদের সবার প্রিয় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মনে এক, মুখে এক কখনও হয় না। সেজন্যই তাঁর সরল মন্তব্য নিয়ে কূটকাচালির অন্ত নেই। মুখ্যমন্ত্রী একজন প্রকৃত অভিভাবকের মতো পোশাকি ভাষার প্যাঁচপয়জারে না গিয়ে রাজ্যবাসীকে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দেন।

তিনি নিজেও একসময় সংসার প্রতিপালনে অনেক কষ্টসাধ্য কাজ করেছেন। সেই জায়গা থেকে আজ রাজ্যের সর্বোচ্চ জায়গায় পৌঁছালেও পা তাঁর মাটিতেই রয়েছে। অথচ মুখ্যমন্ত্রীর সেই সরলসিধে কথার মধ্যেও জিলাপির প্যাঁচ খুঁজছে বাংলা বিদ্বেষীরা। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের যত মত তত পথের দর্শনকে এরা কোনওদিন সোজা ভাবে নেয়নি। এদেরই কোনও বাচাল পূর্বপুরুষ ঠাকুরকে পর্যন্ত পাগলা সাধু বলার বাতুলতা দেখিয়েছে। সুতরাং মুখ্যমন্ত্রীকে যে তারা আক্রমণ করবে তা খুবই স্বাভাবিক। যদিও তা পাগলের প্রলাপ বা প্রহসনে পরিণত হয়েছে।

যারা দায়িত্ব নিয়ে রাজ্যের কলকারখানা লাটে তুলেছে তারা মুখ্যমন্ত্রীর চা-ঘুগনি নিয়ে গলাবাজি করছে। অথচ কলকাতা তথা রাজ্যের নানাবিধ ব্যবসার চেইন যেভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সহ ইউরোপ তথা তাবড় বিশ্বে ছড়িয়ে গিয়েছে তাতে চোখ ছানাবড়া হতে বাধ্য। এভাবেই কলকাতায় সামান্য চায়ের দোকান থেকে রাজ্যের নানাপ্রান্তে ছড়িয়ে গিয়েছে ব্যবসার বুনিয়াদ, এমন হাতেগরম উদাহরণও ভরপুর।

পর্যটন ব্যবসায় আগ্রা, রাজস্থান-সহ দেশের একাধিক বড় স্পটকে পিছু ফেলে এখন কলকাতা এবং রাজ্য অগ্রণী হয়ে উঠেছে। ফুড, রিসোর্ট, নানাধরনের স্টার্ট আপ আজ বাঙালি ছেলেদের হাত ধরে আন্তর্জাতিক হয়ে উঠেছে। এটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা। শুধুমাত্র চাকরির মুখাপেক্ষী না হয়েও এখানে যাপনের হাজারো বীজ রোপণ হয়ে গিয়েছে। সেই কর্মবীজের জ্বালায় নিষ্কর্মা রক্তবীজের দল জ্বলেপুড়ে মরছে। বড়জোর টিভি চ্যানেলের সন্ধ্যা-আহ্নিকে বসে জিঘাংসা ঝরাচ্ছেন। যদিও তাতে রাজ্যবাসীর কাঁচকলা। কারণ, মমতাময়ীর জাদুতে রাজ্য আজ কর্মবৎসল।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পান থেকে চুন খসার জন্য যারা রাতদিন হত্যে দিয়ে পড়ে থাকে ফ্ল্যাশব্যাকে ইতিহাসের দিকে একটু ফিরে তাকালে দেখবেন বাংলায় বন্ধ্যাত্ব আনার মূল কারিগর কিন্তু তারাই। সিপিএম নেতৃত্বাধীন বামেদের ৩৪ বছর হল বাংলা ও বাঙালিকে পিছিয়ে দেওয়ার সাপ-লুডো খেলার সেই পুট। যা বাঙালিকে টেনে নামিয়েছিল ঐতিহ্যের অট্টালিকা থেকে আঁস্তাকুড়ে। কিন্তু সবকিছুর যেমন শেষ আছে তেমনই বাংলাকে ছিবড়ে করা নেতিবাচক সেই সিপিএমকে উৎখাত করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যবে থেকে চালকের স্টিয়ারিংয়ে বসেছেন তখন থেকে খেলা পুরো ঘুরে গিয়েছে। হ্যাঁ, বাংলার নবযৌবন থেকে প্রান্তিক মানুষ বাংলার গরিমা ফিরিয়ে আনতে 'খেলা হবে'র স্লোগানে আজ মুখরিত।

এই বাংলা কোনও কিছুকে তুচ্ছ ভাবায় দীক্ষিত নয়। বরং উদার মনোভাবাপন্ন হয়ে সব কাজকেই আপন ভেবে যাপন করে।

প্রাথমিকে ইংরেজি তুলে দেওয়া সিপিএম

নেতা মন্ত্রী-সান্ত্রী মায় এলসিএম, ব্রাঞ্চ মেম্বারের সন্তানরা পর্যন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নামীদামি ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ত। উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ চলে যেত নানারকম কোটার বগলদাবা হয়ে। অথচ পরের ছেলেকে পরমানন্দ ভেবে একের পর এক প্রজন্মকে এরা শেষ করে দিয়েছে।

সেই সিপিএম তথা বাম এবং তাদের গুরুঠাকুর বিজেপি ওরফে রাম এখন মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে খুঁত ধরতে ব্যস্ত। হ্যাঁ, মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন জীবন সমুদ্রে একেবারে ভাটা যাতে না পড়ে সেজন্য প্রয়োজনে ছোট পুঁজির ব্যবসাতেও মনোনিবেশ করতে হয়। ঠিক যেভাবে বিদেশের মাটিতে ছাত্রজীবনে হাতখরচের টাকার জোগানের জন্য সুইপার থেকে গাড়ি সাফসুতরো-সহ জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠে অংশ নেয় ছাত্রছাত্রীরা। সেটাই এখানে করলে গেল গেল রব উঠবে। আবার সেই সিপিএমের কমরেডদের মুখে বড় বড় বুকনি শোনা যায়, যাঁরা কমিউনিজমের প্রলেতারিয়েতের নামে গড়ে তুলেছিল সুবিধাভোগী, উচ্ছিষ্টযাপনকারী এক তথাকথিত এলিট সমাজ। মুখে মার্কসবাদ। কিন্তু আমরা খাব, তোমরা বাদ। রাজ্যে ব্যবসা ফের জোয়ার এসেছে বাংলার শিল্পে। কথায় কথায় বনধ ডাকা বন্ধ করে কর্মদিবসের মাধ্যমে বাংলা পেয়েছে তারুণ্যের প্লাবন।

কোনও কাজই যে ছোট নয় তা পরতে পরতে শিখিয়ে চলেছে আমাদের শহর। আর জীবনভর সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হওয়া বাংলার অগ্নিকন্যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই শহরের জয়গান বা থিমসঙ বেঁধেছেন সেই আঙ্গিকে।

যার মোদ্দা কথা হল, বেকার থাকার চেয়ে হাতের সামনে যে অপশন আসবে তাকেই বেছে নিতে হবে অধুনা মোবাইল ক্লিক করার মতো। অবশ্যই নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতার মাপকাঠিতে এগোতে হবে। তবে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সেই উপযুক্ত কর্মসংস্থান না হলে চাপ নেই। সামান্য পুঁজিতেও অনেক অসাধ্য সাধন সম্ভব। নিতে হবে না একগুচ্ছের ব্যাঙ্ক লোন কিংবা ফান্ডের আয়োজন।

শুধুমাত্র উপস্থিত বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে গড়ে তোলা যায় নিজস্ব কারবার। সেলফির ভরা দুনিয়ায় কাজের এই নিজস্বী পরিবেশ তিলে তিলে গড়ে উঠেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জাদুদণ্ডে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এসআইআরে অতিরিক্ত কাজের চাপ। ডায়মন্ড হারবারের পারুলিয়া কোস্টাল থানা এলাকায় আত্মহত্যার চেষ্টা বিএলও তপন মণ্ডলের



# স্বনির্ভর গোষ্ঠীর নির্বাচনে বিপুল জয় তৃণমূলের

**সংবাদদাতা, মিনাখাঁ :** স্বনির্ভর গোষ্ঠীর নির্বাচনে পায়ের তলার জমি হারাল বিজেপি। ভরাডুবি হল পদ্ম শিবিরের। ফলাফল তৃণমূল ১৩, বিজেপি ১। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার মিনাখাঁ ব্লক-২ অন্তর্গত মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে মোহনপুর উপনিতা মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী সমিতির নির্বাচনে ১৩-১ ব্যবধানে বিজেপিকে পরাজিত করে ফের বোর্ড গঠন করল তৃণমূল কংগ্রেস। মিনাখাঁ ব্লক-২ তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তাজউদ্দিন মোল্লা বলেন, দলীয় স্বার্থে ও উন্নয়নের পক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার নির্দেশ প্রদান করেছিলাম মোহনপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তুহিন ভূঁইয়াকে। সেই নির্দেশ অনুযায়ী অঞ্চল স্তরের সমস্ত দলীয় নেতৃত্ব একযোগে মানুষের পাশে থেকে উন্নয়নের পক্ষে ভোট দিয়েছে।

## নিয়োগে সম্মতি

**প্রতিবেদন :** ভোটার তালিকা প্রস্তুতি ও সংশোধন প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ, নির্ভুল ও বিশ্বাসযোগ্য করতে রাজ্যে ইলেক্টোরাল রোল মাইক্রো অবজারভার নিয়োগের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। নির্দেশিকা জারি করে কমিশন জানিয়েছে, বিশেষ নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়ার শুনানিপর্বকে আরও গ্রহণযোগ্য করে তুলতেই এই সিদ্ধান্ত। শুনানির সময় জমা পড়া নথি সঠিক ভাবে যাচাই হচ্ছে কি না, দাবি ও আপত্তির ক্ষেত্রে নিয়ম মেনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখবেন এই মাইক্রো অবজারভাররা।

# স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পে আরও ২৩০ কোটি বরাদ্দ

**প্রতিবেদন :** স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পে রাজ্যে আরও ২৩০ কোটি টাকা খরচ হতে চলেছে। গ্রামীণ নিকাশি ও পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করতেই এই অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে। নবান্ন সূত্রে খবর, প্রকল্প বাস্তবায়নে ধারাবাহিক সাফল্যের কারণেই চলতি অর্থবর্ষে এই নিয়ে চতুর্থবার অর্থ বরাদ্দ হল। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করা এবং কেন্দ্রের নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণ করায় রাজ্য বারবার অতিরিক্ত বরাদ্দের ছাড়পত্র পাচ্ছে। চলতি অর্থবর্ষে ইতিমধ্যেই এই খাতে খরচের জন্য ১২৪ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে।

প্রশাসনিক সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, এবারে যে ২৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে, তার অন্তত ৭৫ শতাংশ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খরচ করতে পারলে চলতি অর্থবর্ষেই আরও ২৩২ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি বজায় রাখাই এখন পঞ্চায়েত দফতরের প্রধান লক্ষ্য। জেলা ও ব্লক স্তরে কাজের অগ্রগতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে, যাতে সময়সীমা মেনে খরচের শর্ত পূরণ করা যায়। স্বচ্ছ ভারত মিশনের আওতায় গ্রামে গ্রামে শৌচালয় নির্মাণ, কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিচ্ছন্নতা নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং গ্রামগুলিকে সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত স্থানে শৌচমুক্ত রাখার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। পঞ্চায়েত দফতরের এক কর্তার কথায়, রাজ্য যেভাবে কাজ করছে, তাতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা সম্ভব। অতিরিক্ত বরাদ্দ পেলে গ্রামীণ এলাকায় পরিচ্ছন্নতার পরিকাঠামো আরও মজবুত হবে। কেন্দ্রীয় বরাদ্দের পাশাপাশি রাজ্য সরকার নিজস্ব তহবিল থেকে অর্থ ব্যয় করে প্রকল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা স্বচ্ছ ভারত মিশনের প্রতি রাজ্যের অঙ্গীকারকেই স্পষ্ট করে।

বারুইপুরে গ্রামসভায় বিধায়ক তথা অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। ধপধপি-২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত। শুক্রবার।

বিজেপির বিভেদকামী রাজনীতির বিরুদ্ধে বঙ্গীয় সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবী সভামঞ্চে বক্তা পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। বৃহস্পতিবার রানি রাসমণি রোডে।

# এককালীন রেজিস্ট্রেশনে লাইফটাইম ব্যবস্থায় রূপান্তরের সুযোগ দিচ্ছে রাজ্য

**প্রতিবেদন :** এককালীন কর দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করা নির্দিষ্ট শ্রেণির গাড়িকে লাইফটাইম ট্যাক্স ব্যবস্থায় রূপান্তরের সুযোগ করে দিচ্ছে রাজ্য পরিবহণ দফতর। এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, নন-ট্রান্সপোর্ট হিসেবে নথিভুক্ত মোটরগাড়ি এবং সর্বাধিক ১৪ আসন বিশিষ্ট ওমনি বাসের ক্ষেত্রে এই সুবিধা মিলবে। তবে ব্যাটারিচালিত যান এই সুযোগ পাবে না। পশ্চিমবঙ্গ অতিরিক্ত কর ও এককালীন কর সংক্রান্ত মোটরযান আইন, ১৯৮৯ অনুযায়ী প্রথমবার নথিভুক্তির সময়েই গাড়ির মালিকরা এককালীন কর অথবা আজীবন কর— দুইয়ের মধ্যে যেকোনও একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ পান। কিন্তু বাস্তবে দেখা গিয়েছে, বহু গাড়ির মালিক এই বিকল্পের কথা না জেনে এককালীন কর পরিশোধ করার পরে পরবর্তী সময়ে আরটিও অফিস বা দফতরের কাছে আজীবন কর ব্যবস্থায় রূপান্তরের আবেদন জানিয়েছেন। আইনে এই ধরনের রূপান্তরের উপর স্পষ্ট কোনও নিষেধাজ্ঞা না থাকায়, বিষয়টি বিবেচনা করে আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এককালীন কর জমা দেওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ট্যাক্সিং অফিসার বা যে রেজিস্ট্রিং অথরিটির কাছে গাড়িটি নথিভুক্ত, সেখানে লিখিত আবেদন জানাতে হবে। আবেদন পাওয়ার পরে কর্তৃপক্ষ নতুন করে আজীবন করের হিসাব নির্ধারণ করবে এবং কত টাকা বাকি রয়েছে তা লিখিতভাবে গাড়ির মালিককে জানাবে। সেই হিসাব পাওয়ার তিনদিনের মধ্যে মালিককে লিখিতভাবে সম্মতি জানাতে হবে। সম্মতি পাওয়ার পর ট্যাক্সিং অফিসার বাহন পোর্টালে আজীবন কর সংক্রান্ত আবেদন তৈরি করবেন। এককালীন কর হিসেবে ইতিমধ্যে যে টাকা জমা পড়েছে, তা মূল করের সঙ্গে সমন্বয় করে বাকি টাকা কাউন্টারের মাধ্যমে আদায় করা হবে। অবশিষ্ট কর সাতদিনের মধ্যে জমা দিতে হবে এবং এককালীন কর পরিশোধের তারিখ থেকে সর্বাধিক ৩০ দিনের মধ্যেই গোটা রূপান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করা হয়েছে। গাড়ির মালিকদের বিভ্রান্তি কাটাতে এবং কর সংক্রান্ত প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতেই এই সিদ্ধান্ত।

পথশ্রী প্রকল্পে ২ কোটি টাকার ঊর্ধ্বে একাধিক রাস্তার উদ্বোধন। উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট উত্তর বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক তথা চেয়ারম্যান এটিএম আব্দুল্লা ওরফে রনি, ব্লক সভাপতি মিহির ঘোষ, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ কাজি মাহমুদ হাসান, অঞ্চল প্রধান জামাল উদ্দিন মল্লিক, তৃণমূল নেতা রফিক গাজি-সহ অন্যরা।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাজ্য আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি ও রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে বনগাঁ পুরসভার সহযোগিতায় ১৫০ জন রেলওয়ে হকারের ঋণের ব্যবস্থা করলেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি নারায়ণ ঘোষ।

বোদাই আমডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েতে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের গণগ্রাম সভা। উপস্থিত সভাপতি অমিত দত্ত, চেয়ারম্যান তরুণ সাহা, পঞ্চায়েত প্রধান রুপা বেরা, একেএম আসাদুজ্জামান-সহ বিডিও, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, একাধিক জনপ্রতিনিধি ও ব্যাঙ্ক ম্যানেজাররা।

## মালব্যর উসকানি হল এফআইআর

**প্রতিবেদন :** বাংলা ও বাংলাদেশকে একাসনে বসিয়ে বিজেপির অমিত মালব্যর নোংরা আক্রমণের জবাব দিল তৃণমূল। মালব্যর উসকানির কারণে বারুইপুর থানায় এফআইআর হয়েছে। দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, অমিত মালব্য শুধু বাংলাকে অপমান করছেন তাই নয়, প্ররোচনা ছড়াচ্ছেন। পুলিশের উচিত ব্যবস্থা নেওয়া। বাংলাদেশের কিছু অমানবিক ভিডিও দেখা যাচ্ছে। সে-গুলি সত্য না মিথ্যা তা বোঝা মুশকিল। কেন্দ্রের উচিত বাংলাদেশ নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করা। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ভারতীয় ও সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।

## বসিরহাট নাট্য উৎসবের সূচনা

**সংবাদদাতা, বসিরহাট:** বসিরহাটের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে প্রাণ ফেরাল নাট্য উৎসব। স্থানীয় রবীন্দ্রভবনে বসিরহাট মহকুমা নাট্য উৎসব ২৫-এর সূচনা হয়। সূচনা করেন পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাডেমির সদস্য অর্পিতা ঘোষ। বসিরহাট পুরসভার সৌজন্যে এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলা আরটিএ সদস্য সুরজিৎ মিত্র বাদলের পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত এই সপ্তাহব্যাপী নাট্য উৎসব শুধু শহরকেন্দ্রিক নয়, বরং গোটা জেলার নাট্যচর্চাকে এক মঞ্চে এনেছে। বসিরহাট শহর, টাকি ও বাদুড়িয়া-সহ জেলার নানা প্রান্ত থেকে মোট ২০টি দল অংশগ্রহণ করেছে এই উৎসবে। ফলে গ্রাম ও শহরের নাট্যধারার মেলবন্ধন ঘটেছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অর্পিতা ঘোষ বলেন, নাটক শুধু বিনোদনের মাধ্যম নয়, সমাজের দর্পণ। আজকের সময়ে এই ধরনের মহকুমা স্তরের নাট্য উৎসব নতুন প্রজন্মকে থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত করতে বড় ভূমিকা নেবে। তাঁর কথায় উঠে আসে গ্রামবাংলার নাট্যচর্চাকে মূলস্রোতে আনার গুরুত্ব।

নাট্য উৎসব উদ্বোধনে অর্পিতা ঘোষ।

## সেবাশ্রয় : উপকৃত ১ লক্ষ ২০ হাজার

**প্রতিবেদন :** সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে শুরু হওয়া সেবাশ্রয়-২ ছুঁয়েছে ১ লক্ষের গণ্ডি। শুক্রবার পর্যন্ত সেবাশ্রয় দ্বিতীয় সংস্করণে উপকৃত মানুষের সংখ্যা ১,২০,০৪৬। মেটিয়াবুরুজ, মহেশতলার পর সেবাশ্রয় শিবির চলছে বজবজে। এদিন বজবজের ৩৪টি স্বাস্থ্যশিবিরে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছেন ৮,৬৬৪ জন। মোট ৪,৪৭৫ জনকে চিকিৎসার পর বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র দেওয়া হয়েছে। ৪,৭৪২ জনের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিনামূল্যে হয়েছে। বেসরকারি হাসপাতালে ৪৪ জনকে রেফার করা হয়।

# বাংলার গৌরবোজ্জ্বল ১৫ বছর (২০১১–২০২৫)

কেন্দ্র সরকারের কাছে বাংলার পাওনা ১ লক্ষ ৯৬ হাজার কোটি টাকারও বেশি। তা সত্ত্বেও গত ১৫ বছর ধরে জন্ম থেকে মৃত্যু, সমস্ত ক্ষেত্র, সমস্ত এলাকা, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য এই সরকার কাজ করছে ও করবে।

## নারী ক্ষমতায়ন

» যুগান্তকারী লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের আওতায় ২.২১ কোটি নারী আর্থিকভাবে ক্ষমতাশালী হয়েছেন। এই প্রকল্পে বার্ষিক বাজেট বরাদ্দ ২৬,৭০০ কোটি টাকা এবং শুরু থেকে এখনও পর্যন্ত এই খাতে মোট ব্যয় হয়েছে ৭৪,০০০ কোটি টাকা।

» রূপশ্রী প্রকল্পের অধীনে ২২.০২ লক্ষ মহিলাকে বিয়ের জন্য ২৫,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, যার জন্য ব্যয় হয়েছে ৫,৫৫৮.৬৬ কোটি টাকা।

» বাংলার পঞ্চায়েত স্তরে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব ২০০৮ সালে ৩৬.৮% থেকে ১৪.৬% বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৩ সালে ৫১.৪% হয়েছে, যা জাতীয় গড় ৪৫.৬%-কে ছাড়িয়ে গিয়েছে।

» নারী ও কন্যাসন্তানদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সরকার ২০২৪ সালে অপরাজিতা বিল পেশ করেছে। রাত্তিরের সাথি উদ্যোগের মাধ্যমে জরুরি সহায়তা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে এবং জন-সুবিধা ও নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য ১৫৭.৩৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

» কর্মাঞ্জলি প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২৫ সাল পর্যন্ত বাংলা জুড়ে অবিবাহিত কর্মরত মহিলাদের জন্য নিরাপদ ও সাশ্রয়ী ভাড়া বাড়ির সুবিধা দিতে মোট ১৩টি হোস্টেল তৈরি করা হয়েছে। এই প্রকল্পে বার্ষিক ব্যয় প্রায় ১.২৪ কোটি টাকা।

» সবুজশ্রী প্রকল্পের অধীনে নবজাতকের মায়েদের ৬৮ লক্ষ চারা গাছ বিতরণ করা হয়েছে। আনন্দধারা প্রকল্পের মাধ্যমে ১.২১ কোটি মহিলা জীবিকা অর্জনের সুযোগ পেয়েছেন এবং তাঁদের জন্য ১.৪৮ লক্ষ কোটি টাকার ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে রাজ্য জুড়ে মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা আরও মজবুত হয়েছে।

» মুক্তির আলো প্রকল্পের মাধ্যমে সারা বাংলায় সামাজিকভাবে বঞ্চিত ও বিপন্ন অবস্থায় থাকা মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ২০২৫ সাল পর্যন্ত এই প্রকল্পে ১.৪৭ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।

## সামাজিক সুরক্ষা

» ২০১১ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের সমস্ত বাসিন্দার অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে মোট ৯৪টি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প চালু করেছে।

» খাদ্য সাথী প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৯ কোটি মানুষ সম্পূর্ণ ভরতুকিযুক্ত রেশন পেয়েছেন, যার ফলে ব্যয় হয়েছে ১,০৯,৪৬৮ কোটি টাকা। এছাড়াও, দুয়ারে রেশন প্রকল্পের মাধ্যমে ৭.৫ কোটি উপভোক্তা তাদের দোরগোড়ায় রেশন সরবরাহের সুবিধা পেয়েছেন, যার ফলে ব্যয় হয়েছে ১,৭১৭ কোটি টাকা।

» জয় বাংলা প্রকল্পের আওতায় ২০.৫৭ লক্ষ বিধবা, ৫০.৬১ লক্ষ প্রবীণ নাগরিক, ৭.৫৯ লক্ষ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি এবং ২.১২ লক্ষ অন্যান্য সুবিধাভোগী মাসিক পেনশন পাচ্ছেন, যার জন্য ব্যয়ের পরিমাণ বার্ষিক ১০,৫৭৩.৮৭ কোটি টাকা।

» বিনা মূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনার অধীনে ১.৮৪ কোটি অসংগঠিত শ্রমিককে চিকিৎসা, মৃত্যু এবং অন্যান্য কল্যাণকর সুবিধা-সহ সর্বাঙ্গীণ সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আনা হয়েছে, যার জন্য ব্যয় হয়েছে ২,৮৮০ কোটি টাকা।

» ২০২৩ সালে শুরু হওয়া কর্মসাথী (পরিযায়ী শ্রমিক) আমাদের পরিযায়ী শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং তাঁদের অভিযোগ নিষ্পত্তির কাজ করে। অন্যদিকে ২০২৫-এর শ্রমশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে ৩১.৭৭ লক্ষ ঘরে ফেরা শ্রমিককে মাসে ৫,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে, যতদিন না তাঁদের কর্মসংস্থান হয়। পাশাপাশি তাঁদের জন্য জব কার্ড, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, খাদ্যশস্য এবং স্বাস্থ্যসেবার সুবিধাও নিশ্চিত করা হয়েছে।

» কেন্দু পাতা সংগ্রাহকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে প্রধানত তপশিলি জনজাতি সম্প্রদায়ের ৩৫,০০০ উপভোক্তা উপকৃত হয়েছেন। এই প্রকল্পে ৬০ বছর পূর্ণ হলে নিবন্ধিত সংগ্রাহকদের এককালীন আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। এছাড়া কেন্দু পাতা সংগ্রাহকরা দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু, মাতৃত্বকালীন সহায়তা, বিশেষভাবে সক্ষমদের সহায়তা, স্বাস্থ্য সহায়তা ইত্যাদির সুবিধাও পেতে পারেন। সংগ্রাহকের মৃত্যু হলে, তাঁর নমিনি হিসেবে থাকা ব্যক্তি মৃত্যু-সহায়তার পাশাপাশি অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও সহায়তা দাবি করতে পারেন।

## তপশিলি জাতি, তপশিলি জনজাতি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি ও সংখ্যালঘুর ক্ষমতায়ন

» ২০২৫ সালের মধ্যে, জয় জোহার ও তপশিলি বন্ধু প্রকল্পের আওতায় মা-মাটি-মানুষের সরকার ১৪.৬৪ লক্ষ তপশিলি জাতি ও তপশিলি জনজাতি-ভুক্ত প্রবীণ নাগরিকদের মোট ৯,১০৮.৪৫ কোটি টাকা পেনশন প্রদান করেছে।

» তপশিলি জাতি, তপশিলি জনজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির ১.৬৯ কোটিরও বেশি মানুষকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তর জাতিগত শংসাপত্র প্রদান করেছে।

» রাজ্য সরকার নিশ্চিত করেছে যে আদিবাসীদের জমি হস্তান্তর করা যাবে না, এতে আদিবাসী সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষদের জমির অধিকার সুরক্ষিত হয়েছে। এর পাশাপাশি আদিবাসী পরিবারগুলিকে বন-পাট্টা এবং কমিউনিটি ফরেস্ট পাট্টা প্রদান করা হচ্ছে, যা তাঁদের আইনি অধিকার ও জীবিকা সুরক্ষা আরও মজবুত করছে।

» রাজবংশী সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য এবং আবেগের প্রতি সম্মান জানাতে, নারায়ণী ব্যাটালিয়ন গঠন করা হয়েছে। যার হেডকোয়ার্টার মেখলিগঞ্জে।

» মতুয়া-অধ্যুষিত অঞ্চলের মানুষ ব্যাপক উন্নয়নের সাক্ষী থেকেছেন। হাবরা-গাইঘাটা জলতৃপ্তি জল প্রকল্পের মাধ্যমে সব পরিবারের জন্য নিরাপদ পানীয় জল নিশ্চিত করা হয়েছে। সংযোগ ব্যবস্থাও শক্তিশালী হয়েছে নতুন সেতু নির্মাণের মাধ্যমে ইছামতী নদীর ওপর মুড়িঘাটা ব্রিজ ও বলদেঘাটা খালের ওপর কুঠিপাড়া-নাগবাড়ী ব্রিজ তৈরি করা হয়েছে। যুব সমাজের জন্য সুযোগ বাড়ানো হয়েছে গাইঘাটায় নতুন আইটিআই এবং পলিটেকনিক কলেজ স্থাপনের মাধ্যমে। কৃষকেরা উপকৃত হচ্ছেন একটি নির্দিষ্ট কিষাণ মান্ডি থেকে। ঠাকুরনগর এলাকার প্রসিদ্ধ ফুলচাষের কেন্দ্র, সেখানে একটি বিশেষ ফুল মাণ্ডি নির্মাণের পাশাপাশি প্রধান শহরের সৌন্দর্যায়নের কাজও চলছে, যা এলাকার সাংস্কৃতিক গর্ব এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিফলন।

» পশ্চিমবঙ্গ এখন সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে ভারতের মধ্যে ১ নম্বরে রয়েছে। সংখ্যালঘু বিষয়ক দফতরের বাজেট প্রায় দশগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজ্য সরকার প্রায় ৯,৯০০টি কবরস্থানের চারপাশে সীমানা প্রাচীর নির্মাণের জন্য ১,৩৮৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।

## কৃষি

» ২০১১ সাল থেকে কৃষি ও সেই সম্পর্কিত খাতে ব্যয় প্রায় ৯.১৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা রাজ্য সরকারের বাংলার কৃষক সম্প্রদায়কে শক্তিশালী করা এবং দীর্ঘমেয়াদী খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করছে।

» ২০২৫ সাল পর্যন্ত, রাজ্যের ১.১০ কোটিরও বেশি কৃষককে কৃষকবন্ধু (নতুন) প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ২৭,০১৬ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

» ২০২৫ সাল পর্যন্ত, বাংলা শস্য বিমা যোজনার মাধ্যমে ১.১৩ কোটি কৃষককে শস্যক্ষতির জন্য সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং কৃষকদের কাছে মোট ৩,৯৩৮ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ বিনামূল্যে পৌঁছে গিয়েছে।

» গত ১৫ বছরে রাজ্যের সেচ-ব্যবস্থার কভারেজ ২৫.৬৭% বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ পশ্চিমবঙ্গের মোট চাষযোগ্য জমির ৬৪.৪৫% সেচের আওতায় রয়েছে, যেখানে দেশের গড় মাত্র ৫৬.৩%। দেশে সর্বোচ্চ ফসল ফলনের মাত্রা রয়েছে বাংলায়, যা ১৯৪% (জাতীয় গড় ১৪৩.৬%)।

» কৃষি ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্যতম অগ্রণী রাজ্য। বাংলা দেশের সর্ববৃহৎ ধান উৎপাদক রাজ্য (জাতীয় উৎপাদনে ১২.৮৭% অবদান); পাটচাষের ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, রয়েছে সর্বোচ্চ কৃষিজমি (৪৯১.১ হাজার হেক্টর) এবং ফলন (২,৮৮৩ কেজি/হেক্টর); সবজি উৎপাদনে দেশে দ্বিতীয় স্থানে (২৯.১৯ মিলিয়ন টন, ২০২৩); এবং মাংস ও মাছ উভয় ক্ষেত্রেই দ্বিতীয়; মাংস উৎপাদন ৯০.৮৩% বৃদ্ধি পেয়েছে (২০১১-২০২৩) এবং মাছ উৎপাদন ২০১১-২০২২ সালে ৩৮.৯৩% বেড়েছে। এছাড়াও, বাংলা হর্টিকালচারে দেশে তৃতীয় স্থানে (৩৩.১৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন, ২০২১) এবং চা উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থানে (৩৭৩.৪৮ মিলিয়ন কেজি, ২০২৪) রয়েছে।

» প্রতি বছর প্রায় ৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন ধান সরাসরি ১৬ লক্ষ ছোট ও প্রান্তিক কৃষকের থেকে সংগ্রহ করা হয়।

» পশ্চিমবঙ্গে হিমঘরের ক্ষমতা ৫.৯৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন, যা ভারতের মধ্যে সর্বোচ্চ (জাতীয় গড়ের থেকে ৪১৩% বেশি)। এছাড়াও, আমার ফসল, আমার গোলা প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২৩-২০২৪ সালে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ৩,৯০৫টি স্বল্পমূল্যের স্টোরেজ পরিকাঠামো স্থাপন করা হয়েছে, যা প্রান্তিক কৃষকদের নিজেদের গোডাউন তৈরির এবং ভেন্ডিং কার্ট ব্যবহারের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে। এটি ফসল সংগ্রহের পরবর্তী পরিকাঠামোতে বড়সড় বিনিয়োগের প্রতিফলন, যা ফার্ম থেকে বাজারে ফসল পৌঁছানোর কার্যকারিতা বাড়িয়েছে।

» সুফল বাংলা প্রকল্পের অধীনে ৬৪০টি আউটলেট এবং ৯টি বাল্ক হাব দৈনিক ৩.৫ লক্ষ উপভোক্তাকে পরিষেবা দিচ্ছে এবং ৮০,০০০-এর বেশি কৃষককে সংযুক্ত করেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ২০২৫-২৬ সালের বাজেটে এই প্রকল্পের বিস্তারের জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ৩৫০টি নতুন আউটলেট এবং হাট ও নিয়ন্ত্রিত বাজারে ২০০টি ক্রয়কেন্দ্র।

» বার্ষিক ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের মাধ্যমে মাটির সৃষ্টি প্রকল্পে ৫,৪৫৫টি স্থানে ৪২,০০০ একর পরিত্যক্ত জমি উৎপাদনশীল ফার্মে পরিণত হয়েছে, যা উদ্যানজাত পণ্য, মাছ চাষ ও পশুপালনের মাধ্যমে গ্রামীণ পরিবারের নতুন আয়ের উৎস সৃষ্টি করেছে।

## অর্থনীতি ও শিল্প

» ভারতে অর্থনীতির দিক থেকে শীর্ষে থাকা অন্যতম রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ। রাজ্যের সামগ্রিক জিএসডিপি ৪.৪১ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে পৌঁছেছে ২০.৩১ লক্ষ কোটি টাকায়। একইসঙ্গে, মাথাপিছু আয় ২০১১-১২ সালের ৫১,৫৪৩ টাকা থেকে বেড়ে ২০২৪-২৫ সালে প্রায় তিনগুণ হয়ে পৌঁছেছে ১,৬৩,৪৬৭ টাকাতে।

» মজবুত অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ফলে পশ্চিমবঙ্গ ১.৭২ কোটি মানুষকে দারিদ্র্য সীমার বাইরে নিয়ে এসেছে।

» উৎপাদনশীল পরিকাঠামো আরও মজবুত হয়েছে। মূলধনী ব্যয় ১৭.৬৭ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি, ফিজিক্যাল সেক্টর পরিকাঠামো খাতে বিনিয়োগ ৬.৯৩ গুণ এবং সামাজিক খাতে ব্যয় ১৪.৪৬ গুণ বেড়েছে। একই সময়ে, ২০১১ সালের তুলনায় রাজ্যের নিজস্ব কর রাজস্ব ৫.৩৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

» শিল্প ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করার জন্য রাজ্যে ৬টি নতুন অর্থনৈতিক করিডর তৈরি হচ্ছে (রঘুনাথপুর-তাজপুর, ডানকুনি-কল্যাণী, ডানকুনি-ঝাড়গ্রাম, ডানকুনি-কোচবিহার, খড়গপুর-মোড়গ্রাম, পুরুলিয়ার গুরুডি থেকে কলকাতার জোকা পর্যন্ত)। এই করিডরগুলি হয়ে গেলে রাজ্যে ২ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগের সম্ভাবনা তৈরি হবে।

» নিবন্ধিত কোম্পানির সংখ্যায় বাংলা দেশের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। ২০১১ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে প্রতিটি কারখানার গড় মুনাফা বেড়েছে ৫৪৬%।

» পশ্চিমবঙ্গ দেশের অন্যতম প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে উঠে এসেছে, যেখানে রয়েছে দেশের সর্ববৃহৎ লেদার কমপ্লেক্স, সর্ববৃহৎ গার্মেন্ট ক্লাস্টার, সর্ববৃহৎ হোসিয়ারি পার্ক, সর্ববৃহৎ ফাউন্ড্রি পার্ক এবং অন্যতম বৃহত্তম রেলওয়ে ম্যানুফ্যাকচারিং হাব।

» রাজ্যে একটি নতুন সেমিকন্ডাক্টর হাব হচ্ছে। বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম চিপ ডেভেলপার কোম্পানি GlobalFoundries Inc. এটা করছে।

» দুর্গাপুর-আসানসোল অঞ্চলে ২২,০০০ কোটি টাকার বিনিয়োগে একটি শেল গ্যাস প্ল্যান্ট নির্মাণ করা হচ্ছে। অশোকনগরে হচ্ছে ONGC-র তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলনের একটি বিরাট প্রকল্প।

» পশ্চিমবঙ্গে রিয়েল-এস্টেট খাতে ব্যাপক উত্থান ঘটেছে, যেখানে মাত্র দু'বছরের মধ্যে (২০২৩-২৫) ৪৫,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে।

## কর্মসংস্থান

» যখন সারা দেশে গত ৪৫ বছরের মধ্যে বেকারত্বের হার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে, ঠিক সেই সময়েই বাংলায় বেকারত্বের হার উল্লেখযোগ্যভাবে ৪০% কমেছে এবং ২ কোটিরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

» কেন্দ্রীয় সরকার যখন MGNREGA-র তহবিল বন্ধ করে দেয়, তখন মা-মাটি-মানুষের সরকার কর্মশ্রী প্রকল্প চালু করে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৭৮.৩১ লক্ষেরও বেশি জব কার্ড হোল্ডারদের জন্য ১০৪.৫৮ কোটি কর্মদিবস সৃষ্টি করা হয়েছে, যেখানে মোট খরচ হয়েছে ২০,৭৭৬ কোটি টাকা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
উন্নয়নের পাঁচালি

# রাজ্য



## বাংলার গৌরবোজ্জ্বল ১৫ বছর (২০১১–২০২৫)

» বাংলার প্রায় ১.৩ কোটি মানুষ ৯৩ লক্ষ MSME-তে কাজ করছেন (যার মধ্যে ৪৯ লক্ষ উদ্যম ও উদ্যম অ্যাসিস্ট পোর্টালে নথিভুক্ত)। মহিলা মালিকানাধীন MSME-র সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গ দেশের ১ নম্বরে, সারা ভারতের ২৩.৪২% এখানেই। মোট MSME-এর সংখ্যায় আমরা শীর্ষস্থানীয়। MSME-কে আরও শক্তিশালী করতে, ইতিমধ্যেই ৯.৩৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি ব্যাঙ্ক লোনের বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

» আনন্দধারা উদ্যোগের মাধ্যমে, বাংলায় ১২ লক্ষেরও বেশি স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন করা হয়েছে। আমরা SHG ক্রেডিট লিঙ্কেজে সহায়তা করেছি, যেখানে মোট ১,৪৮,০০০ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। স্থানীয় কারিগর, যুবক এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের জন্য বাজারের সুবিধা, আয়ের নিরাপত্তা এবং স্বনির্ভর কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যেমন: শিল্পান্ন, বিশ্ব বাংলা, রূপান্ন, বাংলার শাড়ি, বিশ্ব বাংলা হাট, জেলায় জেলায় গ্রামীণ হাট এবং ৫১৪টি কর্মতীর্থের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। জেলা সদরগুলিতে আরও ২৩টি মার্কেটিং হাব (শপিং মল) স্থাপন করা হচ্ছে, যেখানে স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের পণ্য বিক্রির জন্য দু'টি তলা নির্দিষ্টভাবে বরাদ্দ থাকবে।

» বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লা খনি দেউচা পাঁচামি এলাকায় উন্নয়ন করা হচ্ছে, যা ১ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি করেছে। এছাড়াও, লক্ষাধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে জঙ্গল সুন্দরী কর্মনগরী স্থাপনের জন্য ৭২,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হচ্ছে। ৩,০০০ একরেরও বেশি জমি ইতিমধ্যেই নামী সংস্থাগুলিকে বরাদ্দ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে প্রায় ২৭,০০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ হবে। কলকাতার কর্মদিগন্ত লেদার কমপ্লেক্সে ৩৫,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে ৭.৭৫ লক্ষ নতুন চাকরি তৈরি হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে ২,৮০০টি তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থায় ২ লক্ষেরও বেশি আইটি কর্মী কর্মরত আছেন। সিলিকন ভ্যালিতে প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হচ্ছে।

» ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পের মাধ্যমে ৪৮,০০০-এর বেশি নতুন উদ্যোক্তা উপকৃত হয়েছেন, যেখানে ১২,০০০ কোটি টাকা ঋণ অনুমোদিত হয়েছে। একই সময়ে, সংখ্যালঘু যুবকদের স্বনির্ভর এবং উদ্যোগপতি হওয়ার সুযোগ বাড়ানোর জন্য ৩,৯০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। উৎকর্ষ বাংলা প্রকল্পের মাধ্যমে ৪২ লক্ষ যুবককে চাকরির উপযোগী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

» রাজ্য সরকার বন্ধ চা-বাগান খোলায় উদ্যোগী হয়েছে। ইতিমধ্যেই ৮৫টি চা-বাগান খোলা হয়েছে, যার মধ্যে এবছরই খোলা হয়েছে ২৫টি। এর ফলে পরিবার-সহ ২৩,০০০ চা-শ্রমিক উপকৃত হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ২৫০ টাকা করা হয়েছে, যা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ। চা-শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের উন্নয়ন ও মর্যাদা নিশ্চিত করতে আমরা বিনামূল্যে রেশন, জল, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্যসেবা, অ্যাপ্রন, ছাতা, জুতো, কম্বল এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সহায়তাও প্রদান করছি।

» সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলে দক্ষতা উন্নয়ন ও জীবিকা বৃদ্ধির জন্য ২৭টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (ITI) এবং ৫টি পলিটেকনিক কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, ৩০৫টি কর্মতীর্থ নির্মাণ করা হচ্ছে, যা জীবিকা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সরকারি চাকরির পরীক্ষার জন্য কোচিংয়ের সুবিধাও প্রদান করা হচ্ছে, যা তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগকে আরও শক্তিশালী করছে।

### বিদ্যুৎ, রাস্তা ও জল

» মা-মাটি-মানুষের সরকারের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফলে পশ্চিমবঙ্গ, যা এক সময় ব্যাপকভাবে 'লোডশেডিংয়ের রাজ্য' হিসেবে পরিচিত ছিল, তা আজ বিদ্যুৎ-উদ্বৃত্ত রাজ্যে পরিণত হয়েছে। ২০১৯ সালে রাজ্যের ১০০% বিদ্যুদয়ন সম্পন্ন করা হয়েছে এবং তারপর থেকে প্রতিটি বাড়ি নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে, যা জীবনযাত্রার মান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করেছে। এই খাতে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার ৯০,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে।

» বাংলার শক্তি পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করতে, ৪,৫৬৭ কোটি টাকা ব্যয়ে সাগরদিঘিতে সুপারক্রিটিক্যাল ইউনিট (৬৬০ মেগাওয়াট) তৈরি হচ্ছে, যা পূর্ব ভারতের প্রথম এই ধরনের ইউনিট, যার ফলে ১৬.৭ লক্ষ পরিবারকে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে এবং ২৬,০০০ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। ক্ষমতা আরও বাড়ানোর লক্ষ্যে, শালবনিতে ১,৬০০ মেগাওয়াট থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। ১৬,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে এই প্ল্যান্ট নির্মিত হবে এবং ১৫,০০০ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান তৈরি করবে।

» ২০২৪-২৫ সালে, WBPDCL ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত ২২,২৮৬ এমইউ মোট উৎপাদন করে রেকর্ড করেছে। সাগরদিঘি দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী এবং WBPDCL ভারতীয় শক্তি খাতে শীর্ষ কার্যকারিতা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে উদ্ভূত হয়েছে। প্রথমবারের মতো, WBPDCL-এর সমস্ত কয়লার চাহিদা সম্পূর্ণভাবে ক্যাপটিভ খনি থেকে পূরণ করা হয়েছে, যা কোল ইন্ডিয়ার সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর নির্ভরশীলতা নির্মূল করেছে। একই বছরে, WBPDCL রাজ্য সরকারকে ১০৪ কোটি টাকা লভ্যাংশ প্রদান করেছে এবং সাগরদিঘিতে ৫ মেগাওয়াট ফ্লোটিং সোলার প্ল্যান্ট কমিশন করেছে, যার বিনিয়োগ ৪০.৯৬ কোটি টাকা।

» পশ্চিম মেদিনীপুরের গোয়ালতোড়ে পূর্ব ভারতের সবচেয়ে বড় সোলার পাওয়ার উৎপাদন কেন্দ্র উদ্বোধন করা হয়েছে, যার উৎপাদন ক্ষমতা ১১২.৫ মেগাওয়াট এবং নির্মাণ ব্যয় ৭৫০ কোটি টাকা। নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়ানোর লক্ষ্যে, রাজ্য সরকার আলোশ্রী প্রকল্প চালু করেছে, যার মাধ্যমে সমস্ত সরকারি ভবন এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ভবনে, যেগুলি এই ধরনের স্থাপনার জন্য প্রযুক্তিগতভাবে উপযোগী, সেখানে গ্রিড কানেক্টেড সোলার ফোটোভোলটাইক (GRTSPV) সিস্টেম স্থাপন করা হচ্ছে।

» ২০১১ সালের পর থেকে, রাজ্য জুড়ে মোট ১,৮৩,০৮৪ কিমি রাজ্য সড়ক, গ্রামীণ রাস্তা এবং অন্যান্য রাস্তা নির্মাণ বা পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও, ৩৬১টি প্রধান ও মাঝারি সেতু এবং ২০টি রোড-ওভারব্রিজ (ROBs) নির্মাণ করা হয়েছে। এসবের জন্য মোট ব্যয় হয়েছে প্রায় ৮৩,০০০ কোটি টাকা।

» পথশ্রী-১, ২ ও ৩ প্রকল্পের আওতায় ইতিমধ্যেই ৩৯,০০০ কিলোমিটারেরও বেশি রাস্তা নির্মিত হয়েছে, ব্যয় হয়েছে ১০,৯০২ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার PMGSY-র অর্থ আটকে রাখলেও রাজ্য জুড়ে সংযোগ নিশ্চিত করতে এই কাজ করা হয়েছে। রাজ্য সরকার পথশ্রী-৪ প্রকল্পে আরও ২০,০৩০ কিমি রাস্তা তৈরির কাজ হাতে নিয়েছে, বরাদ্দ করা হয়েছে ৮,৪৮৮ কোটি টাকা।

» পশ্চিমবঙ্গে ২০২৫ সালের মধ্যে ৯৯ লক্ষ গ্রামীণ পরিবারের কাছে কার্যকরী নলবাহিত জলের কলের সংযোগ প্রদান করা হয়েছে, যেখানে ২০১১ সালে সুবিধাপ্রাপ্ত ছিল ২ লক্ষেরও কম গ্রামীণ পরিবার। সবার জন্য নিরাপদ পানীয় জল নিশ্চিত করার আমাদের অঙ্গীকারের ফলেই এই অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে।

» ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান, যা FMBAP-এর আওতায় জমা দেওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার দীর্ঘদিন আটকে রেখেছিল, তা এখন সম্পূর্ণভাবে রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যেই ১১৫ কিমি নদী খননের জন্য ৩৪১ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে এবং আগামী দুই বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রকল্প ১,৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে রাজ্য সরকার নিজেই শেষ করবে।

### বাসস্থান

» ২০১১ সালের পর থেকে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রায় ১ কোটি পরিবারের জন্য মর্যাদাপূর্ণ বাসস্থান নিশ্চিত করেছে।

» কেন্দ্রীয় সরকার অন্যায়ভাবে তহবিল বন্ধ করার আগে পর্যন্ত, গ্রামীণ বাড়ি নির্মাণে বাংলা ছিল দেশের ১ নম্বরে, আবাস যোজনা (গ্রামীণ)-এর আওতায় ৪৭.৫ লক্ষ বাড়ি সম্পন্ন হয়েছে।

» মা-মাটি-মানুষের সরকারের সম্পূর্ণ অর্থায়নে চালু বাংলার বাড়ি (গ্রামীণ) প্রকল্পের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের ১২ লক্ষেরও বেশি পরিবারকে বাসস্থানের সুবিধা দেওয়া হয়েছে, যার জন্য ব্যয় হয়েছে ১৪,৪০০ কোটি টাকা। বাংলার বাড়ি (গ্রামীণ) প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও ১৬ লক্ষ পরিবার উপকৃত হবে এবং এর জন্য ১৯,৭০০ কোটি টাকা ব্যয় হবে।

» শহরের গৃহহীনদের জন্য প্রায় ৫.২০ লক্ষ হাউজিং ইউনিট নির্মাণ করা হয়েছে, যার জন্য ব্যয় হয়েছে প্রায় ১৮,০০০ কোটি টাকা। সংকটগ্রস্ত সংখ্যালঘু মহিলাদের জন্য প্রায় ২.৬০ লক্ষ বাড়ি নির্মাণে ২,৫০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এছাড়াও, রাণীগঞ্জ কয়লাখনির মানুষের জন্য ১০,০০০টিরও বেশি বাড়ি নির্মাণ করা হচ্ছে।

» পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চা সুন্দরী ও চা সুন্দরী সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাধ্যমে ২৮,৫০০-এরও বেশি চা-বাগান শ্রমিকের মাথার উপর ছাদ তৈরির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও, গীতাঞ্জলি প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৩.৮৪ লক্ষ বাড়ি দেওয়া হয়েছে, যার জন্য খরচ হয়েছে ৩,৫০০ কোটি টাকারও বেশি।

» এছাড়াও, উত্তরবঙ্গে ও দক্ষিণবঙ্গে সম্প্রতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ১৪,৭৯৪টি পরিবারকে বাসস্থানের সহায়তার জন্য রাজ্য সরকার ১৬১.৩৩ কোটি টাকা অনুমোদন করেছে, যাতে তাদের সময়মতো পুনর্বাসন নিশ্চিত করা যায়।

### স্বাস্থ্য পরিষেবা

» ২০১১ সালের তুলনায় জনস্বাস্থ্য খাতে সরকারি ব্যয় ৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা প্রমাণ করে যে সরকার সকলের জন্য শক্তিশালী ও সহজলভ্য স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

» স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের আওতায় ২.৪৫ কোটি পরিবারের ৮.৭২ কোটি মানুষ স্বাস্থ্যবিমার সুবিধা পেয়েছেন। ২০২৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত এই প্রকল্পে মোট ১৩,১৫৬ কোটি টাকার পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ১১,০০০-এরও বেশি স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কেন্দ্রে এবং বড় হাসপাতালের ৬৩টি হাবে বাংলার টেলিমেডিসিন পরিষেবার মাধ্যমে ৭ কোটিরও বেশি পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

» দেশের সেরা জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামো এখন বাংলায়। স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নে আমরা খরচ করেছি প্রায় ৭০ হাজার কোটি টাকা। ১৪টি নতুন সরকারি মেডিকেল কলেজ, ৪২টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল, ১৩,৫০০টিরও বেশি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ৭৬টি CCU, ৩টি HDU, ১৭টি Mother & Child Hub, ১৩টি Mother's Waiting Hut, ১১৭টি ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান, ১৫৮টি বিনামূল্যে রোগনির্ণয় কেন্দ্র এই সবই করা হয়েছে।

» ২০১১ সালে আমাদের রাজ্যে সরকারি হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ছিল ৭১,২০০, যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৭,০০০। অর্থাৎ, সরকারি হাসপাতালের বেড বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৬.২৫%।

» রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য বন্ধু প্রকল্পটি চালু করেছে, যার আওতায় ১১০টি মোবাইল মেডিকেল ইউনিট (MMUs) পরিষেবা দিচ্ছে এবং আরও ১০০টি ইউনিট শীঘ্রই কার্যকর করা হবে। ডাক্তার, নার্স এবং প্রযুক্তিবিদ দ্বারা সজ্জিত প্রতিটি ইউনিট একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্য ক্লিনিক, যা রাজ্যের সবচেয়ে দূরবর্তী এলাকার মানুষদের বিনামূল্যে পরীক্ষা, পরামর্শ এবং উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদান করতে সক্ষম। প্রকল্প চালু হওয়ার মাত্র ২০ দিনের মধ্যে ক্যাম্পগুলিতে উপস্থিতির সংখ্যা ১ লক্ষ অতিক্রম করেছে।

» শিশু সাথী প্রকল্পের অধীনে প্রায় ৬৪,০০০ শিশুকে জীবনরক্ষাকারী অস্ত্রোপচারে সহায়তা করা হয়েছে, যার জন্য রাজ্য সরকার ৩০৭ কোটি টাকা ব্যয় করেছে।

» চোখের আলো প্রকল্পের মাধ্যমে ২৬ লক্ষ মানুষ বিনামূল্যে ছানি অপারেশন এবং ৩৪ লক্ষ মানুষ বিনামূল্যে চশমা পেয়েছেন। এই উদ্যোগের জন্য রাজ্য সরকার ১৮১ কোটি টাকা ব্যয় করেছে।

» MBBS আসনের সংখ্যা ১,৩৫৫ থেকে বেড়ে হয়েছে ৬,৩৪৯। প্রায় ১৪ হাজার ডাক্তার নিয়োগ করা হয়েছে। নার্সিং ট্রেনিং ইন্সটিটিউটের সংখ্যা ৫৭ থেকে বেড়ে হয়েছে ৪৫১। ফলে নার্সিং ট্রেনিং ইন্সটিটিউটগুলিতে মোট আসন সংখ্যা ২,২৬৫ থেকে বেড়ে হয়েছে ২৮,৫৪৭। সরকারি হাসপাতালগুলিতে অনুমোদিত মোট নার্সিং স্টাফ ৩৩,৮৩১ থেকে বেড়ে হয়েছে ৫৯,১১৩।

### শিক্ষা

» কন্যাশ্রী প্রকল্পের অধীনে প্রায় ১ কোটি মেয়েকে শিক্ষার জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে, যার জন্য ব্যয় হয়েছে ১৬,৫৫৪ কোটি টাকা।

» সবুজ সাথী প্রকল্পের অধীনে ১.৪৪ কোটিরও বেশি ছাত্রছাত্রীকে সাইকেল দেওয়া হয়েছে, যার জন্য ব্যয় হয়েছে ৪,৯০৩ কোটি টাকা।

» ঐক্যশ্রী ও সংখ্যালঘু স্কলারশিপ প্রকল্পের মাধ্যমে ৪ কোটি ৫৬ লক্ষ স্কলারশিপ প্রদান করা হয়েছে এবং এই খাতে ৯,৭৪৭ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। অন্যদিকে, শিক্ষাশ্রী প্রকল্পের আওতায় ১ কোটি ৪৬ লক্ষ ৭৪ হাজার ৩৭৩ জন SC/ST ছাত্র-ছাত্রীকে প্রায় ১,১৭৩.৯৫ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, মেধাশ্রী প্রকল্পের অধীনে ৮ লক্ষ ৮৬ হাজার ৪৯২ জন উপভোক্তাকে ৭০.৯২ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

» পশ্চিমবঙ্গের কোনো শিশু মৌলিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়নি, এবং ২০২৩ সাল থেকে রাজ্যে প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্তরে কোনো শিক্ষার্থীর স্কুলছুটও নেই।

» তরুণের স্বপ্ন প্রকল্পে ট্যাবলেট এবং স্মার্টফোন অনুদান দেওয়ার মাধ্যমে ডিজিটাল শিক্ষাকে শক্তিশালী করা হয়েছে। রাজ্যের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির

৫৩ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর জন্য ব্যয় হয়েছে ৫,৩০০ কোটি টাকা। এছাড়াও, ১৮ কোটি শিক্ষার্থীর হাতে পৌঁছেছে বিনামূল্যের বই, স্কুল ইউনিফর্ম, ব্যাগ ও জুতো, যার জন্য রাজ্য সরকার ব্যয় করেছে ১০,৩৫০ কোটি টাকা।

» স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পের মাধ্যমে ১ লক্ষেরও বেশি ছাত্রছাত্রী উপকৃত হয়েছে এবং তাদের নামমাত্র সুদে ৩,৮০৭ কোটি টাকা রাজ্য সরকারের গ্যারান্টিতে লোন হিসেবে দেওয়া হয়েছে।

» শিক্ষা পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করতে রাজ্য জুড়ে ৬৯,০০০ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ করা হয়েছে। ২০১১ সাল থেকে ৪২টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৫০০টি কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। এই দুই ক্ষেত্রেই জাতীয় গড়ের (১৬.৪৩টি বিশ্ববিদ্যালয় ও ২৬২.৬৫টি কলেজ) তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ অনেক এগিয়ে।

» স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট কাম মিনস স্কলারশিপের মাধ্যমে এখনও পর্যন্ত ৩৬.৫৫ লক্ষ ছাত্রছাত্রী উপকৃত হয়েছে, যার জন্য মোট ৬,৩৫৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

» মতুয়া সম্প্রদায়ের জন্য উচ্চশিক্ষার একটি নিবেদিত কেন্দ্র গড়ে তুলতে আমরা ঠাকুরনগর (ঠাকুরবাড়ির নিকটবর্তী) এলাকায় হরিচাঁদ গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছি। কৃষ্ণনগরে এর একটি এক্সটেনশন ক্যাম্পাসও গড়ে উঠছে। পাশাপাশি, মতুয়া শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় প্রবেশাধিকারের সুযোগ বাড়াতে গাইঘাটায় পি.আর. ঠাকুর সরকারি কলেজ স্থাপন করা হয়েছে।

» প্রায় ২০০টি রাজবংশী বিদ্যালয়কে সরকারি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, যার ফলে এই সম্প্রদায়ের মাতৃভাষায় শিক্ষার সুযোগ আরও মজবুত হয়েছে। পাশাপাশি, ভাষাগত অন্তর্ভুক্তিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সাদরী ভাষায় পাঠদানের জন্য ১০০টি বিদ্যালয় স্থাপন করা হচ্ছে।

» রাজ্যের এডুকেশন লোন প্রকল্প থেকে প্রায় ৪০,০০০ সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রী উপকৃত হয়েছে। এই উদ্যোগের জন্য রাজ্য সরকার বিনিয়োগ করেছে ৩২৭ কোটি টাকা। এছাড়াও, বহু মাদ্রাসাকে অনুদানবিহীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের সাম্মানিক প্রদান করার জন্য একটি সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারের অর্থায়িত উদ্যোগ চালু করা হয়েছে।

## বাংলার গৌরবোজ্জ্বল ১৫ বছর (২০১১–২০২৫)

## প্রশাসন

» ২০১১ সাল থেকে, রাজ্যের মানুষকে আরো উন্নত পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার ৪টি নতুন প্রশাসনিক জেলা (কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম বর্ধমান), ৪টি সাবডিভিশন (ঝালদা, মানবাজার, মিরিক এবং ধূপগুড়ি) এবং ৪টি প্রশাসনিক ব্লক (কল্যাণী, লাভা, পেডং এবং ক্রান্তি) গঠন করেছে। ফরাক্কা সাবডিভিশনও শীঘ্রই গঠিত হবে। এর পাশাপাশি, সংগঠিত ও পরিকল্পিত শহুরে উন্নয়নের জন্য রাজ্যে ১১টি উন্নয়ন পর্ষদ এবং ২টি পরিকল্পনা পর্ষদ গঠিত হয়েছে।

» ৮.০৭ লক্ষ দুয়ারে সরকার শিবিরের মাধ্যমে ১০.৪৩ কোটি সরকারি পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে মানুষের দোরগোড়ায়। এছাড়াও ৩,৫০০-এরও বেশি বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৫.৮৬ কোটি সরকারি পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে।

» ভারতবর্ষে এই প্রথম যুগান্তকারী আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান প্রকল্পের অধীনে পশ্চিমবঙ্গের ৮০,০০০ বুথের সকল বাসিন্দারা গণতান্ত্রিকভাবে নিজেদের এলাকার সমস্যা সমাধানের জন্য মোট ৮,০০০ কোটি টাকা (বুথ প্রতি ১০ লক্ষ টাকা করে) ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

» প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থার মাধ্যমে নাগরিক-কেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী উদ্যোগের অধীনে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর একটি সরাসরি যোগাযোগ তৈরি হয়েছে, যার মাধ্যমে নাগরিকদের সমস্যার দ্রুত সমাধান নিশ্চিত করা হচ্ছে। ৫৪টি দফতর ও ৫,৮১৮টি অফিস জুড়ে মোট ৬০,১৪,৬৪৪টি অভিযোগ নথিভুক্ত হয়েছে, যার মধ্যে ৫৪,১৭,৮৯৮টি নিষ্পত্তি করা হয়েছে যা ৯০%-এরও বেশি সাফল্যের হারকে নির্দেশ করে।

## আইনশৃঙ্খলা

» কলকাতা ক্রমাগত ভারতের সবচেয়ে নিরাপদ শহর হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ৮৩.৯ সূচকে কলকাতা ভারতের সকল মেট্রোপলিটন শহরের মধ্যে সবচেয়ে কম বিচারযোগ্য অপরাধের হার দেখিয়েছে, যা জাতীয় গড় ৮২৮ থেকে অনেক কম। উল্লেখযোগ্যভাবে, পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি জাতি সম্প্রদায়ের উপর অপরাধের হারও খুব কম, যা ২০১১ সালে প্রতি লক্ষে ২.৮ থেকে ২০২৩ সালে মাত্র প্রতি লক্ষে ০.১-এ নামিয়ে আনা হয়েছে, প্রায় ৩০ গুণ হ্রাস।

» রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা কতটা কার্যকর ও দ্রুত তা বোঝায়, এখানে বিচারযোগ্য অপরাধের চার্জশিট দেওয়ার হার ৮৮.৯%, যা দেশের গড় ৮০.১%-এর চেয়ে বেশি। কলকাতা শহরে এই হার সবচেয়ে বেশি, ৯৪.৭%।

» আমরা প্রশাসনিক সম্প্রসারণ, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং প্রযুক্তি-ভিত্তিক সংস্কারের মাধ্যমে পুলিশি ও জননিরাপত্তা আরও শক্তিশালী করতে চলেছি। গত ১৫ বছরে কর্তৃত্বাধীন এলাকার নিরাপত্তা ও পরিষেবার মান বাড়াতে ১টি পুলিশ ডিরেক্টরেট, ৬টি পুলিশ কমিশনারেট, ১৪টি পুলিশ জেলা, ২টি নতুন ইউনিট, ৪টি নতুন ডিভিশন, ১০টি ব্যাটালিয়ন, ৪৯টি মহিলা থানা, ৮টি উপকূলীয় থানা, ৩৬টি সাইবার পুলিশ থানা এবং ১০৬টি থানা গড়ে তোলা হয়েছে।

» সিসিটিভি ক্যামেরা, RLVD সিস্টেম, ANPR ক্যামেরা-সহ বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তি স্থাপন করে বিস্তৃত সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে সড়ক দুর্ঘটনা কমানো যায়। দায়িত্বশীলভাবে গাড়ি চালানো ও সামাজিক সতর্কতা বাড়াতে Safe Drive Save Life উদ্যোগের আওতায় জনসচেতনতা প্রচার নিয়মিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

» দ্রুত ও বৈজ্ঞানিক তদন্ত নিশ্চিত করতে ফরেনসিক ক্ষমতাও উন্নত করা হয়েছে। কলকাতার ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে (FSL) বড় প্রযুক্তিগত উন্নয়ন চলছে, যার মধ্যে নারকোটিক্স বিভাগের জন্য ১.১০ কোটি টাকায় GCMS সরঞ্জাম কেনা হয়েছে। ২০০০ সাল পর্যন্ত পুরাতন নথি ডিজিটাইজ করা হয়েছে যাতে সহজে প্রবেশ ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়, এবং জলপাইগুড়িতে RFSL-এ একটি নতুন সিরোলজি ইউনিট চালু করা হয়েছে।

## যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া

» গত ১৫ বছরে যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের বাজেট সাতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা বাংলায় যুব ও ক্রীড়া উন্নয়নের প্রতি ধারাবাহিক ও কৌশলগত মনোযোগকে নির্দেশ করছে।

» ২০১১ সাল থেকে মোট ৮টি অত্যাধুনিক ক্রীড়া একাডেমি স্থাপন করা হয়েছে। ৭৪টি স্টেডিয়াম তৈরি বা সংস্কার করা হয়েছে (যার মধ্যে ১৯টি নতুন এবং ৫৫টি সংস্কারকৃত), পাশাপাশি ৪,১১২টি মাল্টি-জিম, ৭৯৫টি মিনি ইনডোর গেমস কমপ্লেক্স এবং ৪২৩টি উন্নত খেলার মাঠ তৈরি করা হয়েছে। ক্রীড়াবিদদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চোট নিরীক্ষণের জন্য SSKM হাসপাতালে একটি বিশেষ স্পোর্টস মেডিসিন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

» মোট ৪৪টি যুব হোস্টেল তৈরি বা উন্নীত করা হয়েছে, সাথে অনলাইন রিজার্ভেশন সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এছাড়া ৯১২টি যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ১২টি যুব ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

» খেলাশ্রী প্রকল্পের আওতায় ৩৮,৪২৫টি ক্লাবকে প্রথম বছরে ২ লক্ষ টাকা এবং পরবর্তী তিন বছরে প্রতি বছরে ১ লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, বোর্ড অফ অ্যাথলেটিক্সে (BOA) নিবন্ধিত ৩৪টি স্টেট লেভেল অ্যাসোসিয়েশনকে ৫ লক্ষ টাকা করে অনুদান দেওয়া হয়েছে এবং ১,৩২১টি কোচিং ক্যাম্পকে ১ লক্ষ টাকা করে অর্থ সহায়তা করা হয়েছে। পাশাপাশি, ২০২৩ সাল থেকে ১,৫৮০ জন অবসরপ্রাপ্ত ক্রীড়াবিদদের জন্য মাসিক ১,০০০ টাকার সাম্মানিক চালু করা হয়েছে, যাঁরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে পশ্চিমবঙ্গকে প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

» ইস্টবেঙ্গল এফসি, মোহনবাগান এফসি এবং মহামেডান এসসি-র আরও পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য ২৭ কোটি টাকারও বেশি অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও তাদেরকে বঙ্গবিভূষণ সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে।

## পরিবেশ

» গত ১৫ বছরে, পশ্চিমবঙ্গের বনাঞ্চল ২,৬৮৮ বর্গকিমি (১৮.৯১%) বৃদ্ধি পেয়ে, ১৪,২১৪ বর্গকিমি থেকে ১৬,৯০২ বর্গকিমিতে দাঁড়িয়েছে; রাজ্য উন্নয়ন প্রকল্পের (স্টেট প্ল্যান) আওতায় ১.৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে বনায়ন করা হয়েছে। প্রকৃতিই পারে প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে ঠেকাতে, তাই দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে উপকূল এলাকা জুড়ে ১৫ কোটিরও বেশি ম্যানগ্রোভ রোপণ করা হয়েছে।

» জল ধরো জল ভরো প্রকল্পের অধীনে ২০২৫ সাল পর্যন্ত সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ৪,১৫,৩৮৪টি জলাধার, সমতুল জলাধার ও রেইনওয়াটার হার্ভেস্টিং স্ট্রাকচার নির্মাণ বা সংস্কার করা হয়েছে, যার ফলে সেচব্যবস্থা, ভূগর্ভস্থ জলের রিচার্জ এবং গ্রামীণ জল-নিরাপত্তা উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী হয়েছে।

## পর্যটন

» ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রকের সম্প্রতি প্রকাশিত ২০২৫ সালের ইন্ডিয়া ট্যুরিজম ডেটা কম্পেন্ডিয়ামের তথ্য অনুযায়ী, বিদেশি পর্যটকদের আগমনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত, বাংলায় ২৪.২৪ কোটি দেশি ও বিদেশি পর্যটককে স্বাগত জানানো হয়েছে।

» কলকাতাকে পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে, নিউটাউনে গড়ে তোলা হয়েছে ১১২ একর দর্শনীয় জলাশয়-সহ ৪৮০ একর জমির উপর সবুজে ঘেরা ইকো পার্ক (প্রকৃতিতীর্থ)।

» এছাড়াও, রবীন্দ্রতীর্থ, নজরুলতীর্থ, মাদার্স ওয়াক্স মিউজিয়ম, ও কলকাতা গেটের মতো পর্যটন ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বসম্পন্ন স্থানগুলি নির্মাণ করা হয়েছে। ব্যারাকপুরে, বীর শহীদ মঙ্গল পান্ডের স্মৃতিতে উৎসধারা পর্যটন প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে।

» বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টার, ধনধান্য অডিটোরিয়াম, ফিনটেক হাব, আলিপুর মিউজিয়াম, সম্পন্ন, সৌজন্য, এবং উত্তীর্ণ মুক্তমঞ্চের মতো বিশ্বমানের পরিকাঠামো আজ দেশি-বিদেশি পর্যটক ও স্থানীয় মানুষকে স্বাগত জানায়। দিঘাতেও একটি কনভেনশন সেন্টার নির্মিত হয়েছে এবং আরেকটি কনভেনশন সেন্টার নির্মিত হচ্ছে শিলিগুড়িতে।

» চা পর্যটনের উন্নয়ন স্থানীয় মানুষের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছে। এতে তাদের আরও রোজগারের পথ খুলেছে এবং সমগ্র অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নও ত্বরান্বিত হয়েছে।

## সংস্কৃতি

» লোকপ্রসার প্রকল্পের মাধ্যমে ১.৯২ লক্ষ লোকশিল্পীকে সহায়তা করা হচ্ছে, যার মধ্যে ১.৫ লক্ষ রিটেনার শিল্পী এবং ৪২,০০০ জন পেনশনভোগী। তাঁদের প্রতি মাসে ১,০০০ টাকা করে রিটেনার ফি/পেনশন প্রদান করা হয়। পাশাপাশি সরকারি সমস্ত অনুষ্ঠানে তাঁদের সক্রিয়ভাবে যুক্ত করা হয় এবং তাঁদের অবদানের জন্য যথাযথ পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়। এর ফলে লোকশিল্পের বিভিন্ন ধারা সংরক্ষিত হচ্ছে এবং লোকশিল্পীদের জন্য স্থায়ী আয়ের উৎস নিশ্চিত হচ্ছে।

» বাংলার দুর্গাপুজো (যা প্রতিবছর ৭০,০০০ কোটি টাকা আয়ের সংস্থান তৈরি করে), ইউনেস্কোর আবহমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য (Intangible Cultural Heritage of Humanity)-র স্বীকৃতি পেয়েছে। দিঘায় ২৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত জগন্নাথ মন্দির; আমাদের রাজ্যের সাংস্কৃতিক গৌরবের শক্তিশালী প্রতীক। এর পাশাপাশি, গঙ্গাসাগর যাত্রীদের জন্য ১,৭০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মীয়মাণ গঙ্গাসাগর সেতু, শিলিগুড়ির নিকটবর্তী মাটিগাড়ায় ১৭ একর জুড়ে মহাকাল মন্দির ও কালচারাল কমপ্লেক্স, এবং নিউটাউনে ১৫ একর জুড়ে দুর্গা অঙ্গন এই নির্মীয়মাণ স্থাপনাগুলি ভবিষ্যতে বাংলার ঐতিহ্য ও কৃষ্টিকে ফুটিয়ে তুলবে।

» হিন্দি, উর্দু, তেলেগু, ওড়িয়া, নেপালি, পাঞ্জাবি, সাঁওতালি, কুরুখ, কুড়মালি, রাজবংশী ও কামতাপুরী ভাষাকে সরকারি ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, যা ভাষাগত অন্তর্ভুক্তি ও প্রতিনিধিত্বে রাজ্যের অঙ্গীকারকে তুলে ধরে। পাশাপাশি, এই সম্প্রদায়গুলিকে আরও সমর্থন করতে রাজবংশী ডেভেলপমেন্ট বোর্ড, নস্যশেখ ডেভেলপমেন্ট বোর্ড, রাজবংশী ভাষা একাডেমি, কামতাপুরী ভাষা একাডেমি এবং রাজবংশী কালচারাল একাডেমি গঠন করা হয়েছে।

» ২০২৩ সালে বিধানসভায় সারনা/সারি ধর্মের স্বীকৃতির জন্য একটি বিল পাস হয়েছে, এবং বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানো হয়েছে।

» নবদ্বীপ ও কোচবিহারকে হেরিটেজ শহর হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। তারকেশ্বর, তারাপীঠ, বক্রেশ্বর ও পাথরচাপুরির জন্য উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করা হয়েছে।

(বাকি অংশ আগামিকাল)

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

# আমার বাংলা

20 December, 2025 • Saturday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
২০ ডিসেম্বর ২০২৫
শনিবার

রাতে মদ্যপ অবস্থায় বাইক চালাতে গিয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনার শিকার হলেন তিন যুবক। নিয়ন্ত্রণ হারানো বাইক সজোরে ধাক্কা মারে রাস্তার পাশের একটি ইলেকট্রিক পোলে। মালদহের ঘটনা

## খসড়া তালিকা ভুলে ভরা, নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ

# আতঙ্কিতদের পাশে তৃণমূল

**সংবাদদাতা, কোচবিহার :** নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকায় অসঙ্গতিতে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা। কী হবে, এই আতঙ্কে রয়েছেন তাঁরা। ওই গ্রামবাসীদের পাশে দাঁড়াল তৃণমূল। মাথাভাঙার পারাডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের খাটের বাড়ি গ্রামের দুই বাসিন্দা কাজিমা খাতুন ও রাহুল হোসেন জীবিত থাকলেও খসড়া তালিকায় দুই ভোটারকে মৃত দেখানো হয়েছে বলে অভিযোগ। দু'জন এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করার করার পরেও তাঁদের মৃত বলা হল কেন তা নিয়ে উদ্বিগ্ন দুই ভোটার। এছাড়াও আরও বেশ কয়েকজন গ্রামবাসী স্থায়ী বাসিন্দা হলেও সেই ভোটারদের অন্যত্র স্থানান্তরিত দেখানো হয়েছে বলে অভিযোগ। কাজিমা খাতুনের দাবি, জীবিত সত্ত্বেও খসড়া তালিকায় মৃত বলা হচ্ছে। রীতিমতো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি এই ঘটনায়। তৃণমূল যুব কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কমলেশ অধিকারী বলেন, স্বচ্ছ ভোটার তালিকা তৈরির নামে কমিশনের এই খেলার আসল উদ্দেশ্য ক্রমশ প্রকাশ্য হয়েছে। ভোটার তালিকায় নাম না থাকায় ভয়ে, আতঙ্কে আজ সাধারণ ভোটাররা দিশেহারা। সহযোগিতার জন্য এই পরিবারগুলির পাশে আমরা সব সময় আছি।

মাথাভাঙার উদ্বিগ্ন পরিবারের সদস্যদের আশ্বাস জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের।

# তালিকায় 'মৃতর' হয়রানি

**সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি :** এসআইআর খসড়া তালিকা সদ্য প্রকাশ হতেই চাঞ্চল্য ছড়াল ধূপগুড়িতে। জীবিত মানুষকে সরকারি নথিতে মৃত দেখানোর অভিযোগ উঠেছে ধূপগুড়ি পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের রায়পাড়া এলাকায়। ঘটনায় হতবাক এলাকাবাসী থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজেও। অভিযোগ, রায়পাড়া এলাকার বাসিন্দা নন্দলাল রায় প্রতিটি নির্বাচনে নিয়মিত ভোট দিয়ে আসছেন। ভোটার তালিকায় তাঁর নাম রয়েছে, এমনকী সম্প্রতি বিএলও তাঁর বাড়িতে এসআইআর ফর্ম দিয়েও যান এবং সেই ফর্ম তিনি যথাযথভাবে জমা দেন। অথচ এসআইআর-এর প্রকাশিত খসড়া তালিকায় দেখা যায়, এক নম্বরে নন্দলাল রায়কে মৃত হিসেবে দেখানো হয়েছে। খসড়া তালিকা প্রকাশ হতেই চোখ কপালে ওঠে নন্দলাল রায়ের। সরকারি কাগজে নিজেকে মৃত দেখে কার্যত দিশাহারা হয়ে পড়েছেন তিনি। তাঁর আশঙ্কা, এর ফলে সমস্ত সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকেও তিনি বঞ্চিত হতে পারেন। শুক্রবার তৃণমূল কংগ্রেসের জলপাইগুড়ি জেলা সাধারণ সম্পাদক রাজেশ কুমার সিং, সরকারি নথিতে 'মৃত' দেখানো নন্দলাল রায়কে পাশে বসিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সুর চড়ান। তাঁর অভিযোগ, বিজেপিকে খুশি করতে তাড়াহুড়ো করে এসআইআর প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে। তার ফলেই কোথাও জীবিত মানুষকে মৃত, আবার কোথাও নিখোঁজ দেখানো হচ্ছে। এতে সাধারণ মানুষ চরম হয়রানির শিকার হচ্ছেন বলে দাবি তৃণমূলের।

নথি হাতে তৃণমূল জলপাইগুড়ি জেলা সাধারণ সম্পাদক রাজেশ কুমার সিং, পাশে নন্দলাল রায়।

## শুরু হবে বইমেলা

১ জানুয়ারি সুচনা হবে উত্তর দিনাজপুর জেলা বইমেলা। এবার জেলার ইসলামপুরে কোর্ট ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে এই মেলা। এরই অঙ্গ হিসেবে ইসলামপুরে কোর্ট ময়দানে অনুষ্ঠিত হল মেলার পোস্টার প্রকাশ অনুষ্ঠান। ছিলেন মহকুমা শাসক অঙ্কিতা আগরওয়াল, পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল, মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের আধিকারিক শুভদীপ দাস প্রমুখ।

## পুলিশের সাফল্য

ডাকাতির ছক বানচাল করল এনজেপি পুলিশ। শুক্রবার গ্রেফতার হয়েছে ছ'জন। পুলিশ জানিয়েছে, ভুট্টাবাড়ি শ্মশানবস্তি এলাকায় ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছিল দলটি। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালায় পুলিশ। তখনই হাতেনাতে ধরা পরে দুষ্কৃতীরা। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে অস্ত্র। শুক্রবার ধৃতদের আদালতে তোলা হয়।

## তৃণমূলে যোগদান

প্রতিদিন তাসের ঘরের মতো ভাঙছে বিজেপি। ক্রমশ শক্ত হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের উন্নয়নের হাত। বৃহস্পতিবার রাতে ময়নাগুড়ির সাতটি পরিবার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেয়। জলপাইগুড়ি জেলার যুব সভাপতি যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন।

# গোকর্ণ গ্রামে উল্কাপাত চোপড়ায়ও পুড়ল বাড়ি

**সংবাদদাতা, বালুরঘাট ও রায়গঞ্জ :** বৃহস্পতিবার সন্ধেয় রহস্যজনক আলো দেখা গিয়েছিল জলপাইগুড়ির আকাশে। এবার দক্ষিণ দিনাজপুরের গোকর্ণ গ্রামে আকাশ থেকে পড়ল এক রহস্যজনক পাথর! স্থানীয়রা জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার রাতে হঠাৎই গ্রামের একটি মাঠে আকাশ থেকে একটি পাথরের মতো বস্তু এসে পড়ে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে এটি উল্কাপিণ্ড। শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টা বাজতে পাথর ঘিরে গ্রামের উৎসুক মানুষের ভিড় জমে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় হরিরামপুর থানার পুলিশ। ওই অদ্ভুত পাথরটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। আসলে পাথরটি কী? তা খতিয়ে দেখতে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এদিকে, উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়ার কালিগছ গ্রামে রহস্যজনক আলো থেকে আগুন ছিটকে পড়ে। পুড়ে যায় একটি বাড়ি। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে দক্ষিণ দিক আলো কালিগছ প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় এসে পড়ে। যদিও উল্কাপাত কিংবা অন্যকিছু তা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা।

## প্রশাসনের উদ্যোগ

# পাহাড়ে মিটছে গাড়ি সমস্যা

**সংবাদদাতা, দার্জিলিং :** সমতলের গাড়ি যাবে না টাইগার হিলে। ভরা পর্যটন মরশুমে গাড়িচালকদের এই দাবিতে স্বাভাবিকভাবেই সমস্যায় পড়েন পর্যটকরা। তবে প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছে। গাড়িচালকদের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি মেটানোর চেষ্টা চলছে। শুক্রবার থেকে টাইগার হিল বয়কটের ডাক পাহাড়ের সমস্ত গাড়িচালক সংগঠনের। ক্রমবর্ধমান এমন সমস্যা নিয়ে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশ চৌহান বলছেন, পাহাড়ের গাড়িচালকদের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবও বিষয়টি খোঁজ নিয়ে পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন।

# লোকালয়ে দাপাল হাতি দিনভর পাহারায় বনকর্মীরা

**সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি :** লোকালয়ে ঢুকে পড়ল দলছুট হাতি। শুক্রবার জলপাইগুড়ির বানারহাটের লক্ষ্মীকান্ত চা-বাগান এলাকার ঘটনা। হাতির দেখা পাওয়ামাত্রই বন দফতরে খবর দেন গ্রামের বাসিন্দারা। গোটা এলাকা ঘিরে ফেলেন বনকর্মীরা। জানা গেছে, হাতিটি পার্শ্ববর্তী নাথুয়া জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে চা-বাগান এলাকায় ঢুকে পড়ে এবং দীর্ঘ সময় ধরে এলাকাজুড়ে দাপিয়ে বেড়ায়। স্বাভাবিকভাবেই গ্রামাঞ্চলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অনেকেই নিরাপত্তার কারণে বাড়ির বাইরে বের হতে সাহস পাননি। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান নাথুয়া ও মোরাঘাট রেঞ্জের বনকর্মীরা। এলাকাজুড়ে চলে মাইকিং। হাতিটির ওপর নজর রাখতে মোতয়েন করা হয় পাহারার। এলাকার মানুষকে সতর্ক করা হয়। প্রসঙ্গত, চা-বাগান এলাকাগুলিতে হাতি ও চিতাবাঘের উপদ্রব বৃদ্ধি পেয়েছে। রুখতে একাধিক ব্যবস্থা নিয়েছে বন দফতর। লোকালয়ে চিতাবাঘের উপস্থিতি রুখতে চা-বাগান এলাকা ঘিরে ফেলা হয়েছে জাল দিয়ে।

সচেতনতার প্রচারে বনকর্মীরা।

# বড়দিনের আগেই সূর্য সেন পার্কে ফের শুরু বোটিং

**সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি :** বড়দিন ও নববর্ষের ঠিক আগে শিলিগুড়িবাসীর জন্য সুখবর। বহুদিন বন্ধ থাকার পর শিলিগুড়ি পুরনিগমের উদ্যোগে ফের চালু হলো সূর্য সেন পার্কের বোটিং পরিষেবা। নতুন চমকে গড়ে ওঠা পরিসর শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের হাত ধরে এই নতুন বোটিং পরিষেবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে রক্ষণাবেক্ষণের অভাব ও বিভিন্ন প্রশাসনিক কারণে বন্ধ ছিল সূর্য সেন পার্কের বোটিং। অবশেষে পুরনিগমের উদ্যোগে পার্কটিকে নতুন করে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। নিরাপত্তা ও যাত্রীদের সুবিধার দিকে বিশেষ নজর রেখে আধুনিক ব্যবস্থাপনায় চালু করা হয়েছে বোটিং পরিষেবা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মেয়র গৌতম দেব বলেন, শহরের মানুষ ও পর্যটকদের জন্য বিনোদনের সুযোগ বাড়ানোই আমাদের লক্ষ্য। বড়দিন ও নিউ ইয়ার উপলক্ষে যাতে মানুষ পরিবার-পরিজন নিয়ে আনন্দ উপভোগ করতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যেই সূর্য সেন পার্কে ফের বোটিং পরিষেবা চালু করা হল। পুরনিগম সূত্রে জানা গেছে, আগামী দিনে সূর্য সেন পার্কে আরও বিনোদনমূলক পরিকাঠামো গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। বোটিং চালু হওয়ায় খুশি শহরবাসী ও পার্কে আসা দর্শনার্থীরা। উৎসবের মরশুমে এই উদ্যোগ শিলিগুড়ির পর্যটন ও বিনোদনে নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

উদ্বোধনে মেয়র গৌতম দেব। শুক্রবার।

আমার বাংলা
20 December, 2025 • Saturday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

## উন্নয়নের পাঁচালি

শুক্রবার মেদিনীপুর বিধানসভার অন্তর্গত শালবনি ব্লকের সমস্ত অঞ্চলে দলীয় পতাকা নেড়ে দিদির 'উন্নয়নের পাঁচালি'র প্রচার ট্যাবলোর সূচনা করলেন মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সভাপতি তথা বিধায়ক সূজয় হাজরা-সহ অন্যরা।

## ৪০তম জেলা বইমেলার প্রচারে ট্যাবলোর সূচনা

**সংবাদদাতা, পুরুলিয়া :** আসন্ন ৪০তম পুরুলিয়া জেলা বইমেলাকে সামনে রেখে প্রশাসনিক উদ্যোগে প্রচার কর্মসূচির সূচনা হল শুক্রবার। এদিন দুপুরে পুরুলিয়ার জেলাশাসক কোন্থাম সুধীর এই ট্যাবলো ও টোটোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জেলাশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে। উপস্থিত ছিলেন উন্নয়ন, সাধারণ ইত্যাদি দফতরের ৪ অতিরিক্ত জেলাশাসক সুদীপ পাল, রবি আগরওয়াল, উৎকর্ষ সিং, পাটিল যোগেশ অশোক রাও, জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক মার্শাল টুডু ও জেলা প্রশাসন কর্তারা। প্রশাসন সূত্রে খবর, আগামী এক সপ্তাহ এই ট্যাবলো ও টোটো জেলার বিভিন্ন ব্লক ও পুর এলাকা ঘুরে ৪০তম জেলা বইমেলার প্রচার চালাবে। মূলত বইমেলা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি ও বইমুখী করতেই এই উদ্যোগ বলে জানান জেলাশাসক কোন্থাম সুধীর। তিনি বলেন, মেলায় সবাইকে আহ্বান জানিয়ে প্রচার চলছে।

পুরুলিয়া

## পুলিশ সরাল রাস্তার বেআইনি জিনিস

**সংবাদদাতা, দাসপুর :** ঘাটাল-পাঁশকুড়া সড়কের পাশাপাশি এখন ব্যস্ততম সড়ক গোপীগঞ্জ-সুলতাননগর রাজ্য সড়কও। সেই সঙ্গে বাড়ছে সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা। দুর্ঘটনা এড়াতে এবার দাসপুর থানার পুলিশ করল বড়সড় পদক্ষেপ। এই সড়কের কলাইকুন্ডু ঝাউতলার কাছে কোনও একজন ঠিকাদার রাস্তার উপরে বালি এবং স্টোন চিপস ফেলে দিয়ে যায়। দাসপুর ট্রাফিক পুলিশের নজরে আসামাত্রই শুক্রবার তড়িঘড়ি জেসিবি দিয়ে সেই সব মালপত্র অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হল। সেই সঙ্গে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে পুলিশ জানিয়ে দিল, রাস্তার উপর এরকম বেআইনিভাবে মালপত্র রাখলেই কড়া পদক্ষেপ করবে পুলিশ প্রশাসন।

# রাজ্যের তরফে ন্যায্যমূল্যে কিনে নেওয়া হল দাসপুরের কয়েকশো কৃষকের উৎপন্ন ধান

**সংবাদদাতা, দাসপুর :** আবারও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মানবিক রূপ দেখলেন কৃষকেরা। তাঁদের স্বার্থে, তাঁদের কথা ভেবেই ন্যায্যমূল্যে ধান ক্রয়ের ব্যবস্থা নিয়েছে সরকার। এই ব্যবস্থার ফলে খুশি রাজ্যের কৃষক মহল। শুক্রবার সকালে এমন উদ্যোগ দেখা গেল দাসপুর ব্লক ১ কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটির তরফে। জানা যায়, দাসপুরের সুলতাননগরে কয়েকশো কৃষকের ধান ক্রয় করা হল শুক্রবার। সোসাইটির চেয়ারম্যান কৌশিক কুলভি জানান, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বদাই মানুষের পাশে রয়েছেন। কৃষকরা যাতে তাঁদের ফসলের ন্যায্য মূল্য পান তাই তিনি ধান ক্রয়ের ব্যবস্থা নিয়েছেন। তাঁর এই উদ্যোগকে মান্যতা দিয়েই আমরা সোসাইটির পক্ষ থেকে দাসপুর এলাকায় যে সমস্ত সমবায় সমিতি রয়েছে সেখান থেকে ধান ক্রয়ের ব্যবস্থা নিয়েছি। এই বিষয়ে একজন কৃষক জানান, বর্তমান খরিফ মরশুমে ব্যবসায়ীদের কাছে এই ধান বিক্রি করলে কম লাভ পেতাম। পরিবর্তে রাজ্য সরকারের তরফে ধান ক্রয়ের উদ্যোগ নেওয়ায় আগের তুলনায় আমাদের মুনাফা অনেকটাই বেড়েছে। ধন্যবাদ জানাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তিনি আমাদের মতো কৃষকদের পাশে থেকে এই ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য রাজ্যের প্রতিটি অঞ্চলের কৃষকেরাই আখেরে উপকৃত হবেন। এই কেন্দ্র থেকে এদিন ৪ লক্ষ ২০ হাজার টাকার ১৮০ কুইন্টাল ধান ক্রয় করা হয়।

দাসপুরে চলছে চাষিদের থেকে রাজ্যের ধান ক্রয়।

# চোলাই-বিরোধী পুলিশি অভিযানে ভাঙা হল ঠেক, নষ্ট করা হল মদ

**সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম :** গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ঝাড়গ্রামের সাঁকরাইল ব্লকের চাঁদপাল এলাকায় বেআইনি চোলাই মদ তৈরির অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযান চালায় সাঁকরাইল থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই অভিযানে প্রায় ২০ লিটার চোলাই মদ এবং প্রায় ৩ হাজার লিটার ফারমেন্টেড ওয়াশ নষ্ট করা হয়েছে। পাশাপাশি চোলাই মদ তৈরির সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন উপকরণ বাজেয়াপ্ত করে সেগুলিও নষ্ট করে দেওয়া হয়। এছাড়াও চোলাই মদের ঠেক ভেঙে দেওয়া হয়েছে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়। পুলিশ জানিয়েছে, অবৈধ চোলাই মদের বিরুদ্ধে সাঁকরাইল থানার এই ধরনের অভিযান আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে। এই উদ্যোগ নেওয়ার জন্য এলাকার সচেতন মানুষ পুলিশকে সাধুবাদ জানান।

বাজেয়াপ্ত চোলাই নষ্ট করে দিল পুলিশ।

গদ্দার অধিকারীর কুৎসার বিরুদ্ধে প্রতিবাদসভায় বক্তা পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। পশ্চিম বর্ধমানের জামুরিয়ায়, শুক্রবার।

## ঝাড়গ্রামের নিজের টিমকে শুভেচ্ছাবার্তা অভিষেকের

**সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম :** টিম অভিষেক ঝাড়গ্রামের উদ্যোগে এ বছর পঞ্চম বর্ষের নকআউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতা হচ্ছে। এ বছর হবে সাঁকরাইল ব্লকের কুলটিকরি হাইস্কুল ময়দানে। আগামী ২৩ ও ২৪ ডিসেম্বরের এই প্রতিযোগিতার সাফল্য কামনা করে বৃহস্পতিবার তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় টিম অভিষেক ঝাড়গ্রামের উদ্দেশে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছেন। প্রতিযোগিতায় আটটি দল অংশ নেবে। প্রথম পুরস্কার ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। পুরস্কারের সঙ্গে বিশ্বকাপ মডেলের দুটি বড় ট্রফিও তুলে দেওয়া হবে। এছাড়াও 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচ'এবং 'ম্যান অফ দ্য সিরিজ'-এর জন্য থাকছে একটি ইলেকট্রিক বাইসাইকেল এবং অন্যান্য পুরস্কার। এ বছর মহিলা বিশ্বকাপে ভারত জয়ী হওয়ায় তাকে সম্মান জানাতে উদ্বোধন হবে মহিলা ক্রিকেট ম্যাচ দিয়ে। প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে।

## মাইথন জলাধারে বসল স্বাগত গেট

**সংবাদদাতা, সালানপুর :** বড়দিন ও ইংরেজি নববর্ষের মাত্র কয়েক দিন বাকি। ডিসেম্বর থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে মাইথনে পিকনিকের মরশুম। তাই প্রতি বছরের মতো এবারও মাইথন জলাধার এলাকায় প্রবেশের মুখে স্বাগতম গেটের ফিতে কেটে উদ্বোধন করলেন বারাবনির বিধায়ক তথা আসানসোল পুরনিগমের মেয়র বিধান উপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন সালানপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কৈলাসপতি মণ্ডল ও সহ-সভাপতি বিদ্যুৎ মিশ্র, মহম্মদ আরমান এবং ব্লক তৃণমূল সহ-সভাপতি ভোলা সিং, ব্লক শ্রমিক সংগঠন সভাপতি মনোজ তেওয়ারি, তৃণমূল নেতা রামচন্দ্র সাউ, অক্ষয় লায়েক প্রমুখ।

# বড়দিনে উৎসবের আয়োজন পারলঙ্কার গোলাপ গ্রামে

তুহিনশুভ্র আগুয়ান • পাঁশকুড়া

ভালবাসা ও গোলাপ একে অপরের সমার্থক। ভালবাসার সূচনা কিংবা ভালবাসা দিবস উদযাপন, সমাজে সবেতেই গোলাপের গুরুত্বপূর্ণ স্থান। শীতের হিমেল হাওয়ায় গোলাপের সঙ্গে সময় যাপন স্বর্গসুখসম। আর সেই গোলাপকে ঘিরেই পাঁশকুড়ার গোলাপ গ্রাম পারলঙ্কায় হতে চলেছে তিন দিনের গোলাপ উৎসব। উৎসবের মাঠ থেকে গোলাপ ফুল কেনার পাশাপাশি গোলাপের চারাও কিনতে পারবেন গোলাপপ্রেমীরা। আসন্ন বড়দিন উপলক্ষে আগামী শনি, রবি ও সোমবার গোলাপ গ্রাম পারলঙ্কাতে বেশ কিছু গোলাপ চাষি মিলে এই উৎসবের আয়োজন করেছেন। যেখানে গোলাপের বাগানে একেবারে পিকনিকের আমেজে মেতে উঠতে পারবেন গোলাপপ্রেমীরা। এবার এই গোলাপ উৎসবের তৃতীয় বর্ষ । প্রতি বছরই এই উৎসবে শামিল হতে দূরদূরান্তের মানুষজন এই গ্রামে ভিড় জমান। ফুলের মানচিত্রে পাঁশকুড়া ও কোলাঘাট রাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রেখেছে। পারলঙ্কা গ্রামে প্রায় ১৫০ বিঘা জমিতে শুধু গোলাপেরই চাষ হয়। এবার সেখানকার গোলাপ উৎসবে প্রদর্শনীর পাশাপাশি থাকছে গোলাপচাষে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও। সেখানে চাষিদের পাশাপাশি প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন পর্যটকেরাও। এছাড়াও থাকছে গোলাপ সম্পর্কিত আর্ট গ্যালারি। থাকবে ফুলচাষের বিভিন্ন বই। সেই বই পড়ে গাছের চারা পুরস্কার হিসেবে দিতে নিতে পারবেন পুষ্পপ্রেমীরা। গ্রামের প্রায় দেড়শো পরিবারের গোলাপ বাগান ঘুরে উৎসবের সময় ধুরে দেখতে পারবেন মানুষজন। কংসাবতীর পাড়ে কীভাবে গোলাপ তার নিজের পাখনা মেলে ধরেছে তা উপভোগ করতে পারবেন। উৎসবে বেশ কয়েকজন গোলাপচাষিকে সংবর্ধনা জানানো হবে। ডার্চ, মার্নিপল, গোল্ডেন-সহ বিভিন্ন প্রজাতির রংবেরঙের গোলাপ থাকবে এই উৎসবে। আয়োজকদের তরফে গোলাপ বাগানের পাশেই পিকনিকের ব্যবস্থা হয়েছে। আয়োজক অনুপম সামন্ত জানান, এই গ্রাম গোলাপচাষে বিখ্যাত। সেই গোলাপকে ঘিরে তিনদিনের রোজ ফেস্টিভ্যালের আয়োজন হয়েছে। জেলা ও জেলার বাইরের মানুষজনও ভিড় জমাবেন উৎসবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পর্যটকদের গাড়িতে ধাক্কা মারাই শুধু নয়, প্রতিবাদ করায় তাঁদের গাড়ির চালককে কলার ধরে হেঁচড়ে তিন কিমি নিয়ে গেল লরিচালক। বিষ্ণুপুর থানার মড়ার ১ নম্বর ক্যাম্প এলাকায়। ধৃত লরিচালক

আমার বাংলা

20 December, 2025 • Saturday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

১১
২০ ডিসেম্বর ২০২৫
শনিবার

# জগন্নাথধামের পরিষেবা নিয়ে বৈঠকে মন্ত্রী চন্দ্রিমা

**সংবাদদাতা, দিঘা :** দিঘায় জগন্নাথধাম উদ্বোধনের পর থেকে বেড়ে চলেছে পর্যটক। আগামী দিনে পরিষেবা উন্নয়নে কী কী প্রয়োজন তা নিয়ে বৈঠক করলেন মন্ত্রী তথা হিডকোর চেয়ারম্যান চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। শুক্রবার দুপুরে প্রায় দু'ঘণ্টা মন্দির ট্রাস্টের সদস্য ও জেলা প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। বর্তমানে দিঘা জগন্নাথধামে মন্দির ট্রাস্টের তরফে বসে ভোগ খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৫০টি টেবিলে রোজ প্রায় ২০০ জন খেতে পারেন। সংখ্যাটা আরও বাড়ানো নিয়ে আলোচনা হয়। মন্দিরচত্বরেই আলাদা রন্ধনশালা করা যায় কি না আলোচনা হয়। এছাড়াও ভোগের গুণমান বজায় রাখার নির্দেশ দেন চন্দ্রিমা। দর্শনার্থীদের যাতে অসুবিধা না হয় তা ট্রাস্টের সদস্যদের দেখার দায়িত্ব দিয়েছেন। প্রতিটি গেটে প্রবীণ নাগরিক ও বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য পর্যাপ্ত হুইল চেয়ার রাখা হয়েছে। ছুটির দিনে ভিড় বাড়ে। তখন যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেজন্য নিরাপত্তায় জোর দেওয়া হয় বৈঠকে। চন্দ্রিমা বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে তৈরি হওয়ার দিঘার জগন্নাথধাম বর্তমানে মানুষের মনে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। আগামী দিনে এই মন্দিরে আরও কী কী করলে মানুষকে ঠিকভাবে পরিষেবা দেওয়া যাবে, তা নিয়ে এদিন আলোচনা হয়। বৈঠকে চন্দ্রিমা ছাড়াও ছিলেন হিডকোর ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাজশ্রী মিত্র, জেলাশাসক ইউনিস ঋষিন ইসমাইল, অতিরিক্ত জেলাশাসক (ভূমি) বৈভব চৌধুরি, দিঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক সুরজিৎ পণ্ডিত প্রমুখ।

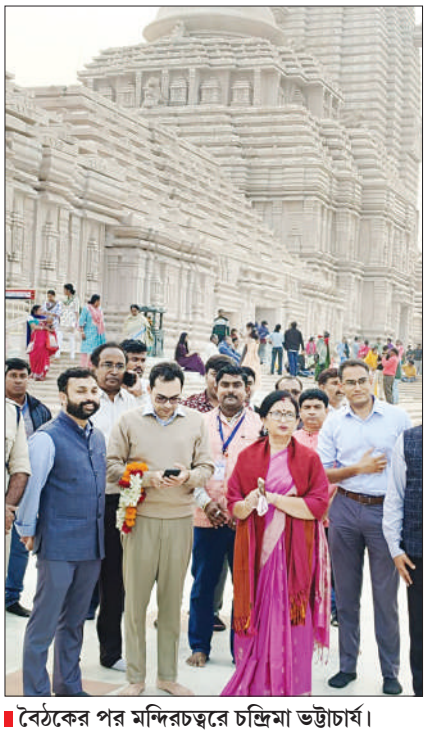

বৈঠকের পর মন্দিরচত্বরে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

শুক্রবার এসআইআরের প্রতিবাদে মিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত হল কাঁথির দেশপ্রাণ ব্লকের বসন্তিয়া এলাকায়। ছিলেন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ তরুণ জানা, জেলা তৃণমূল সাধারণ সম্পাদক রাজকুমার শীট, তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের জেলা সহ-সভাপতি অজিতেশ পাহাড়ি প্রমুখ।

## ভেঙে দেওয়া হল জঙ্গিপুর পুরবোর্ড

**প্রতিবেদন :** ভেঙে দেওয়া হল জঙ্গিপুর পুরবোর্ড। সরিয়ে দেওয়া হল চেয়ারম্যান মফিজুল ইসলামকে। আপাতত পুরসভার দায়িত্ব সামলাবেন জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক সুধীরকুমার রেড্ডি। শুক্রবার তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। পুরসভার কাজকর্ম নিয়ে অনেক অভিযোগ উঠছিল। তাতেই রাজ্য পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের সচিব চিঠি পাঠান চেয়ারম্যান মফিজুলকে। তার জবাবে সন্তুষ্ট না হওয়াতেই পুরবোর্ড ভেঙে দেওয়া হল।

## এগরা পুরসভায় আজ অনাস্থা

**সংবাদদাতা, এগরা :** দলীয় নির্দেশ অমান্য করে চেয়ারম্যানের পথ আঁকড়ে ছিলেন এগরা পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন নায়েক। ইতিমধ্যে ওই চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন তৃণমূলের কাউন্সিলররা। সেই প্রস্তাবের ভিত্তিতে আজ, শনিবার এগরা পুরসভায় হতে চলেছে অনাস্থা ভোট। জানা গিয়েছে, এগরা পুরসভার মোট আসন ১৪টি। তার মধ্যে নির্বাচনে তৃণমূল জিতেছিল সাত আসনে। পাঁচটি পেয়েছিল বিজেপি। বাকি দুটি নির্দল ও কংগ্রেস। কয়েক মাস আগে দলের তরফে চেয়ারম্যান স্বপন নায়েকের কাছে পদত্যাগের নির্দেশ এসে পৌঁছয়। তিনি মানেননি। তাই তাঁর বিরুদ্ধে দলের বাকি কাউন্সিলররা অনাস্থা আনেন। শনিবারের অনাস্থা ভোটকে কেন্দ্র করে পুলিশের তরফে কড়া নিরাপত্তার আয়োজন থাকছে।

## সংসদে বেনজির প্রতিবাদে তৃণমূল

(প্রথম পাতার পর)

সাগরিকা ঘোষ, দোলা সেন, সুখেন্দুশেখর রায়, মমতাবালা ঠাকুর, মৌসম নূর, সুস্মিতা দেব, সাকেত গোখেল, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশ চিক বরাইক। রাত দুটো পর্যন্ত বিরোধী শিবিরের সাংসদ তিরুচি শিবা, নাসির হুসেনরা ছিলেন তৃণমূল সাংসদদের সঙ্গে। পরে তাঁরা চলে গেলে তৃণমূল সাংসদরা ধরনাস্থলেই বসে থাকেন সারারাত। প্রচণ্ড ঠান্ডায় কম্বলমুড়ি দিয়ে দমে না গিয়ে তাঁরা উদাত্ত কণ্ঠে গান ধরেন— ধন ধান্য পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা...। বৃহস্পতিবার সারারাত কলকাতা থেকে দলীয় সাংসদদের সঙ্গে ফোনে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছিলেন দলনেত্রী তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লির প্রচণ্ড ঠান্ডা ও দূষণের মাঝে ধরনারত দলীয় সাংসদদের বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেন তিনি।

উল্লেখ্য, মোদি সরকার যেভাবে গণতন্ত্র ধ্বংসকারী এই বিল পাশ করিয়ে নিয়েছে তার পরে তৃণমূল কংগ্রেস রামজি বিলের নতুন নামকরণ করেছে— মার্ডার মনরেগা এবং মার্ডার মহাত্মা গান্ধী বিল। এই বিল পাশের পরে প্রতিবাদ জানিয়ে বৃহস্পতিবার রাতে শুরু হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদদের ধরনা চলে শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত। পুরনো সংসদ ভবনের প্রধান প্রবেশপথে ধরনাস্থলে বসে তৃণমূল সাংসদ দোলা সেন বলেন, এর আগে ক্ষমা চেয়ে কৃষি বিল প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছে মোদি সরকার। এই রামজি বিলের ক্ষেত্রেও তাই হবে। ক্ষমা চাইতে হবে ওদের, প্রত্যাহার করতে হবে শ্রমিক-বিরোধী এই বিল। একই সুরে সরকারকে তোপ দেগে তৃণমূল সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, অগণতান্ত্রিকভাবে এই বিল পাশ করা হয়েছে। জাতির জনককে অপমান করা হয়েছে, বিশ্বকবিকে অপমান করা হয়েছে। বাংলার ন্যায্য প্রাপ্য ৫২,০০০ কোটি টাকা বকেয়া রাখা হয়েছে। আমরা এই কালা কানুন প্রত্যাহারের দাবি জানাই। একই সঙ্গে বাংলার প্রাপ্য টাকা দেওয়ার দাবিতেও আমাদের এই ধরনা। বৃহস্পতিবার রাতের পরে শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত চলে তৃণমূলের এই ধরনা, যেখানে যোগদান করেন বিরোধী শিবিরের অন্য সাংসদরাও। ধরনা চলাকালীন সমবেত কণ্ঠে গান ও স্লোগানের মাধ্যমে মোদি সরকারকে তীব্র নিশানা করা হয়।

## বাংলাদেশ নিয়ে স্পষ্ট অবস্থান তৃণমূলের

(প্রথম পাতার পর)

তবে বিজেপির কিছু নেতা বাংলাদেশ পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনা টেনে পশ্চিমবঙ্গেও এমন ঘটনা ঘটতে পারে বলে যে মন্তব্য করছেন, তা অত্যন্ত বিপজ্জনক প্রবণতা। এই বিষয়ে বিদেশ মন্ত্রক ও বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করকে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা দিতে হবে। এর ফলে যদি কোনও হিংসা বা অশান্তিকর ঘটনা ঘটে, তার সম্পূর্ণ দায় বিজেপি নেতাদেরই নিতে হবে।

তৃণমূলের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, নির্বাচনের আগে বিজেপি রাজ্যের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার চেষ্টা করছে, কিন্তু দিদির মা-মাটি-মানুষের সরকার বাংলায় এমন কিছুতেই হতে দেবে না। ভুলে গেলে চলবে না, এই সেই বিজেপি যারা বলেছিল 'বাংলা ভাষা বলে কিছু নেই' এবং রানাঘাটের এক বিজেপি সাংসদ দাবি করেছিলেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত তুলে দেওয়া হবে!

বৃহস্পতিবার রাত থেকেই ভারত-বিরোধী ইনকিলাব মঞ্চ, জামাত এবং ছাত্র-জনতার নামে চলে এই তাণ্ডব। ভারতীয় দূতাবাস, আওয়ামি লিগ অফিস, ঢাকার ধানমণ্ডিতে এবং রাজশাহিতে বঙ্গবন্ধুর বাড়ি ছাড়াও হামলাকারীদের লক্ষ্য হয়ে ওঠে সাংবাদিকরা এবং সংবাদপত্রের অফিসও। রাজশাহিতে আওয়ামি লিগের অফিস ভাঙতে নিয়ে আসা হয় বুলডোজার। ঢাকার কারওয়ান বাজারে দুই সংবাদপত্র 'প্রথম আলো' এবং 'দ্য ডেলি স্টার' দফতরে ভাঙচুর করে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। ভেতরে আটকে পড়া সাংবাদিকদের ক্রেন দিয়ে উদ্ধার করে দমকল। এর ফলে শুক্রবার প্রকাশিত হতে পারেনি 'প্রথম আলো'র সকালের সংস্করণ। চট্টগ্রাম ও রাজশাহিতে হামলা চলে ভারতীয় উপ-দূতাবাসে। খুলনায় আততায়ীদের গুলিতে খুন হয়েছেন ইমদাদুল হক মিলন নামে ৪৫ বছরের এক সাংবাদিক। ময়মনসিংহ জেলায় ভালুকা উপজেলায় দীপুচন্দ্র দাশ নামে এক যুবককে পিটিয়ে খুন করে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় দেহ। শুক্রবার সকালেও চলে বিক্ষোভ, তাণ্ডব। ধানমণ্ডিতে সনজিদা খাতুন প্রতিষ্ঠিত সাংস্কৃতিক কেন্দ্র 'ছায়ানট' ভবনে ভাঙচুর চালায় দুষ্কৃতীরা।

বৃহস্পতিবার রাতেই ঢাকার শাহবাগে জমায়েত হন বহু মানুষ। নিমেষের মধ্যে জমায়েতে ছড়িয়ে পড়ে প্রবল উত্তেজনা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ছুটে আসে র‍্যাব। শুক্রবার সকালেও শাহবাগ মোড়ে স্লোগান দিতে শুরু করে একদল বিক্ষোভকারী। বেলা ১২টা নাগাদও বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির বাড়িতে শাবল-হাতুড়ি নিয়ে দেওয়াল ভাঙতে দেখা যায় কয়েকজনকে। খুলনা, সিলেট, ফরিদপুর-সহ বিভিন্ন জেলা থেকে আসছে অশান্তির খবর। শনিবার রাষ্ট্রীয় শোকদিবস ঘোষণা করেছে অন্তর্বর্তী সরকার।

## পিংলায় সভাপতিদের নিয়ে বৈঠকে বিধায়ক অজিত

**সংবাদদাতা, পিংলা :** পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলার দলীয় কার্যালয়ে পিংলা ব্লকের অন্তর্গত প্রত্যেকটি অঞ্চল সভাপতি, প্রধান ও ব্লকের নেতৃত্বকে নিয়ে শুক্রবার বিকেলে একটি জরুরি আলোচনাসভা হল। ছিলেন বিধায়ক তথা ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি অজিত মাইতি, পিংলা ব্লক তৃণমূল সভাপতি অজিত মাইতি প্রমুখ। ২২ ডিসেম্বর ৪ নং করকাই অঞ্চল ও ১ নং কুসুমদা অঞ্চলে সভা হবে। ২৭ ডিসেম্বর ৭ গোবর্ধনপুর অঞ্চলে বড়মিছিল করা হবে। এদিন দলের নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে এমনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জানালেন বিধায়ক অজিত মাইতি।

## মুখ্যমন্ত্রীর 'উন্নয়নের পাঁচালি' প্রকাশ

(প্রথম পাতার পর)

নবান্ন সূত্রে জানানো হয়েছে। বইটির প্রচ্ছদ থেকে শুরু করে বিষয়বস্তু জুড়ে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন যাত্রার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

প্রকাশিত বইটিতে সামাজিক সুরক্ষা, নারী ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, পরিকাঠামো, কর্মসংস্থান, গ্রামোন্নয়ন, সংখ্যালঘু কল্যাণ, পর্যটন ও সংস্কৃতি-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারের প্রকল্প, ব্যয় এবং প্রাপ্তির বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। সরকারি তথ্য ও পরিসংখ্যানের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে কীভাবে রাজ্যের আর্থ-সামাজিক কাঠামো গত পনেরো বছরে বদলে গিয়েছে। নবান্ন সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, সাধারণ মানুষের কাছে সরকারের কাজের হিসেব স্বচ্ছ ভাবে তুলে ধরতেই এই বই প্রকাশের উদ্যোগ। বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশের ফলে রাজ্যের পাশাপাশি ভিনরাজ্যের পাঠকদের কাছেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উন্নয়ন মডেল পৌঁছে দেওয়াই লক্ষ্য। ইতিমধ্যেই রাজ্যের ব্লকে ব্লকে উন্নয়নের পাঁচালি প্রচার করছে রাজ্য সরকার। এখন থেকে রাজ্য সরকারের ওয়েবসাইট থেকেও এই পাঁচালির সফট কপি পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যসচিব। মুখ্যসচিব জানিয়েছেন, পনেরো বছরের রিপোর্ট কার্ড বলা হলেও উন্নয়নের পাঁচালি আদতে রাজ্য সরকারের সাড়ে চোদ্দো বছরের রিপোর্ট কার্ড। সরকারের দাবি, 'উন্নয়নের পাঁচালি' শুধু একটি রিপোর্ট কার্ড নয়, বরং রাজ্যের সামগ্রিক রূপান্তরের দলিল।

দিল্লি দরবার

20 December 2025 • Saturday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

২৩ বছর বয়সি এক মহিলা শুটারকে ধর্ষণ করা হল ফরিদাবাদের একটি হোটেলে। একটি প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এক বান্ধবীর সঙ্গে সেখানে গিয়েছিলেন নির্যাতিতা। বুধবার রাতে হোটেলে ধর্ষণের শিকার হন তিনি

## সামাজিক ন্যায়বিচার নিয়ে লড়াইয়ে স্বীকৃতি

# সেরা মহিলা সাংসদ দোলা সেন

**নয়াদিল্লি:** শ্রমের মর্যাদা, মহিলাদের অধিকার ও সামাজিক ন্যায় বিচার নিয়ে লড়াইয়ে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি পেলেন দোলা সেন। সেরা মহিলা সাংসদের সম্মান পেলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেন। প্রতিটি বিভাগে সংসদের উভয় কক্ষ থেকে একজন সদস্যকে এই পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করা হয়। তৃণমূলের রাজ্যসভার সদস্য দোলাকে শ্রম, মহিলা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার সম্পর্কিত বিষয়গুলি উত্থাপনের জন্য বর্ষসেরা মহিলা সাংসদের পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

সাংসদ দোলা সেনের হাতে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই এই পুরস্কার তুলে দেন। পুরস্কার পেয়ে দোলা জানিয়েছেন, তিনি খুবই খুশি। দেশের মানুষ এবং রাজ্যের মানুষকে এই পুরস্কারের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। তাঁরা সাংসদ জীবনে শ্রমিকদের অধিকার, মহিলা উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়ের মত বিষয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। সত্যের উপর ভিত্তি করে সংসদ ভবনে নিজের অবস্থানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। সেই কারণেই তাঁকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। বুধবার নয়াদিল্লির নতুন মহারাষ্ট্র সদনে অনুষ্ঠিত হয় লোকমত সংসদীয় পুরস্কার ২০২৫। সেখানে বিভিন্ন দলের সংসদ সদস্যদের সম্মানিত করা হয়েছিল। দোলার সঙ্গে একই পুরস্কার পেয়েছেন লোকসভার সাংসদ সঙ্গীতা কুমারী সিং দেও।

শিক্ষা-যুব সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য সপার সাংসদ ইকরা চৌধুরীকে সেরা নবাগত মহিলা সাংসদ হিসাবে মনোনীত করার পাশাপাশি রাজ্যসভার মনোনীত সাংসদ সুধা মূর্তি এই সম্মান পেয়েছেন। জীবনকৃতি সম্মান (লোকসভা), সেরা সাংসদ (লোকসভা), সেরা মহিলা সাংসদ (লোকসভা), সেরা নবাগত সাংসদ (লোকসভা), জীবনকৃতি সম্মান (রাজ্যসভা), সেরা সাংসদ (রাজ্যসভা), সেরা মহিলা সাংসদ (রাজ্যসভা), সেরা নবাগত সাংসদ (রাজ্যসভা)- এই আটটি বিভাগে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

## তৃণমূলের আন্দোলনকে কুর্নিশ বিরোধী শিবিরের

# দিল্লির ৯ ডিগ্রি ঠান্ডায় ১২ ঘণ্টার বেনজির ধরনা

সুদেষ্ণা ঘোষাল ● নয়াদিল্লি

ডিসেম্বরের রাতে কনকনে ঠান্ডায় তৃণমূলের দৃষ্টান্তমূলক প্রতিবাদ আন্দোলনের সাক্ষী থাকল রাজধানী দিল্লি। বৃহস্পতিবার রাতে দিল্লির তাপমাত্রা নেমেছিল ৯ ডিগ্রি। কিন্তু তার পরোয়া না করেই মোদি সরকারের স্বৈরাচার আর স্বেচ্ছাচারের প্রতিবাদে সংসদ চত্বরে রাতভর ধরনায় বসলেন তৃণমূল সাংসদরা। টানা ১২ ঘণ্টা ধরে চলল অবস্থান বিক্ষোভ। অগণতান্ত্রিক রাম জি বিলের বিরুদ্ধে সংসদে সারা রাত ধরে যেভাবে প্রতিবাদ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস তাকে কুর্নিশ জানিয়েছে বিরোধী শিবিরের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি। এর মধ্যে আছে কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, ডিএমকে, শিবসেনা এবং আম আদমি পার্টি। দিল্লির প্রচন্ড ঠান্ডায় বৃহস্পতিবার সারা রাত ধরে পুরনো সংসদ ভবনের প্রবেশপথে বসে থেকে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ফেটে পড়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদরা। পরে শুক্রবার সকালে সেখানে যোগদান করেন দলের লোকসভার সাংসদরাও।

### বাড়তি উৎসাহ বিরোধী শিবিরে

পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলের এই লড়াকু মনোভাব দেখার পরে উচ্ছ্বসিত বিরোধী শিবিরের অন্যান্য দল। তাদের সংসদীয় প্রতিনিধিরা এগিয়ে এসে তৃণমূল সাংসদদের অভিনন্দন জানিয়েছেন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে। এই প্রসঙ্গে গোটা পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শুক্রবার তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার ডেপুটি লিডার সাগরিকা ঘোষ বলেন, আমরা যেভাবে প্রতিবাদ করেছি, মোদি সরকারকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছি, তা দেখার পরে বাড়তি উৎসাহ পেয়েছেন বিরোধী শিবিরের অন্যান্য দলগুলির সংসদীয় প্রতিনিধিরাও। কংগ্রেস সাংসদ শক্তি সিং গোহিল, জে বি মাথের, জয়রাম রমেশ আমাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। প্রচণ্ড ঠান্ডায় সংসদের প্রবেশপথে সারা রাত জেগে যেভাবে আমরা প্রতিবাদ করেছি, চ্যালেঞ্জ পৌঁছে দিয়েছি শাসক শিবিরে তার জন্য আমাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। আমাদের সাহসী মনোভাবকে কুর্নিশ করেছেন। এর পরে প্রবীণ সপা সাংসদ জয়া বচ্চনের কথা বলতেই হবে। শুক্রবার সকালে আমাদের ধরনায় যোগ দিয়ে জয়া বচ্চন ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা গানের সঙ্গে গলা মেলান। সেই সময়ে ওনার চোখে জল দেখেছি। আমরাও বিরোধী শিবিরের সাংসদদের জানিয়ে দিয়েছি, মোদি সরকারের এই জনবিরোধী প্রকল্পের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই জারি থাকবে। একই সুরে বিরোধী শিবিরের সংসদীয় নেতাদের সমর্থনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভা সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তাঁর কথায়, বিরোধী শিবিরের সাংসদরা সারা রাত ধরনায় না থাকলেও তাঁরা প্রত্যেকেই আমাদের প্রতি সংহতি জানিয়েছেন। কংগ্রেস সাংসদ শক্তি সিং গোহিল মধ্য রাতে সংসদে ফিরে এসে আমাদের গরম চাদর, পানীয় জল পৌঁছে দিয়েছেন। সকালে এসেছেন অন্যান্য সাংসদরাও। তাঁরা সকলেই আমাদের ধরনাকে সমর্থন করেছেন।

### কালা বিল ঘিরে বিরোধী ঐক্যের ছবি

মোদি সরকার বিরোধী এই ধরনাকে কেন্দ্র করে বিরোধী শিবিরের নজিরবিহীন ঐক্য দেখা গিয়েছে সংসদ পরিসরে। কংগ্রেসের রাজ্যসভা সাংসদ জয়রাম রমেশ, শক্তি সিং গোহিল, শিবসেনা সাংসদ প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদী শুক্রবার সকালে তৃণমূলের ধরনায় যোগদান করেন। সঙ্গে ছিলেন অভিনেত্রী ও বর্ষীয়ান সাংসদ জয়া বচ্চন। বৃহস্পতিবার রাতে বিরোধী শিবিরের দুই প্রবীণ সাংসদ রেণুকা চৌধুরী এবং জয়া বচ্চন বিক্ষোভ রত সাংসদের জন্য রাতের খাবার তৈরি করে এনেছিলেন। শুক্রবার সকালে ডিএমকে সাংসদ তিরুচি শিবা তাঁর বাড়ি থেকে পাঠান তাজা ইডলি ও সম্বর। বিরোধী শিবিরের সব দলই তৃণমূলের আগ্রাসী প্রতিবাদ ও রাতভর ধরনা কর্মসূচিকে কুর্নিশ জানিয়েছে। তৃণমূল সরকারকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে চোখে আঙুল দিয়ে গোটা দেশকে মনে করিয়ে দিয়েছে, ঠিক এই ভাবেই ২০২০ সালে মোদি সরকার প্রণীত কৃষক বিলের বিরুদ্ধে সংসদে প্রতিবাদ করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের সাংসদরা। সেবার জয় এসেছিল দীর্ঘ লড়াইয়ের পরে। এবারেও তাদের জয় নিশ্চিত, মোদি সরকারকে প্রত্যাহার করতেই হবে এই বিল।

# বাংলার মানুষকে যন্ত্রণা দিচ্ছেন মোদি
## জবাব পাবেন ২০২৬-এর নির্বাচনেই

**নয়াদিল্লি :** প্রধানমন্ত্রী মোদিকে তীব্র শ্লেষাত্মক ভাষায় একহাত নিল তৃণমূল। সমাজমাধ্যমে সরাসরি তাঁর দিকে আঙুল তুলে তৃণমূল মন্তব্য করল, আপনি ঠিক কথাই বলেছেন মন-কি-বাত প্রধানমন্ত্রী। হ্যাঁ, বাংলা তো কষ্ট পাচ্ছেনই। কিন্তু সেটা শুধুমাত্র আপনার জন্যই। এর জন্য দায়ী আপনি। কেন?

● আপনার সরকার আমাদের ন্যায্য প্রাপ্য প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকা আটকে রেখেছে। অথচ ২০১৭-১৮ এবং ২০২৩-২৪ সালে জিএসটি এবং সরাসরি কর বাবদ আপনারা বাংলা থেকে আদায় করেছেন ৬.৫ লক্ষ কোটি টাকা।

● বাংলার সাংস্কৃতিক, আত্মিক এবং সভ্যতার প্রতীককে প্রতি মুহূর্তে অপমান করেছেন।

● বাংলাদেশি তকমা দিয়ে আমাদের রাজ্যের মানুষকে আটকে রাখা হয়েছে। এমনকী মাতৃভাষা বাংলায় কথা বলেছে বলে তাঁদের বেআইনিভাবে উৎখাতও করা হয়েছে।

● বাংলার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার জন্য আপনি অর্থ, পেশিশক্তির অপব্যবহার করেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এবং গদি মিডিয়াকে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে কাজে লাগিয়েছেন বাংলার মর্যাদাহানি করতে।

তবুও অতিথিদের স্বাগত জানিয়েছে বাংলা। গত বছর দেশের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বিদেশি পর্যটক এসেছেন বাংলাতেই। এবং আপনি এলে স্বাগত জানাব আপনাকেও। কিন্তু আর কোনও ভুল করবেন না। বাংলার মানুষ ২০২৬-এ প্রত্যাখ্যান করবে আপনাদের। ঠিক যেমন মুখের উপর জবাব দিয়েছে এর আগের প্রতিটি নির্বাচনেই।

# বেটিং অ্যাপ : বাজেয়াপ্ত একঝাঁক তারকার সম্পত্তি

**নয়াদিল্লি :** বেটিং অ্যাপের মাধ্যমে টাকা আয়ের অভিযোগে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হল এক ঝাঁক তারকার। অবৈধ বেটিং অ্যাপ সংক্রান্ত মামলায় মিমি চক্রবর্তী ও অঙ্কুশ হাজরার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল এনফোর্স ডিরেক্টরেট। বেটিং অ্যাপে আর্থিক লেনদেনের অভিযোগে আগেও ইডি দফতরে হাজিরা দিতে হয়েছিল অভিনেতা-অভিনেত্রীদের। শুক্রবার, এই মামলায় অঙ্কুশ, মিমি, সোনু সুদ-সহ বেশ কয়েকজন চিত্রতারকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তালিকায় রয়েছেন যুবরাজ সিং, শিখর ধাওয়ান-এর মতো ক্রিকেট তারাকারাও। ওয়ান এক্স বেট নামক একটি অবৈধ বেটিং অ্যাপের মাধ্যমে টাকা আয়ের অভিযোগে আগেই মিমি-অঙ্কুশকে তলব করে ইডি। দিল্লি গিয়ে ইডি দফতরে গিয়ে হাজিরা দেন তাঁরা। হাজিরা দেন বলিউড তারকা উর্বশী রাউতেলা, নেহা শর্মাও। যুবরাজ সিং, শিখর ধাওয়ান, রবিন উথাপ্পার মতো ক্রিকেট দুনিয়ার তারকাদেরও ডেকে পাঠানো হয়। এঁদের সবার সম্পত্তিই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

এদিকে ৬০ কোটির কেলেঙ্কারির ঝামেলায় আবারও নাম জুড়লো শিল্পা শেট্টির। ৬০ কোটি টাকার আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগে ইডি মঙ্গলবার শিল্পা শেট্টির বাড়িতে তল্লাশি চালায়। বেঙ্গালুরুর 'বাস্তিয়ান' ফ্র্যাঞ্চাইজির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়। বুধবার সকালে শিল্পার মুম্বইয়ের দাদরের রেস্তোরাঁয় তদন্ত শুরু করে আয়কর কর্মকর্তারা।

# লোকপালের আদেশ বাতিল, জয় মহুয়ার

**নয়াদিল্লি :** লোকপালের আদেশ বাতিল করল দিল্লি হাইকোর্ট। বড় জয় পেলেন সাংসদ মহুয়া মৈত্র। বিচারপতি অনিল ক্ষেত্রপাল এবং হরিশ বৈদ্যনাথন শঙ্করের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, লোকপাল যে আদেশ দিয়েছিল তা ভুল। লোকপালকে পুনরায় তাঁদের আদেশ বিবেচনার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআইকে কথিত নগদ অর্থের বিনিময়ে জিজ্ঞাসাবাদের মামলায় মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিলের অনুমতি দিয়েছিল লোকপাল। সেই আদেশ এবার বাতিল হয়ে গেল।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ইউক্রেনের জাপোরিঝিয়ায় রাশিয়ার বিমান হামলার শিকার একটি বহুতল। উদ্ধার করা হচ্ছে বাসিন্দাদের

# দেশ বিদেশ

20 December, 2025 • Saturday • Page 13 || Website - www.jagobangla.in



# ফের অরাজকতা বাংলাদেশে, আক্রান্ত মিডিয়া

## রাজশাহি ও চট্টগ্রামে ভারতীয় মিশনের সামনে বিক্ষোভ

**ঢাকা :** ভোটমুখী বাংলাদেশে ফের অরাজকতা। বাড়ছে ভারত-বিদ্বেষী জিগির ও প্ররোচনা। সেইসঙ্গে আক্রান্ত বাংলাদেশের প্রথমসারির একাধিক সংবাদমাধ্যম।

বাংলাদেশের প্রথমসারির বাংলা সংবাদপত্র 'প্রথম আলো' এবং ইংরেজি সংবাদপত্র 'ডেলি স্টার'-এর অফিসে বৃহস্পতিবার রাতভর তাণ্ডব চালানো হয়। উত্তেজিত জনতা দুই সংবাদপত্রের দফতরে ঢুকে বেনজির ভাঙচুর চালায় এবং আগুন লাগিয়ে দেয়। প্রথম আলো-র চারতলা ভবন প্রায় পুরোটাই ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। অদূরে ডেলি স্টার-এর ভবনের নিচের দু'টি তলা আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয় মারমুখী জনতা। কীভাবে অফিসের ছাদে বসে প্রাণ বাঁচিয়েছেন, পরে তার বর্ণনা দিয়েছেন ডেলি স্টার-এর সাংবাদিকেরা। ডেলি স্টার ভবনের ১০ তলার ছাদে অন্তত ২৮ জন কর্মী আটকে পড়েছিলেন। নীচে তাঁদের দফতরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। চলে যথেচ্ছ ভাঙচুর। প্রাণের ভয়ে ক্যান্টিনের এক কর্মী পাইপ বেয়ে নীচে নামার চেষ্টা করছিলেন। সেইসময় তাঁকে নাগালের মধ্যে পেয়ে গণধোলাই দেয় উন্মত্ত জনতা। সেই দৃশ্য সহকর্মীরা ছাদে বসে দেখেন। কেউ আর বেরোনোর সাহস পাননি। এইভাবে চার ঘণ্টারও বেশি সময় সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা ছাদে বসেছিলেন। উদ্ধারকারী সেনা জওয়ানরা শুক্রবার ভোর ৪টে নাগাদ আপৎকালীন সিঁড়ির বন্দোবস্ত করে ছাদ থেকে সাংবাদিকদের উদ্ধার করেন। তারও অনেক পরে নিয়ন্ত্রণে আসে ভবনের আগুন। বহু গুরুত্বপূর্ণ নথি, ছাপার যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং সংরক্ষিত কাগজ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বিক্ষোভকারীদের শান্ত করতে গিয়ে মার খেয়েছেন সম্পাদক পরিষদের সভাপতি নুরুল কবীর এবং চিত্রসাংবাদিক শহিদুল আলম। প্রথম আলো এবং ডেলি স্টার— দুই দফতরেই কার্যক্রম সাময়িক ভাবে স্থগিত রয়েছে। শুক্রবার প্রকাশিত হয়নি কাগজ। দুই মিডিয়া হাউজ শুক্রবার সকালে বিবৃতি জারি করে

তাণ্ডবে বিধ্বস্ত বাংলাদেশের প্রথম সারির দুই সংবাদমাধ্যমের অফিস।

ঐতিহ্যবাহী রবীন্দ্রচর্চা কেন্দ্র 'ছায়ানট'-এ ভাঙচুর ও লুটপাট।

পরিস্থিতির কথা জানিয়েছে এবং সহযোগিতার আবেদন জানিয়েছে সাধারণ মানুষের কাছে। অন্যদিকে বৃহস্পতিবারই খুলনায় আততায়ীদের গুলিতে খুন হন ইমদাদুল হক মিলন (৪৫) নামে এক সাংবাদিক। 'বর্তমান সময়' নামে এক পত্রিকায় কর্মরত ইমদাদুল শলুয়া প্রেস ক্লাবের সভাপতিও ছিলেন। এর পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত বাংলাদেশের বিখ্যাত রবীন্দ্রচর্চাকেন্দ্র 'ছায়ানট' কার্যালয়ে বেনজির তাণ্ডব, ভাঙচুর ও লুঠপাট চালায় দুষ্কৃতীরা। অবাধে ভাঙা হয় বাদ্যযন্ত্র ও মূল্যবান সংগ্রহ।

গত অগাস্টে গণ-অভ্যুত্থানের সময় হাসিনা-বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর ঘটনা নতুন করে অশান্তিতে ঘৃতাহুতি দিয়েছে। এরই মধ্যে বাংলাদেশের রাজশাহি ও চট্টগ্রামে ভারতীয় উপ-হাইকমিশন ঘেরাওয়ের চেষ্টা ও বিক্ষোভের জেরে চরম উত্তেজনার পরিস্থিতি। শুক্রবার পশ্চিম বাংলাদেশের রাজশাহিতে ভারতীয় মিশনের সামনে নতুন করে বিক্ষোভ শুরু হয়। এর মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে চট্টগ্রামের ভারতীয় সহকারী হাই-কমিশনে প্রবেশের চেষ্টা করে একদল বিক্ষোভকারী। তবে নিরাপত্তা বাহিনীর বাধায় অশান্তি এড়ানো গিয়েছে। গত সপ্তাহে আওয়ামি লিগের কট্টর বিরোধী ছাত্রনেতা শরিফ ওসমান হাদির ওপর প্রাণঘাতী হামলা হয়। এর পরেই দিকে দিকে অশান্তি ছড়াতে থাকে। গত কয়েকদিন ধরেই ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহিতে ভারতীয় মিশনগুলির সামনে বিক্ষোভ চলছে। বৃহস্পতিবার সিঙ্গাপুরের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাদির মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলি জানিয়েছে, ভারতীয় মিশনগুলির চারপাশের পরিস্থিতি অত্যন্ত থমথমে। তবে ভারতীয় কূটনীতিক ও কর্মীরা নিরাপদে রয়েছেন। অভিযোগ উঠেছে যে, গত কয়েকদিনে বিক্ষোভকারী দমনে বাংলাদেশ পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী সময়োচিত পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে। দুষ্কৃতীদের বাড়বাড়ন্ত রুখতে যে ইউনুস সরকার ব্যর্থ, হাদির মৃত্যুর ঘটনাই তার প্রমাণ। বৃহস্পতিবার চট্টগ্রামে বিক্ষোভকারীরা যখন ভারতীয় মিশনের একদম কাছে পৌঁছে যায়, কেবল তখনই নিরাপত্তা বাহিনী হস্তক্ষেপ করেছে। তার আগে পর্যন্ত তারা ছিল নিষ্ক্রিয় দর্শক। গত বুধবার বাংলাদেশের হাই-কমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লাহকে দিল্লিতে তলব করেছিল ভারতের বিদেশমন্ত্রক। সেখানে প্রতিবেশী দেশের অরাজক পরিস্থিতি, উগ্রবাদী কার্যকলাপ, উস্কানিমূলক বক্তব্য এবং ভারতীয় মিশনগুলির নিরাপত্তা ঝুঁকি নিয়ে কড়া প্রতিবাদ জানানো হয়। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে ভারতকে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কূটনৈতিক বাধ্যবাধকতা মেনে ভারতীয় মিশনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। আন্দোলনকারী ছাত্র সংগঠনগুলি হাদির হত্যাকাণ্ডের পিছনে ভারতে আশ্রিত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দল আওয়ামি লিগের যোগসূত্র রয়েছে বলে দাবি করলেও এর কোনও সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বৃহস্পতিবার রাতে চট্টগ্রামে বিক্ষোভ ও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে দুই পুলিশ সদস্য-সহ চারজন আহত হন। বিক্ষোভকারীরা মিশনে ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও ভাঙচুর চালায় বলে খবর পাওয়া গেছে। এই ঘটনায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে ১২ জনকে আটক করেছে পুলিশ। রাজশাহিতেও মিছিল আটকাতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের ধস্তাধস্তি হয়। গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী, রাজশাহিতে ভারত-বিরোধী গোষ্ঠীগুলি বেশি সক্রিয় থাকায় সেখানে বড় ধরনের সহিংসতার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এদিকে হাদির মৃত্যুতে শনিবার রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। এক বিবৃতিতে ইউনুস সরকার 'মব ভায়োলেন্স' বা গণপিটুনি প্রতিরোধ করার আহ্বান জানিয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের হাতে গণতান্ত্রিক উত্তরণের প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হতে দেওয়া যাবে না। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি নির্ধারিত সাধারণ নির্বাচন ও গণভোটকে একটি জাতীয় অঙ্গীকার হিসেবে বর্ণনা করে হাদির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে জনগণকে ধৈর্য ধরার এবং ঘৃণা বর্জনের আহ্বান জানানো হয়েছে। একইসঙ্গে ময়মনসিংহে দীপুচন্দ্র দাস নামে এক যুবককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনারও তীব্র নিন্দা জানিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার।

# দিল্লির বায়ুদূষণ নিয়ে আলোচনা ছাড়াই শেষ হল সংসদের অধিবেশন

**নয়াদিল্লি:** সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুক্রবার সকালে সমাপ্ত হলেও দিল্লির ভয়াবহ বায়ুদূষণ নিয়ে বহু প্রতীক্ষিত আলোচনাটি শেষ পর্যন্ত আর হয়ে ওঠেনি। বিরোধী সাংসদদের অভিযোগ, আলোচনা হলে দিল্লির বিজেপি সরকারের ব্যর্থতা সামনে চলে আসতে পারে বুঝেই বিতর্ক এড়াল কেন্দ্র।

গত ১ ডিসেম্বর শুরু হওয়া এই অধিবেশনে পারমাণবিক শক্তি এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থানের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিল পাশ হলেও রাজধানীর বাতাস এবং পরিবেশের অবনতি নিয়ে বিতর্ক রাজনৈতিক হট্টগোলের ভিড়ে হারিয়ে গেছে। আর এই বিষয়ে স্পিকারের দফতরের সাফাই, ইউপিএ আমলের মনরেগা প্রকল্পের পরিবর্তে আনা নতুন 'জিরামজি' বিল নিয়ে সরকার ও বিরোধীদের চরম সংঘাতের কারণে দূষণ নিয়ে আলোচনার পরিবেশ নষ্ট হয়েছে।

### বিজেপি সরকারের ব্যর্থতা ঢাকার চেষ্টা

উত্তর ভারতের বায়ুদূষণ নিয়ে আলোচনার জন্য গত সপ্তাহে বিরোধীদের তরফে দাবি ওঠে। প্রাথমিকভাবে তা মেনে নিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারও। বলা হয়েছিল, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব এই বিষয়ে লোকসভায় জবাব দেবেন। কিন্তু সেই সময় কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান 'জিরামজি' বিল নিয়ে বলতে শুরু করলে বিরোধী সাংসদেরা তীব্র স্লোগান ও বিক্ষোভ শুরু করেন। মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যেই অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয় এবং মধ্যরাতের নাটকীয়তায় তড়িঘড়ি বিলটি রাজ্যসভাতেও পাশ করানো হয়। ফলে দূষণ নিয়ে আলোচনা কার্যত বাতিল হয়ে যায়। অথচ গত ১৩ থেকে ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে দিল্লির বায়ুমান সূচক 'বিপজ্জনক' পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল এবং ঘন কুয়াশায় একাধিক দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। কয়েকদিন আগে দিল্লির পরিবেশমন্ত্রী দূষণ মোকাবিলায় রাজ্যের বিজেপি সরকারের ব্যর্থতা মেনে নিয়েছিলেন। তারপরেও সংসদে পরিবেশ ও জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা এড়িয়ে গেল সরকারপক্ষ। অধিবেশন চলাকালীন

কন্যাকুমারীর সাংসদ বিজয় বসন্ত দিল্লির এই ধোঁয়াশাকে 'জাতীয় স্বাস্থ্যের জরুরি অবস্থা' হিসেবে ঘোষণার দাবি জানান। কিন্তু রাজনৈতিক অচলাবস্থার অজুহাত খাড়া করে দূষণ বিপর্যয় নিয়ে উচ্চবাচ্য করেনি কেন্দ্রীয় সরকার। ফলে ২০২৬ সালের বাজেট অধিবেশনের আগে এই গুরুত্বপূর্ণ জনস্বার্থের বিষয়টি নিয়ে সংসদের উভয় কক্ষে আর আলোচনার সম্ভাবনা নেই।

# আমেরিকার উত্তর ক্যারোলিনায় প্রাইভেট জেট ভেঙে নিহত সাত

**ওয়াশিংটন:** আমেরিকার আকাশপথে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। উত্তর ক্যারোলিনায় ভেঙে পড়ল একটি প্রাইভেট জেট। উড়ানের কিছুক্ষণ পর রানওয়েতে ফিরে এসে অবতরণের সময় বিস্ফোরণ ঘটে। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে বিমান। মৃতের সংখ্যা ৭। দুর্ঘটনায় স্ত্রী ক্রিস্টিনা ও দুই পুত্র-সহ প্রাণ হারিয়েছেন প্রাক্তন ন্যাসকার ড্রাইভার গ্রেগ বিফেল। কী কারণে প্রাইভেট জেট ভেঙে পড়ল তার তদন্ত শুরু হয়েছে। স্টেটসভিল বিমানবন্দর থেকে প্রাইভেট বিমানটি বৃহস্পতিবার রওনা দেয়। কিন্তু ওড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটি ফিরে আসে। স্থানীয় সময় সকাল ১০টা ২০ মিনিট নাগাদ বিমানটি রানওয়েতেই ভেঙে পড়ে। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে চারপাশ পুরো কেঁপে ওঠে এবং কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। বিমানবন্দরের কর্মী ও পুলিশ, দমকল দ্রুত পৌঁছে যায় ঘটনাস্থলে। শুরু হয় উদ্ধার কাজ। প্রাইভেট জেটটিতে মোট সাত জন যাত্রী ছিলেন, প্রত্যেকেরই মৃত্যু হয়েছে।

টেলিস্টেজ
20 December, 2025 • Saturday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

২৫ ডিসেম্বর শুরু হচ্ছে ‘বাংলা সংগীত মেলা’। রবীন্দ্র সদন-সহ শহরের কয়েকটি মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহে পরিবেশিত হবে অনুষ্ঠান। আয়োজনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

# বড়দিনের দুই বড় সিরিজ

'মিসেস দেশপাণ্ডে' এবং ‘ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি : রয়েল বেঙ্গল রহস্য’। দুই ওয়েব সিরিজ। প্রথমটি হিন্দি। ইতিমধ্যেই মুক্তি পেয়েছে। দ্বিতীয়টি বাংলা। মুক্তি পেতে চলেছে। এই দুই বড় সিরিজ নিয়ে সরগরম বড়দিনের বাজার। লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

## নেনে যখন দেশপাণ্ডে

■ তিনি ‘বেটা’র ধকধক গার্ল নন, ‘হাম আপকে হ্যায় কৌন’-এর নিশাও নন, ফলে নয়ের দশকের মতো ঝড় তুললেন না পুরুষহৃদয়ে, তিনি মাধুরী দীক্ষিত নেনে, ধরা দিলেন একজন জেল বন্দি দোষী সাব্যস্ত সিরিয়াল কিলারের ভূমিকায়। মিসেস নেনে নন, মিসেস দেশপাণ্ডে হিসেবে। ঠান্ডা মাথায় একের পর এক খুন করে চলেছেন। নাকানিচুবানি খাওয়াচ্ছেন শত্রুপক্ষকে। হাসি মুখের চেনা সারল্য উধাও। মুখমণ্ডল কঠিন। জ্বলজ্বল করছে দুটি চোখ। তাঁর মারকাটারি অ্যাকশনে ঘায়েল প্রতিদ্বন্দ্বী। এই মাধুরী অচেনা। অদেখা। রীতিমতো চমকে দিয়েছেন।

১৯ ডিসেম্বর, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম জিওহটস্টারে মুক্তি পেয়েছে জমজমাট ওয়েব সিরিজ ‘মিসেস দেশপাণ্ডে’। সেখানেই নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন মাধুরী।

কিছুদিন আগেই সলমন খানের ‘বিগ বস’-এর আসরে এসেছিলেন বলিউডের জনপ্রিয় এই নায়িকা। পর্দার প্রেম এবং নিশা জুটি অভিনয় করে দেখান সুরজ বরজাতিয়ার ‘হাম আপকে হ্যায় কৌন’ ছবির একটি রোম্যান্টিক দৃশ্য। সেটা শেষ হতেই সলমন মাধুরীকে ‘মিসেস নেনে’ বলে সম্বোধন করেন। মাধুরী বলেন, তিনি এখানে এসেছেন মিসেস দেশপাণ্ডে হিসেবে। তারপর ছাড়াতে শুরু করেন চরিত্রের খোসা। আরও কয়েকটি আসরে মাধুরী চরিত্রটি সম্পর্কে বলেন। জানান, কীভাবে তিনি অন্ধকার চরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছেন।

এ-ও জানান, তিনি অন্য কোনও চরিত্র থেকে অনুপ্রেরণা নেননি। কারণ মিসেস দেশপাণ্ডে চরিত্রটির নিজস্বতা রয়েছে। তিনি মনে করেন প্রতিটি চরিত্রই অনন্য। যেহেতু মিসেস দেশপাণ্ডের নিজস্ব গল্প আছে, তাই তাঁকে এই চরিত্রের জীবনের গভীরে যেতে হয়েছে এবং তাঁর মানসিকতা অনুসন্ধান করতে হয়েছে। সিরিজটি দেখার পর মনে হয়েছে, যথার্থই বলেছেন মাধুরী। তিনি যে শুধুমাত্র গড়পড়তা বলিউডি নায়িকা নন, একজন বড় মাপের অভিনেত্রী, এই বয়সে আরও একবার প্রমাণ দিলেন। প্রচণ্ড খিদে রয়েছে তাঁর ভিতরে। আজও। অভিনয়ের খিদে। ভাল কাজের খিদে। তাই তিনি নতুনভাবে চ্যালেঞ্জ নিতে পছন্দ করেন এবং যথারীতি সফল হন।

আছেন অনেকেই। মনে রাখার মতো অভিনয় করেছেন প্রিয়াংশু চট্টোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থ চান্দেরকর, কাভিন ডেভ, অর্জুন পাণ্ডে প্রমুখ। তবে মাধুরীই আগাগোড়া সিরিজটি টেনে নিয়ে গেছেন। তার জন্য যা যা করার, করেছেন। নিজেকে ভেঙেছেন। শতযোজন দূরে থেকেছেন গ্ল্যামার থেকে। দিয়েছেন নতুন আদল। হয়ে উঠেছেন সম্পূর্ণ অন্য একটি চরিত্র। সবমিলিয়ে নাগেশ কুকুনুর পরিচালিত, অ্যাপলুজ এন্টারটেইনমেন্ট এবং কুকুনুর মুভিজ প্রযোজিত রোমহর্ষক হিন্দি থ্রিলারটি দেখার মতো।

## জঙ্গলে ফেলুদা

■ থ্রি মাস্কেটিয়ার্স-এর দেখা মিলবে এবারের বড়দিনে। ২৪ ডিসেম্বর, হইহই করে হইচই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পেতে চলেছে সত্যজিৎ রায়ের কাহিনি অবলম্বনে নতুন ওয়েব সিরিজ ‘ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি : রয়েল বেঙ্গল রহস্য’। ফেলুদার চরিত্রে টোটা রায়চৌধুরী, জটায়ু অনির্বাণ চক্রবর্তী, তোপসে কল্পন মিত্র। সেইসঙ্গে দেখা যাবে দীপঙ্কর দে, চিরঞ্জিত চক্রবর্তীর মতো দাপুটে অভিনেতাদের। তবে বদল ঘটেছে পরিচালকের। কয়েকটি সিরিজে ফেলুদার গল্প পরিচালনা করেছেন সৃজিত মুখোপাধ্যায়। বুনেছেন নিজস্বতা। পেয়েছেন প্রশংসা। এবারের সিরিজটি পরিচালনা করছেন কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়। মূল তিন চরিত্রের অভিনেতা অপরিবর্তিত থাকলেও, পরিচালক বদল যে পরিবেশনায় অন্য গন্ধ ছড়াবে, সেটা নিয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এর আগে অন্যান্য কাজের পাশাপাশি ‘চাঁদের পাহাড়’, ‘অ্যামাজন অভিযান’-এর মতো বিগ অ্যাডভেঞ্চারস প্রোজেক্ট সাফল্যের সঙ্গে সামলেছেন কমলেশ্বর, ফলে তাঁর কাছে দর্শকদের বিপুল প্রত্যাশা। যদিও গোয়েন্দা গল্প নিয়ে এটাই তাঁর প্রথম কাজ। তুলনা হতে পারে জেনেও ঝাঁপিয়েছেন। একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, কাজ করতে করতে রোমাঞ্চিত হয়েছেন তিনি। ফিরে পেয়েছেন ছেলেবেলার দিনগুলোকে।

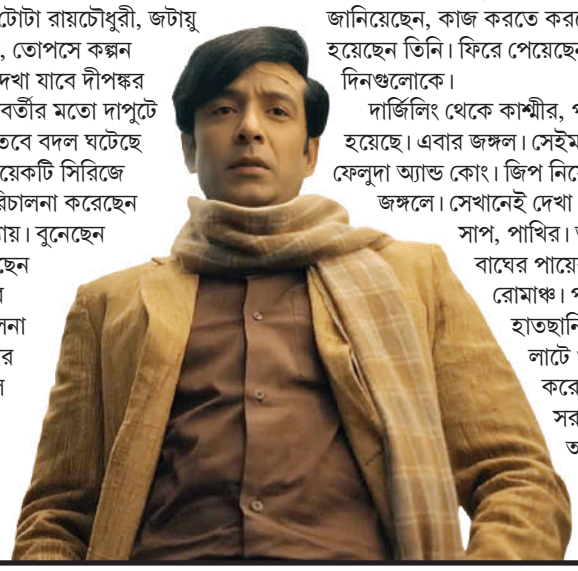

দার্জিলিং থেকে কাশ্মীর, পাহাড়-পর্বত অনেক হয়েছে। এবার জঙ্গল। সেইমতো বেরিয়ে পড়েছেন ফেলুদা অ্যান্ড কোং। জিপ নিয়ে ঢুকেছেন গভীর জঙ্গলে। সেখানেই দেখা পান হরিণ, হাতি, সাপ, পাখির। তারপর ধাঁধা। মাটিতে বাঘের পায়ের ছাপ। ছড়ায় রোমাঞ্চ। পাশাপাশি গুপ্তধনের হাতছানি। নিছক বেড়ানো লাটে ওঠে। মগজাস্ত্র প্রয়োগ করেন ফেলুদা। ধীরে ধীরে সরতে থাকে কুয়াশার আস্তরণ। ফোটে আলো। উন্মোচন ঘটে রয়্যাল বেঙ্গল রহস্যের। কীভাবে? জানার জন্য দেখতে হবে সিরিজটি। ছোট্ট টিজার দেখে মনে হয়েছে, ফেলুদা এবং টোটাকে কোনওভাবেই আর আলাদা করা যায় না। প্রতিটি সিরিজেই তিনি প্রয়োগ করেছেন নিজস্বতা। আশা করি এবারেও তার ব্যতিক্রম হবে না। অভিনয় করেন মেধা দিয়ে। এখানে কথা বলেছে তাঁর দুটি চোখ। জটায়ুর চরিত্রে সাবলীল অনির্বাণ। দারুণভাবেই মানিয়ে গেছেন। তোপসে কল্পন যথাযথ। আর চিরঞ্জিত? সিরিজে তাঁর ব্যাটে যে বড় রান উঠবে, বলার অপেক্ষা রাখে না।

জয়ন্তী, রাজাভাতখাওয়া, চালসা-সহ নানা জায়গায় হয়েছে শ্যুটিং। বছর শেষে শীতের মরশুমে টিম-ফেলুদার সঙ্গে জঙ্গল সাফারি আশা করি দারুণভাবেই জমে যাবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিএসএলে টানা দ্বিতীয় জয় পেল ব্যারেটোর হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্স। জিতল রয়্যাল সিটিও

মাঠে ময়দানে

20 December, 2025 • Saturday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
২০ ডিসেম্বর ২০২৫
শনিবার

# ভিড়ে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হত না, কেন বেরিয়ে গেল আগে

## মাঠ ঘুরে আর পেনাল্টি নিলেই মিটে যেত

**প্রতিবেদন :** কার্যত স্রোতের বিপরীতে গিয়ে নিজের কলাম-এ লিওনেল মেসিকে বিঁধলেন সুনীল গাভাসকর। তিনি বলেছেন দায়িত্ব পালন না করার জন্য মেসির দিকেও আঙুল তোলা উচিত।

স্পোর্টসস্টার-এ প্রাক্তন ওপেনার ঘটনার পর যেভাবে মেসি-এপিসোড একদিকে ঘুরে গিয়েছে, সেদিকে আঙুল তুলেছেন। ফ্যানেদের আকর্ষণ ও বাস্তবের মধ্যে কোথায় ফারাক তৈরি হয় সেদিকে দৃষ্টিপাত করেন সানি। তিনি লিখেছেন, কলকাতার সল্টলেক স্টেডিয়ামের ঘটনার কথাই ধরুন। যেখানে আর্জেন্টিনার তারকা মেসি যা কথা ছিল তার থেকে কম সময় মাঠে থেকে বেরিয়ে গেল। এতে সবাইকে দোষারোপ করা হল কিন্তু যে কথার খেলাপ করেছে তাকে কিছু বলা হল না।

**কলাম-এ মেসিকে তোপ গাভাসকরের**

মেসির সঙ্গে উদ্যাক্তাদের কি চুক্তি হয়েছে সেটা যে কেউ জানে না তার উল্লেখ করে সানি লিখেছেন, সবটা না জেনে স্থানীয়দের উপর পুরো দোষ চাপিয়ে দেওয়া ঠিক হয়নি। তাঁর কথায়, মেসির সঙ্গে উদ্যাক্তাদের কি চুক্তি হয়েছিল কেউ জানে না। কিন্তু যদি মেসির সঙ্গে এক ঘণ্টা মাঠে থাকার কথা হয়ে থাকে তাহলে অনেক আগে বেরিয়ে গিয়ে অনেক টাকা দিয়ে টিকিট কেনা ফ্যানেদের ও হতাশ করেছে। তাহলে তো মেসি আর সঙ্গে আসা লোকজনকেই আসল দোষী বলতে হবে।

মেসির যুবভারতী থেকে দ্রুত নিষ্ক্রমণের কারণ হিসাবে যে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার কথা বলা হচ্ছে, সেটা উড়িয়ে দিয়েছেন প্রাক্তন বিশ্বসেরা ওপেনার। তিনি বলেছেন, হ্যাঁ, হয়তো ওর পাশে রাজনীতিক ও ভিআইপিরা ভিড় করে ছিল। কিন্তু তাতে মেসি বা ওর সঙ্গীদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। ও কি শান্তভাবে স্টেডিয়াম প্রদক্ষিণ করা বা পেনাল্টি শট নিতে পারত না? পেনাল্টি নিতে গেলে পাশের লোকজন এমনিতেই সরে যেতে বাধ্য হত আর গ্যালারির দর্শক মেসিকে ভাল করে দেখতে পেত। বাকি সব জায়গায় সফলভাবে ইভেন্ট হওয়ার জন্য গাভাসকরের উপলব্ধি, সেখানে মেসি কথা রেখেছে। তাঁর বক্তব্য, কলকাতার মানুষজনকে দোষ দেওয়ার আগে এটা দেখা দরকার যে দুই পক্ষই কি সেদিন কথা রেখেছিল?

# ফাইনালে ভারত, সামনে পাকিস্তান

**দুবাই, ১৯ ডিসেম্বর:** অনূর্ধ্ব ১৯ এশিয়া কাপ ফাইনালে ফের ভারত ও পাকিস্তান মুখোমুখি। শুক্রবার সেমিফাইনালে ভারত ৮ উইকেটে হারিয়েছে শ্রীলঙ্কাকে। অপর সেমিফাইনালে পাকিস্তানও অনায়াস জয় পেয়েছে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। দুবাইয়ে ভারত-শ্রীলঙ্কা ম্যাচে ভেজা মাঠের কারণে ২০ ওভারের খেলা হয়। প্রথমে ব্যাট করে শ্রীলঙ্কার রান ছিল ৮ উইকেটে ১৩৮ রান। ভারতের কনিষ্ক চৌহান এবং হেনিল প্যাটেল দু'টি করে উইকেট নেন। জবাবে বিহান মালহোত্রা (৬১ অপরাজিত) ও অ্যারন জর্জের (৫৮ অপরাজিত) হাফ সেঞ্চুরির সুবাদে জয়ের রান সহজেই তুলে ফেলে ভারত। বৈভব সূর্যবংশী (৯) এদিন ব্যর্থ।

# ৬ গোল বাগানের

**প্রতিবেদন:** সের্জিও লোবেরার কোচিংয়ে প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে নেমে বড় জয় মোহনবাগানের। শুক্রবার বিকেলে যুবভারতীর প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডে ডায়মন্ড হারবার এফসি-কে ৬-২ গোলে হারাল সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। জোড়া গোল জেমি ম্যাকলারেন এবং জেসন কামিন্সের। বাকি দু'টি গোল মনবীর সিং এবং লিস্টন কোলাসোর।

# বাংলা দলে শামি

**প্রতিবেদন:** মহম্মদ শামিকে রেখেই বিজয় হাজারে ট্রফির জন্য বাংলা দল ঘোষণা করল সিএবি। অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ। ১৭ সদস্যের বাংলা দলে সুযোগ পেয়েছেন অনূর্ধ্ব ১৯ দলের অধিনায়ক চন্দ্রহাস দাস। অনূর্ধ্ব ২৩ দলের হয়ে ভাল খেলা উইকেটকিপার সুমিত নাগ এবং পেসার রবি কুমারও রয়েছেন। ২৪ ডিসেম্বর রাজকোটে বিদর্ভ ম্যাচ দিয়ে অভিযান শুরু করছে বাংলা। ২৬ ডিসেম্বর বাংলার প্রতিপক্ষ বরোদা। ২৯ ডিসেম্বর খেলবে চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে।

# বার্ষিক ১০ কোটির প্রস্তাব ক্লাব জোটের

**প্রতিবেদন:** প্রিমিয়ার লিগের ধাঁচে ক্লাবগুলো নিজেরাই আইএসএল আয়োজন করতে চেয়ে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক এবং এআইএফএফ-কে আগেই চিঠি দিয়েছিল। বৃহস্পতিবার যৌথ বৈঠকে ক্রীড়ামন্ত্রক লিখিত আকারে লিগ আয়োজনের রূপরেখা বা পরিকল্পনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জমা দিতে বলেছিল ক্লাবদের। শুক্রবার সকালেই সাত দফা প্রস্তাব সম্বলিত চিঠি কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রককে পাঠিয়ে দেয় আইএসএলের ক্লাব জোট। চিঠির প্রতিলিপি দেওয়া হয়েছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে এবারও ক্লাব জোটের চিঠিতে সই না করে ফেডারেশনের সঙ্গে চলতে চাইছে ইস্টবেঙ্গল। তাদের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ বাকি ক্লাবগুলো।

- ক্লাব জোটের সঙ্গে নেই ইস্টবেঙ্গল
- আজ এআইএফএফ-এর এজিএমে আলোচনা

লিগ আয়োজনে ফেডারেশনকে সঙ্গে নিতে চায় না ক্লাব জোট। তবে কিছু দায়িত্ব ফেডারেশনের হাতে থাকবে, যেমনভাবে এতদিন তারা চালিয়ে এসেছে। বিনিময়ে কল্যাণ চৌবেদের বার্ষিক মাত্র ১০ কোটি টাকা অনুদান হিসেবে দিতে চায় ক্লাব জোট। এই টাকা শুধু গ্রাসরুট ও যুব ফুটবলের উন্নতিতে খরচ করার জন্য। লিগ চালানোর বাকি সমস্ত খরচ ক্লাবেদের। তাদের হাতে দায়িত্ব আসার ৪৫ দিনের মধ্যে লিগ শুরু করার জন্য তৈরি বলে প্রস্তাবে জানিয়েছে ক্লাব জোট। শনিবার বার্ষিক সাধারণ সভায় ক্লাব জোটের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করবে ফেডারেশন। তার আগেই মাত্র ১০ কোটি টাকা দেওয়ার প্রস্তাবের প্রবল বিরোধিতায় সদস্যরা। প্রস্তাব গৃহীত না হলেও সুপ্রিম কোর্টই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।

সাত দফা প্রস্তাবে বলা হয়েছে, (১) আইএসএলের জন্য একটি কোম্পানি গঠন করা হবে। ক্লাবদের তৈরি সংস্থার হাতেই থাকবে সিংহভাগ শেয়ার। লিগের বাণিজ্যিক এবং স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার নিয়োগ করার ক্ষমতা থাকবে এই সংস্থার হাতেই। কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলীতে ফেডারেশনের একজন প্রতিনিধি থাকবেন। ২) লিগের পরিচালনা, রেফারি এবং ম্যাচ অফিসিয়াল নিয়োগ, ক্লাব লাইসেন্সিংয়ের মতো বিষয়গুলি দেখবে এআইএফএফ। বাকি সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবে ক্লাবদের তৈরি সংস্থা। লিগের আর্থিক ক্ষতির দায় ফেডারেশনকে নিতে হবে না। ৩) বর্তমান সংকটে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ফেডারেশনকে কোনও টাকা দিতে পারবে না কোম্পানি। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষ থেকে ফেডারেশনকে ১০ কোটি টাকা দেওয়া হবে। ফুটবলের গ্রাসরুট লেভেল এবং যুব পর্যায়ের উন্নতির জন্য এই অনুদান দেওয়া হবে। ৪) লিগের মিডিয়া, স্পনসরশিপ, লাইসেন্সিং, টিভি, ডিজিটাল সমস্ত স্বত্বই থাকবে কোম্পানির হাতে। ৫) অযথা মরশুম নষ্ট বা দুই মরশুমের মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধান রাখবে না ক্লাবেরা। দ্রুত লিগ শুরুর চেষ্টা হবে। ৬) বিনিয়োগের রাস্তা খুলতে গঠনতন্ত্রের প্রয়োজনীয় কিছু পরিবর্তন আনতে হবে। ৭) ক্রীড়ামন্ত্রক, ফেডারেশন এবং ক্লাবদের নিয়ে একটি যৌথ কমিটি গঠন করা হোক। ভারতীয় ফুটবলের উন্নতিতে কাজ করবে এই কমিটি।

# সাফ জয়ের লক্ষ্যে সৌম্যারা

**প্রতিবেদন:** প্রথমবার মেয়েদের সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিয়েই ট্রফির সামনে ইস্টবেঙ্গল। শনিবার কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে ফাজিলা, সৌম্যাদের সামনে নেপাল আর্মড পুলিশ ফোর্স। গ্রুপের শেষ ম্যাচে দু'দলের মধ্যে নিয়মরক্ষার ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। তবে ফাইনালে কঠিন লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত ইস্টবেঙ্গল। ফাইনালের আগের দিন অনুশীলনে রেস্টি নানজিরি, ফাজিলা, সৌম্যা, সুলঞ্জনাদের উদ্বুদ্ধ করেন কোচ অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজ। নেপালে আগে ইস্টবেঙ্গলের ছেলেদের দল ট্রফি জিতে ফিরেছিল। এবার মেয়েরাও সেখান থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়ে ফিরতে মরিয়া।

ট্রফি কার, জানা যাবে আজ।

টুর্নামেন্টে দারুণ ছন্দে রয়েছে মশালবাহিনী। রাউন্ড রবিন লিগে চারটি ম্যাচের মধ্যে তিনটিতেই বড় ব্যবধানে জিতেছেন সুলঞ্জনারা। গোলের মধ্যে রয়েছেন অনেকেই। ফাজিলা রয়েছেন দুরন্ত ফর্মে। টুর্নামেন্টে হ্যাটট্রিক-সহ এক ম্যাচে পাঁচ গোল রয়েছে এই বিদেশির। ফাইনালেও গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে ট্রফি দিতে চান ফাজিলা।

# কথা অনেক হল, এবার শুধু খেলা হোক

**মানস ভট্টাচার্য**

অনেক হয়েছে, আইএসএল নিয়ে এই নাটক এবার বন্ধ হোক। ফুটবলারদের পায়ে বল পড়ুক। খেলা এগিয়ে চলুক।

দেখুন, যা হচ্ছে তা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। ক্লাবকে বলা হচ্ছে দায়িত্ব নাও। এটা কয়েক পক্ষের দাবি। অনেকটা প্রিমিয়ার লিগের ধাঁচের। পাগল নাকি! আমার কাছে এটা অবাস্তব মনে হচ্ছে। ক্লাব জোট কী করে এত বড় লিগ চালাবে। এই যে বিশাল খরচ, সেটা আসবে কথা থেকে? ক্লাবদের হাতে এত টাকা থাকলে তাদেরই স্পনসরের মুখাপেক্ষী থাকতে হত না। সবমিলিয়ে কেমন যেন তালগোল পাকানো অবস্থা।

বৃহস্পতিবারের বৈঠকের দিকে অনেকের মতো আমিও তাকিয়ে ছিলাম। ভেবেছিলাম ক্রীড়ামন্ত্রক সমাধানের রাস্তা খুঁজে বের করে আইএসএল শুরুর পথ বাতলে দেবে। কিন্তু কোথায় কী। উল্টে বলা হল ক্লাবগুলিকেই তাদের দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জমা দিতে হবে। কীভাবে টাকা আসবে, কীভাবে লিগ হবে ইত্যাদি। তার মানে তো ব্যাপারটার কোনও সুরাহা হল না। দায়িত্ব থেকে দেওয়া হল ক্লাব জোটের দিকে। অতএব, আইএসএল সেই ঝুলেই থাকল।

আমার একটা জিনিস নিয়ে প্রশ্ন আছে। যে ক্লাব নিজেরাই প্লেয়ার পেমেন্ট-সহ রাহা খরচ নিয়ে বছরভর ব্যতিব্যস্ত থাকে, তারা কোথা থেকে এই বিপুল খরচের পথ বের করবে? স্পনসর ছাড়া কোনও ক্লাবই সারা মরশুমের খরচের বোঝা বইতে পারে না। সুতরাং বাস্তবে চোখ রাখলে এটা অসম্ভব। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে ক্রীড়ামন্ত্রক ফেডারেশনের উপর আস্থা হারিয়েছে। তারা ক্লাব জোটের উপরেই তাই আস্থা দেখাচ্ছে।

আমার মনে হয় ফেডারেশনকেই দায়িত্ব নিতে হবে। তারা ভারতীয় ফুটবলের নিয়ন্ত্রক। যেহেতু ক্রীড়ামন্ত্রক নিজেরা এরমধ্যে সরাসরি ঢুকতে চাইছে না, ওরা যুক্তি দেখাচ্ছে বিসিসিআই, এআইএফএফের মতো সংস্থাকে নিয়ন্ত্রণে নিতে পারছি না। তারপরও ওরা এরমধ্যে আসছে কেন সেটা আন্দাজ করতে পারছি। অনেকেই সেটা পারছেন। কিন্তু একের পর এক বৈঠকেও কাজের কাজ হচ্ছে না।

এখন দেখছি ১ ফেব্রুয়ারি আইএসএল শুরুর প্রস্তাব আসছে। সেটা কী করে সম্ভব? তাহলে অন্য সূচির কী হবে? এসব অবাস্তব কথাবার্তা ছেড়ে এখনই মাঠে বল পড়া দরকার। প্লেয়াররা বসে আছে, কিন্তু ওদের টাকা দিয়ে যেতে হচ্ছে। এর মানেটা কী? মানুষ দেখছেন ভারতীয় ফুটবল কাদের হাতে পড়েছে! এখনও সময় আছে। আর দেরি না করে খেলা শুরু হোক। টেবলের আলোচনা আর নয়, এবার মাঠে ফুটবল চাই।

রোনাল্ডো থাকলে ভয় পাই না। বিশ্বকাপের অনেক আগেই জানালেন ব্রুনো ফার্নান্ডেজ

# হার্দিকদের শাসনে সিরিজ

**ভারত ২৩১/৫ (২০ ওভার)**
**দক্ষিণ আফ্রিকা ২০১-৮ (২০ ওভার)**

সিরিজ জয়ের ট্রফি নিয়ে ভারতীয় দল। শুক্রবার।

**আমেদাবাদ, ১৯ ডিসেম্বর:** সাড়ে তিন মাস পর এই আমেদাবাদেই টি-২০ বিশ্বকাপ খেতাব ধরে রেখে ২০২৩-এর যন্ত্রণা ভোলার স্বপ্ন দেখছে ভারত। শনিবার কুড়ির বিশ্বকাপের দল ঘোষণা। তার আগের দিন সেই মোতারাতেই আরও এক টি-২০ সিরিজ জিতে বছর শেষ করল মেন ইন ব্লু। শেষ ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৩০ রানে হারিয়ে ৩-১ ব্যবধানে সিরিজ জয় ভারতের। জয়ের মধ্যেও কাঁটা অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের খারাপ ফর্ম। ছন্দে না থাকা শুভমন গিলকে তো বাইরে রেখেই ম্যাচ জিতল দল। কিন্তু এটাও ঠিক, সূর্যর নেতৃত্বে ভারত কোনও সিরিজই হারেনি। এদিন ব্যাটে হার্দিক পাণ্ডিয়া, তিলক ভার্মা এবং বল হাতে বরুণ চক্রবর্তীর বিক্রমেই ম্যাচ ও সিরিজ মুঠোয় নিল টিম ইন্ডিয়া। ম্যাচের সেরা হার্দিক। সিরিজ সেরা বরুণ।

গিলের পরিবর্তে ফেরেন সঞ্জু স্যামসন। পাওয়ার প্লে-তে অভিষেক (৩৪) ও সঞ্জুর (৩৭) ওপেনিং জুটিতে ওঠে ৬৩ রান। অনেকদিন পর খেলার সুযোগ পেয়ে ভাল শুরু করেও অর্ধশতরান করার আগেই ফিরলেন সঞ্জু। অধিনায়ক সূর্য (৫) এদিনও ব্যর্থ। তিনি আউট হওয়ার পর গম্ভীরের হতাশ মুখ দেখা গেল। এরপর নতুন মোতেরা শাসন করেন হার্দিক ও তিলক। দু'জনেই অর্ধশতরান করেন। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার বোলারদের উপর সবচেয়ে বেশি নির্দয় ছিলেন হার্দিক। মাত্র ১৬ বলে হাফ সেঞ্চুরি করেন তারকা অলরাউন্ডার। ভারতীয়দের মধ্যে যুবরাজ সিংয়ের পর দ্বিতীয় দ্রুততম হাফ সেঞ্চুরি হার্দিকের।

জর্জ লিন্ডের এক ওভারে আসে ২৭ রান। তিলক একটি ছক্কা হাঁকান। হার্দিক দু'টি ছয় এবং দু'টি বাউন্ডারি মারেন। এই মাঠে প্রচুর ম্যাচ খেলেছেন হার্দিক। তাঁকে থামাতে পারছিলেন না দক্ষিণ আফ্রিকার বোলাররা। হার্দিক-তিলকের চতুর্থ উইকেট জুটিতে ওঠে ১০৫ রান। হার্দিক-ঝড় থামে শেষ ওভারে। ওটনিল বার্টম্যানের বলে আউট হন ভারতীয় অলরাউন্ডার। মাত্র ২৫ বলে ৬৩ রান করেন হার্দিক। উল্টোদিক থেকে দাপুটে ব্যাটিং করে শেষ ওভারেই রান আউট হয়ে ফেরেন তিলক। তাঁর অবদান ৪২ বলে ৭৩। দক্ষিণ আফ্রিকার সামনে ভারত লক্ষ্য দেয় ২৩২ রানের। জবাবে দক্ষিণ আফ্রিকার দুই ওপেনার কুইন্টন ডি'কক ও রিজা হেনড্রিক্স আগ্রাসী মেজাজে শুরু করেন। পাওয়ার প্লে-তেই ৬৯ রান উঠে যায়। সপ্তম ওভারে রিজাকে ফিরিয়ে ব্রেক-থ্রু দেন সেই বরুণ। তিন ওভার পর ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠা ডি'ককে আউট করে ভারতীয় শিবিরে স্বস্তি আনেন বুম বুম বুমরা। তবে রান দিলেও ঠিক সময়ে উইকেট নিয়ে দলকে জেতাতে বড় ভূমিকা নিলেন বরুণ। রান দিলেও একাই ৪ উইকেট নিয়ে ভারতের জয়ের পথ প্রশস্ত করেন কেকেআরের রহস্য স্পিনার। দক্ষিণ আফ্রিকা থামল ২০১-৮ স্কোরে।

## টিকিটের টাকা ফেরত লখনউয়ে

**লখনউ, ২০ ডিসেম্বর :** চাপের মুখে টিকিটের দাম ফেরত দেওয়ার কথা জানাল উত্তরপ্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। চতুর্থ টি ২০ ম্যাচ বাতিল হয়েছে কোনও বল না হয়েই। এর পরই টাকা ফেরতের দাবি উঠেছিল ক্রীড়াপ্রেমীদের থেকে। ছ'বার মাঠ পরিদর্শন করে রাত ৯টা ২৫ মিনিটে খেলা বাতিল ঘোষণা করেছিলেন আম্পায়াররা। রাতের ম্যাচে পরিস্থিতির উন্নতির সম্ভাবনা থাকে না জেনেও আম্পায়াররা এতক্ষণ দর্শকদের বসিয়ে রেখেছিলেন কেন? সেদিন টস পর্যন্ত করা যায়নি। বোর্ড সচিব দেবজিত শইকিয়া বলেছিলেন, টিকিটের টাকা ফেরত দেওয়ার ব্যাপারটা উত্তরপ্রদেশ ক্রিকেট সংস্থার হাতে। শুক্রবার সেই তারাই ঘোষণা করে দিয়েছে যে, টিকিটের পুরো দাম ফেরত দেওয়া হবে। যারা অনলাইনে টিকিট কেটেছিলেন তাদের ডিজিটালি টাকা ফেরত দেওয়া হবে। যারা অফলাইনে টিকিট কেটেছিলেন তাদের টাকা ফেরত দেওয়া হবে একানা স্টেডিয়ামের ২ নম্বর গেটের বক্স অফিস থেকে। ২০ ও ২১ ডিসেম্বর সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত।

# চ্যালেঞ্জ জানাই নিজেকেই : বরুণ

**আমেদাবাদ, ২০ ডিসেম্বর :** আত্মবিশ্বাস, শৃঙ্খলা ও মানসিক শক্তি। টি ২০ বিশ্বকপের আগে এই তিন বিষয়ে জোর দিচ্ছেন বরুণ চক্রবর্তী। জিওহটস্টারের অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, বিশ্বকাপের জন্য নিজের উপর চাপ তৈরি করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সামনে কোনও চ্যালেঞ্জ না থাকলেও নিজেকে চ্যালেঞ্জ জানাতে হবে। সহজ কোনও ম্যাচেও মানসিক চাপ রাখতে হবে যাতে নিজেকে চ্যালেঞ্জ জানানো যায়।

৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ভারতে শুরু হচ্ছে টি ২০ বিশ্বকাপ। পাকিস্তান অবশ্য তাদের সব ম্যাচ খেলবে শ্রীলঙ্কায়। বরুণ দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে ব্যস্ত থাকলেও বিশ্বকাপ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা শুরু করেছেন। তিনি বলেন, আত্মবিশ্বাস খুব জরুরি। বিপক্ষের মানসিকতাকেও ধরতে হবে। আর সঠিক লেংথে বল রাখতে হবে। আমার বিশ্বকাপ প্রস্তুতিতে এসবই থাকছে। বিপক্ষের মানসিকতাকে ধরে ফেলা খুব জরুরি। ওটা পারলে ভালই করব। আমার প্ল্যান খুব সহজ। বেসিক ধরে রেখে বল করে যাও। অনেক সময় এটা কাজ করে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে যেমন প্রথম তিন ম্যাচে কাজ করেছে।

চেন্নাইয়ের এই রহস্যস্পিনার আরও জানিয়েছেন কীভাবে মাইন্ডসেট তাঁর নিজের পারফরম্যান্সকে ভাল করতে সাহায্য করে। তিনি বলেন, আত্মবিশ্বাস না থাকলে তার প্রভাব খেলার উপর পড়ে। এইসময় আত্মবিশ্বাস বজায় রেখে স্কিলের উপর ভরসা করতে হবে। নিজের খেলায় খুব বেশি পরিবর্তন না করে আত্মবিশ্বাসী থাকতে হবে। এটাই সাফল্যের মূলমন্ত্র। তিনি জানান সর্বোচ্চ পর্যায়ের ক্রিকেটে ধারাবাহিকতা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছি এটা বোঝা দরকার। আমার প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচের শুরুতে কিছুটা ভুগতে হয়েছিল। কিন্তু আমি তখনই যা বোঝার বুঝে গিয়েছিলাম। প্র্যাকটিসে গিয়ে এরপর নিজের ভুলগুলোকে শুধরে নিয়েছিলাম।

# বিশ্বকাপ দল আজ

**মুম্বই, ১৯ ডিসেম্বর :** টি-২০ বিশ্বকাপে ভারতীয় দলে কারা থাকবেন, তা শনিবারই স্পষ্ট হয়ে যাবে। ভারতীয় বোর্ডের তরফে শুক্রবার জানানো হয়েছে, মুম্বইয়ে দুপুর দেড়টায় টি-২০ বিশ্বকাপ এবং আসন্ন নিউজিল্যান্ড সিরিজের জন্য দল ঘোষণা করা হবে। বিশ্বকাপের দলটিকেই আগামী মাসে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজে খেলাতে চাইছে ভারতীয় থিঙ্ক ট্যাঙ্ক।

ভারত গত টি-২০ বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন দল। ঘরের মাঠে খেতাব রক্ষার লড়াইয়ে নামবে মেন ইন ব্লু। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে বিশ্বকাপ শুরু। চলবে ৮ মার্চ পর্যন্ত। ভারতীয় টি-২০ স্কোয়াড প্রায় সেট। গত বিশ্বকাপের পর থেকে ৩৩ ম্যাচের মধ্যে ২৮টিতেই জিতেছে দল। ভারতীয় দলে জায়গা পাওয়ার ব্যাপারে অধিকাংশ নাম স্পষ্ট হলেও প্রশ্ন থাকছে সহ-অধিনায়ক শুভমন গিলকে নিয়ে। ছোট ফরম্যাটে একেবারেই ছন্দে নেই গিল। তাঁর জায়গায় দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শেষ টি-২০-তে সুযোগ পেয়ে রান করেছেন সঞ্জু স্যামসন। টপ অর্ডারে বিকল্প হিসেবে ঈশান কিশানও মুস্তাক আলির ফাইনালে ম্যাচ জেতানো সেঞ্চুরি করে নির্বাচকদের বার্তা দিয়ে রেখেছেন। তাই দল নির্বাচনী বৈঠকে গিলকে নিয়ে ঝড় ওঠার সম্ভাবনা প্রবল।

অধিনায়ক সূর্যর খারাপ ফর্মও চিন্তার বিষয়। গত এক বছরে একটিও হাফ সেঞ্চুরি নেই তাঁর। তবু অধিনায়ক হিসেবে সূর্যর উপরই ভরসা রাখতে হচ্ছে নির্বাচকদের। নেতা হিসেবে বিশ্বকাপই হয়তো তাঁর শেষ টুর্নামেন্ট।

## কনওয়ের ২২৭

**মাউন্ট মনগানুই, ১৯ ডিসেম্বর :** আইপিএলের নিলামের আগে চেন্নাই সুপার কিংস তাঁকে ছেড়ে দিয়েছিল। নিলামেও ছিলেন অবিক্রিত। উপেক্ষার জবাব ব্যাট হাতেই দিলেন নিউজিল্যান্ডের ডেভন কনওয়ে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে মাউন্ট মানগানুইয়ে তৃতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে ২২৭ রান করেন তিনি। ৩৬৭ বলের ইনিংসে মারেন ৩১টি বাউন্ডারি। শুক্রবার, দ্বিতীয় দিন ডাবল সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন। শেষ পর্যন্ত জাস্টিন গ্রিভসের বলে এলবিডব্লিউ হন কনওয়ে। প্রথম দিনেই টম লাথামের সঙ্গে ওপেনিং জুটিতে ৩২৩ রান তুলে নজির গড়েছিলেন তিনি। দ্বিতীয় দিন ওয়েস্ট ইন্ডিজ খেলায় ফিরলেও প্রথম ইনিংসে রানের পাহাড়ে কিউয়িরা। জবাব দিচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজও। দ্বিতীয় দিনের শেষে বিনা উইকেটে ১১০ রান তুলেছে তারা।

# হাজারেতে নেই রোহিত, সূর্য

**মুম্বই, ২০ ডিসেম্বর :** রোহিত শর্মা, সূর্যকুমার যাদব, যশস্বী জয়সওয়াল ও শিবম দুবেকে বাইরে রেখেই বিজয় হাজারে ট্রফির দল গড়ল মুম্বই। ২৪ ডিসেম্বর থেকে এই টুর্নামেন্ট শুরু হবে।

বোর্ড নির্দেশ দিয়েছিল চুক্তিবদ্ধ সমস্ত ক্রিকেটারকে এখন এক দিনের এই ঘরোয়া টুর্নামেন্টে খেলতে হবে। কিন্তু রোহিত জানিয়েছেন তাঁকে আপাতত পাওয়া যাবে না। অসুস্থ হওয়ায় যশস্বী এমনিতেই কয়েকটি ম্যাচে খেলবেন না। বাকি থাকলেন দুবে। তিনি শনিবার আমেদাবাদে পঞ্চম টি ২০ ম্যাচ খেললেন। এঁরা ছাড়াও দলে রাখা হয়নি অজিঙ্ক রাহানেকে। তাঁর হ্যামস্ট্রিং সমস্যা রয়েছে। রাহানে নিজেই বিশ্রাম চেয়েছিলেন।

মুম্বইয়ের নির্বাচক প্রধান সঞ্জয় পাতিল জানিয়েছেন, রোহিত- সূর্যরা দলে নেই মানে এই নয় যে তাঁরা এই টুর্নামেন্টে খেলবেন না। তিনি জানান, ভারতীয় দলের প্লেয়াররা খেলার অবস্থায় এলেই তাঁদের দলে নেওয়া হবে। এদিকে, দিল্লির চূড়ান্ত দলে রয়েছেন বিরাট ও পন্থ।

# হেড ১৪২, অ্যাসেজ প্রায় মুঠোয়

**অ্যাডিলেড, ১৯ ডিসেম্বর:** ট্রাভিস হেডের সেঞ্চুরিতে অ্যাডিলেড ইংল্যান্ডের কাছে দুঃস্বপ্নে পরিণত। হেড ও অ্যালেক্স ক্যারি দু'জনেরই ঘরের মাঠ এটা। দুই স্থানীয় ক্রিকেটারের দাপটেই অ্যাসেজের তৃতীয় টেস্টে চালকের আসনে অস্ট্রেলিয়া। হেড গড়লেন একাধিক রেকর্ড। তৃতীয় দিনের শেষে অপরাজিত রয়েছেন ১৪২ রানে। অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ ও বিশ্বের পঞ্চম ব্যাটার হিসেবে একই ভেনুতে টানা চারটি শতরানের নজির গড়লেন হেড। ক্যারি অ্যাসেজের ইতিহাসে চতুর্থ উইকেটকিপার হিসেবে দু'ইনিংসেই ৫০-এর উপর রান করলেন। দিন শেষে অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসে করেছে ৪ উইকেটে ২৭১ রান। এগিয়ে ৩৫৬ রানে। বড় অঘটন না ঘটলে অস্ট্রেলিয়ার অ্যাসেজ জয় সময়ের অপেক্ষা। টেস্টের বাকি দু'দিন। বৃষ্টি বা অলৌকিক কিছুই এখন আটকাতে পারে স্টোকসদের হারের হ্যাটট্রিক।

তৃতীয় দিন প্রথম সেশনে ইংল্যান্ডের দুই উইকেটের পতন ঘটে ৭৩ রান যোগ করে। স্টোকস আগ্রাসী খেলে ৮৩ রানে আউট হন। টেস্টে প্রথম হাফ সেঞ্চুরি করেন জোফ্রা আর্চার। ৫১ রান করে ফেরেন তিনি। জোফ্রা আউট হতেই ইংল্যান্ডের ইনিংস শেষ হয় ২৭৪ রানে। ৮৫ রানের লিড নিয়ে ব্যাট করতে নেমে শুরুর ধাক্কা সামলে নেয় অস্ট্রেলিয়া। সৌজন্যে হেড ও ক্যারির জুটি। দু'জনের অবিচ্ছিন্ন জুটিতে উঠেছে ১২২ রান।

# ইংলিশকে একহাত নিল পাঞ্জাব কিংস

**নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর :** জস ইংলিশকে অপেশাদার বলে তোপ দাগলেন পাঞ্জাব কিংসের কর্ণধার নেস ওয়াদিয়া। বিসিসিআই-এর কাছে তিনি অভিযোগ জানাবেন, ভুল তথ্য দিয়ে দাম বাড়িয়েছেন তিনি। পাঞ্জাব কিংসের হয়েই গত বছর খেলেছিলেন ইংলিশ। তাঁকে এই মরশুমেও রেখে দেওয়া হত। কিন্তু বিয়ের বাহানা দিয়েছিলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। পরে ৮.৬০ কোটি টাকায় ইংলিশকে দলে নেয় লখনউ। গত বারের থেকে প্রায় ৬ কোটি টাকা বেশি পাবেন ইংলিশ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল



20 December, 2025 • Saturday • Page 17 || Website - www.jagobangla.in



# দেশমাতৃকা সারদা

সারদা মা ছিলেন বিশ্বজননী। তাই দেশমুক্তির আগুনে ঝাঁপ দেওয়া বিপ্লবীদেরও কাছে টেনে নিতে এতটুকু কুণ্ঠিত হননি। হানাহানি, কাটাকাটি, রক্তারক্তি তাঁর পছন্দ ছিল না কিন্তু বিপ্লবী ও দেশপ্রেমিকদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক সমর্থন জুগিয়ে গেছেন নিরন্তর। ২২ ডিসেম্বর তাঁর জন্মদিন। লিখলেন **তনুশ্রী কাঞ্জিলাল মাশ্চারক**

সারদা মা ও ভগিনী নিবেদিতা

চিন্তাধারা, উদার মানবিক মূল্যবোধ দিয়ে সমাজ পরিত্যক্ত সন্তানকে যেমন আপন করে নিয়েছিলেন তেমন দেশ মুক্তির আগুনে ঝাঁপ দেওয়া বিপ্লবীদের কাছে টেনে দিতেও তিনি এতটুকু কুণ্ঠিত হননি।

## তিনি ছিলেন বিপ্লবীদেরও মা

মা সারদা সরাসরি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত না থাকলেও তিনি বিপ্লবী ও দেশপ্রেমিকদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক সমর্থন জুগিয়েছেন। তাদের মা ও আশ্রয়স্থল হিসাবে কাজ করেছেন। তাই তো তিনি দেশমাতৃকা সারদা। বিশেষত ১৯০৯ সালে, আলিপুর বোমা মামলার রায় প্রকাশের পরে বাগবাজারে মায়ের বাড়িতে বিপ্লবীদের ঢল নামে। বিপ্লবীদের অনেকেই তাঁর কাছে এসে আশীর্বাদ ও আশ্রয় প্রার্থনা করেন। মা তাঁদের আশীর্বাদ ও শক্তি দিতেন। তিনি তাঁদের নিঃস্বার্থভাবে সেবা করতেন, খাবার দিতেন এবং তাদের দেশপ্রেমের প্রেরণাকে সমর্থন করতেন। মায়ের মতো স্নেহ করতেন এবং তাদের মানসিক শান্তি দিতেন যা তাদের দেশমুক্তির লড়াইয়ে সহায়ক ছিল। তাদের শিক্ষাও স্বাবলম্বী হওয়ার পক্ষে ছিলেন যা পরোক্ষভাবে দেশের সেবাকেই উৎসাহিত করত। গৃহীদের মতোই শ্রীশ্রী সারদামণি ছিলেন বিপ্লবীদেরও মা। সিস্টার নিবেদিতা লিখেছেন, 'সকল মহান জাতীয়তাবাদী তাঁর (শ্রীশ্রী মা) চরণ স্পর্শ করে যেতেন। যদিও তিনি জানতেন এটা খুবই ঝুঁকির কাজ হয়ে যাচ্ছে।'

শ্রীশ্রী মা অত্যন্ত সহজভাবে জীবনের কঠিন সমস্যা সমাধানের পথ দেখিয়ে গিয়েছেন। আপাতদৃষ্টিতে তথাকথিত কোনও প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিতা এক সাধারণ নারী যেভাবে গভীর দর্শনের কথা বলে গিয়েছেন তা সত্যিই বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

সমগ্র জীবন ধরে সন্তানদের দুঃখ-কষ্ট দূর করার সাধনায় ব্রতী ছিলেন তিনি। সহজ-সরল অনাড়ম্বর জীবনে সবাইকে সন্তানরূপে দেখার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল মায়ের। সমাজ যাকে দূরে ঠেলে দিত তাকেও আপন করে কাছে টেনে নিতে পারতেন তিনি স্বভাবসুলভ অনায়াস দক্ষতায়। সেই মানসিক জোর নিয়েই তিনি বলেছেন— 'আমি সতের ও মা, অসতেরও মা। আমি সত্যিকারের মা। গুরুপত্নী নয়,পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়, সত্যজননী।' সৎ, অসৎ, অনাথ, আতুর, সবল, দুর্বল— তিনি সকলের মা। এককথায় জগজ্জননী।

তাঁর অপরিসীম মাতৃস্নেহ, অতুলনীয় সহনশীলতা ঐকান্তিক সেবা, যুক্তিনিষ্ঠ বিবেচনাশক্তি, স্বচ্ছ

## মহাবিপ্লবের প্রতীক শ্রীমা

আলিপুর বোমা মামলার রায়-প্রকাশের পরেই নিবেদিতা সারদামণিকে বলেছিলেন— 'মা ঠাকুর বলেছিলেন কালে আপনি বহু সন্তান লাভ করবেন। মনে হয় তার সময় অতি-নিকট। সমগ্র ভারতবর্ষেই আপনার সন্তান।'

১৯০৯ সালের ২২ জুলাই মিস ম্যাকলাউডকে নিবেদিতা লিখছেন, 'সব দলগুলিই ঐক্যবদ্ধ হইয়া বলিতেছে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের নিকট হইতে নতুন প্রেরণা আসিতেছে কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া দলে দলে সকলে শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া যাইতেছে।'

আর সারদামণির সেই সন্তানদের নিয়ে গর্ব করে বলছেন—'কী সাহস! এমন সাহস কেবল ঠাকুর আর নরেনই আনতে পারে। দোষ যদি কারও হয় সে তো তাদেরই।'

ভাবলে অবাক হতে হয় একজন নিরক্ষর, প্রত্যন্ত গ্রামের আটপৌরে সহজ সরল নারীর কী আধুনিক মনোভাব! নারীশিক্ষা তো বটেই, দেশ স্বাধীনতায় বিপ্লবীদের প্রতি তাঁর ছিল অগাধ প্রশ্রয় এবং স্নেহ।

বিপ্লবীদের প্রশ্রয় দেওয়ার পরিণাম যে কী হতে পারে সে-সম্পর্কে উনি জানতেন বা বুঝতেন হয়তো, কিন্তু সেসবের কোনও পরোয়া তিনি কখনও করেননি। বারবারই বলতেন— আমার ছেলেরা আমার কাছে আসলে আমি কাউকে ফেরাতে পারব না।

## কেন বিপ্লবীরা ছুটে আসতেন সারদামণির কাছে?

বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন, 'ওই শান্ত সমাহিত নীরব জীবনের মধ্যেই রয়েছে অতি বিপ্লবের বীজ। রামকৃষ্ণ সারদা বিবেকানন্দ এই ত্রয়ী এক মহাবিপ্লবের প্রতীক।'

বিপ্লবীদের মায়ের প্রতি ভালবাসা এমন জায়গায় পৌঁছেছিল যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করেছিলেন পলাতক বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সে সাক্ষাৎ সম্পর্কে মা বলেছিলেন, 'দেখলাম আগুন।' বিপ্লবী বাঘাযতীনকেও মা প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করেছিলেন। তবে বাইরের পুরুষদের সঙ্গে মা সরাসরি দেখা করতেন না। কথা বলতেন অন্যের মাধ্যমে। তবে বাঘাযতীনের ক্ষেত্রে মা তা মানেননি। বাঘাযতীন যেন তাঁর কোলের ছেলে।

স্বামীজির বাল্যবন্ধু জাতীয়তাবাদী সন্ন্যাসী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় স্বরাজ পত্রিকায় লিখেছেন শ্রীমা সম্পর্কে, 'যদি তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইয়া থাকে তো একদিন সেই রামকৃষ্ণ পূজিত লক্ষ্মীর চরণ প্রান্তে গিয়া বসিও। আর তাঁহার প্রসাদ কৌমুদীতে বিধৌত হইয়া রামকৃষ্ণ শশী সুধা পান করিও। তোমার সকল পিপাসা মিটিয়া যাইবে।' তবে এই মাতৃবন্দনা শুরু করেছিলেন কিন্তু স্বয়ং স্বামীজি।

আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পর মায়ের ভ্রাতৃবধূর বিবরণ উদ্ধৃত করে স্বামী সরদেশানন্দ লিখেছেন— 'রাজার মতো চেহারা।

(এরপর ১৮ পাতায়)

অর্ধেক আকাশ
20 December, 2025 • Saturday • Page 18 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

# দেশমাতৃকা সারদা

(১৭ পাতার পর)

ঠাকুরজির পায়ে লম্বা হয়ে পড়ল। জোড়হাতে বলল, মা সাহেবের ছেলেকে ঘাড়া করেছি। তোমার কৃপায়।' স্বামী সরদেশানন্দের ব্যাখ্যা 'এ শুধু সংঘজননীর প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের প্রণতি নয়। সারদা দেবীর কাছে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ সমগ্র ভারতের আত্মসমর্পণ।'

বিপ্লবীদের জন্য রামকৃষ্ণ মিশন কীভাবে তাদের দরজা খুলে রেখেছিল তা নিয়ে অনুশীলন সমিতির সদস্য প্রিয়নাথ দাশগুপ্ত (স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ) লিখছেন, 'স্বামী সারদানন্দর যে স্নেহ ভালবাসা ছিল অতুলনীয়। তাঁহার কৃপা না হইলে ওই সময় আমাদের মতো বিপ্লববাদী দলের শহীদ সংশ্লিষ্ট যুবকদের শ্রীশ্রী ঠাকুরের আশ্রয়ে আসা সম্ভব হইত না।' এর পেছনে যে সারদা দেবী ছিলেন তা পরিষ্কার ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্যের লেখায়। 'আসলে মা-ই বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। এই জন্যই শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) ওঁদের আশ্রয় দেন। মূলে কিন্তু 'মা'। এর জন্য রাজরোষে পড়তে হয়েছিল রামকৃষ্ণ মিশনকে।

১৯১৬ সালের ১১ ডিসেম্বর বাংলার তৎকালীন গভর্নর কারমাইকেল তাঁর ভাষণে রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে বলেন— 'দেশে সন্ত্রাসবাদী তরুণ ও যুবকেরা রামকৃষ্ণ মিশনের মদতপুষ্ট। মিশনের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের আনুকূল্যে এবং ত্রাণকার্য করার ছলে প্রকৃতপক্ষে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। তরুণদের প্রভাবিত করে যাচ্ছে। দেশবাসী যেন এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাদের ছেলেমেয়েদের যোগাযোগ যা কিনা রাষ্ট্রদ্রোহিতার নামান্তর সে-ব্যাপারে সাবধান হন।'

গভর্নরের এইরকম মন্তব্যের জেরে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। মঠ ও মিশন থেকে অনেকের বহিষ্কারের দাবিও উঠেছিল।

তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ সারদা দেবীর কাছে ছুটলেন। সব শুনে শ্রীশ্রী মা বলেছিলেন, 'ওমা! এসব কী কথা! ঠাকুরের সত্য স্বরূপ যেসব ছেলে তাঁকে আশ্রয় করে তাঁর ভাব নিয়ে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছে দেশের ও আর্তের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে, সংসারের সুখে জলাঞ্জলি দিয়েছে, তারা মিথ্যা ভাষণ কেন করবে বাবা? স্বামী সারদানন্দকে মা পরিষ্কার জানিয়ে দেন, ঠাকুরের ইচ্ছেয় মঠ ও মিশন হয়েছে। রাজরোষে নিয়ম অলঙ্ঘন করা অধর্ম। ঠাকুরের নামে যারা সন্ন্যাসী হয়েছে, তারা মঠে থাকবে। নয়তো কেউ থাকবে না। তার ছেলেরা গাছতলায় আশ্রয় নেবে, তবু সত্য ভঙ্গ করবে না। তুমি লাটসাহেবের সঙ্গে দেখা করো, তিনি রাজপ্রতিনিধি। তোমাদের সব কথা তাকে বুঝিয়ে বললে তিনি নিশ্চয়ই শুনবেন।' মায়ের পরামর্শে কাজ হয়েছিল।

সারদাদেবীর কাছ থেকে সন্তানস্নেহ কে পাননি? অরবিন্দ ঘোষ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিপ্লবী বাঘাযতীন, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এবং স্বয়ং নিবেদিতা ভারত সেবার মন্ত্র পেয়েছিলেন সারদা দেবীর কাছ থেকে। ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে। বিপ্লবী প্রিয়নাথ দাশগুপ্তকে শ্রীমা বলেছিলেন— 'ভয় কোরো না, ঠাকুর সব ঠিক করে দেবেন।'

## বিপ্লবীদের দিয়েছিলেন দীক্ষা

মানিকতলা বোমা মামলায় জড়িত দুই বিপ্লবী রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে যোগ দিয়েছিলেন। কেবল সারদা মায়ের ইচ্ছায় তাঁরাই হয়ে ওঠেন স্বামী প্রজ্ঞানন্দ ও স্বামী চিন্ময়ানন্দ। পূর্বাশ্রমে তাঁরা ছিলেন দেবব্রত বসু ও শচীন্দ্রনাথ সেন।

অনুশীলন সমিতির আরও যেসব সদস্য শ্রীমায়ের কাছে মন্ত্রদীক্ষা নিয়ে মঠে যোগদান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রয়েছে নগেন্দ্রনাথ সরকার (স্বামী সহদানন্দ), প্রিয়নাথ দাশগুপ্ত (স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ), সতীশ দাশগুপ্ত (স্বামী সত্যানন্দ), ধীরেন দাশগুপ্ত (স্বামী সম্বরুদ্ধ আনন্দ) অতুল গুহ (স্বামী অভয়ানন্দ বা ভরত মহারাজ) প্রমুখ।

## স্বদেশি ও বঙ্গবন্ধু বিপ্লবীদের মঠে যোগদান

স্বদেশি ও বঙ্গবন্ধু বিরোধী আন্দোলনের সময় বহু তরুণ বিপ্লবী মঠে যোগদান করেন। কয়েকজন বিপ্লবী মায়ের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিভূতিভূষণ ঘোষ, বিজয়কৃষ্ণ বসু, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, রজনীকান্ত প্রামাণিক প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। বিপ্লবী যোগেন্দ্রনাথ গুহ ঠাকুরতার মেয়ে প্রফুল্লমুখী দেবীও মায়ের কাছে মন্ত্র দীক্ষা নিয়েছিলেন।

ঢাকার স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীমায়ের ভক্ত রাজেন্দ্রভূষণ গুপ্তের কন্যা গিরিজা গুপ্ত শ্রীমায়ের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বিপ্লবী বিধবা নারী ননীবালা কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে তখন অনশন করছেন। জনমত তাঁর দিকে। পুলিশের সুপারিনটেনডেন্ট গোল্ডি, ননীবালাকে ডেকে বললেন— 'আপনি আহার গ্রহণ করুন তার জন্য আপনার যে কোনও ইচ্ছা পূরণ করব।' ননীবালা দেবী তখন বলেছিলেন— 'আমায় বাগবাজারের রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের স্ত্রীর কাছে রেখে এলে তাহলেই খাব।'

একজন মানুষের মনের উপর সারদা মায়ের কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল যে জেলে বসে তিনি মায়ের সঙ্গে দেখা তবে খাবার খাওয়ার ইচ্ছে পোষণ করেছিলেন।

## জগজ্জননী

বিশ্বজননী তিনি। তাই জন্মেই শুধু নির্দিষ্ট জনের মধ্যেই তাঁর মাতৃত্ব সীমাবদ্ধ ছিল না। তাই দেশমুক্তির আগুনে ঝাঁপ দেওয়া বিপ্লবীদের মা ছিলেন তিনি। দেশ স্বাধীন করার নামে হানাহানি রক্তারক্তি তাঁর পছন্দ ছিল না। তবে ইংরেজ নিধনের বিরোধী ছিলেন সারদা মা। বলেছিলেন, 'আমি মা হয়ে কাউকে উচ্ছন্নে যেতে কী করে বলব? গোরা বলে কি আমার সন্তান নয়! আমি বলি সকলের কল্যাণ হোক।'

এই কল্যাণময়ী মা মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন দেশ স্বাধীন হোক। কিন্তু ইংরেজদের কোনও ক্ষয়ক্ষতি হোক সেটাও তিনি চাননি। তবে কোনও অন্যায় কার্যকলাপও তিনি মেনে নেননি। তীব্র প্রতিবাদও করতেন।

১৯১৭ সালে স্বদেশি মামলা অভিযোগে যূথবিহার গ্রামের দেবেনবাবুর আসন্নসম্ভবা স্ত্রী ও বোনকে হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়ে বাঁকুড়া থানায় বন্দি করেছিল পুলিশ। মা বলেছেন এমন কোনও ব্যাটাছেলে কি সেখানে ছিল না যে দু-চড় মেরে মেয়ে দুটিকে ছাড়িয়ে আনতে পারত?

এ ছাড়া জয়রামবাটির অনেকেই দূরে কোয়ালপাড়া মঠে ছেলেদের ও অন্যদের চরকায় সুতোকাটা তাঁতবোনার পরামর্শ দিতেন মা। বলেছিলেন— 'তাঁত কর, চরকা কর, আগে তো তাঁতের কাপড়ই সবাই পরত, চরকা পেলে আমিও সুতো কাটি।'

মায়ের সমর্থনে মুর্শিদাবাদের সারগাছি আশ্রম তরুণ দেশসেবক ও রাজনৈতিক কর্মীদের তীর্থস্থান হয়ে উঠেছিল কোয়ালপাড়া মোটেও পুলিশের কড়া নজরদারি ছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে দেশে চরম খাদ্য ও বস্ত্রের অভাব দেখা যায়। মেয়েরা বস্ত্রের অভাবে বাইরে বের হতে পারছে না এক টুকরো কাপড়ের জন্য হাহাকার চারিদিকে। কেউ কেউ আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছে। সারদা মা বললেন, কাপড় না পেলে কী করবে গো! তখন ঘরে ঘরে চরকা ছিল, খেতে কাপাস চাষ হত, সকলেই সুতো কাটত নিজেদের কাপড় নিজেরাই করিয়ে নিত কাপড়ের অভাব ছিল না। কোম্পানি এসে সব নষ্ট করে দিল।

কোম্পানি সুখ দেখিয়ে দিলে টাকায় চারখানা কাপড় একখানা ফাও। সব বাবু হয়ে গেল চরকা উঠে গেল এখন বাবু সব কাবু হয়েছে আমাকেও একখানা চরকা নে দাও আমিও সুতো কাটব।' কত গভীর স্বদেশ প্রেম ও দর্শন লুকিয়ে এই কথায়।

স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবীরা, দেশপ্রেমিকরা মায়ের কাছে ছুটে আসতেন একটু আশীর্বাদের লোভে।

মায়ের সন্তানের আক্ষেপে একদিন ঠাকুর বলেছিলেন, সারা পৃথিবীতে ছেলেরা তোমাকে এত মা-মা করে ডাকবে যে তুমি কূল পাবে না। ঠাকুরের সেই বাণী যেন সার্থক করে শ্রীশ্রীমা হয়ে উঠেছিলেন সর্বজনীন জননী।

বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ

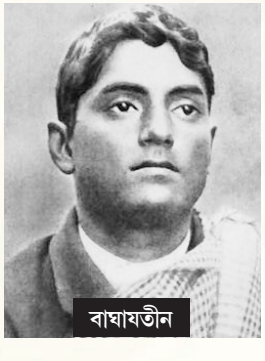
বাঘাযতীন

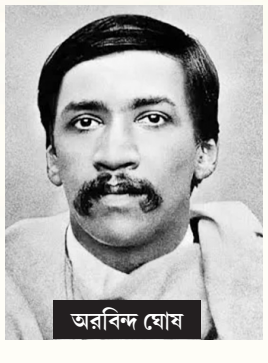
অরবিন্দ ঘোষ

শরৎ মহারাজ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

20 December, 2025 • Saturday • Page 19 || Website - www.jagobangla.in

১৯
২০ ডিসেম্বর ২০২৫
শনিবার

# ক্রিসমাস পার্টি হোক বাড়িতেই

সামনেই বড়দিন। রেস্তোরাঁ বা ক্লাবে নয়, এবারের বড়দিনে বাড়িতেই হোক ক্রিসমাস পার্টি। হোম ডেকোরেশন থেকে টেবিল সাজানো, ক্রিসমাসের ট্রাডিশনাল মেনু থেকে ড্রেস কোড, কেমন হবে সবকিছু, থিম কালার কী রাখবেন, সবকিছুর গাইডলাইন দিলেন **কাকলি পাল বিশ্বাস**

বাইরে প্রচণ্ড ঠান্ডা, বাজারে কমলালেবুর ঢল আর রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিক্রি হচ্ছে ক্রিসমাস ট্রি। এসে গেছে বাঙালির বড়দিন, যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন। এই সময় যেমন অলিগলি, সমস্ত জায়গাতেই ক্রিসমাস ইভ পালনের হরেক পশরা নিয়ে দোকানিরা। শহরের ছোট বড় রেস্তোরাঁ, ক্লাব, পাব, বার সর্বত্র শীতের আমেজ গায়ে মেখে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব একসঙ্গে জমিয়ে পার্টি করবেন। ক্রিসমাস ইভ পার্টি বেশিরভাগ মানুষ নিজের বাড়িতেই অ্যারেঞ্জ করেন। বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজনরা একত্রিত হয়ে দুপুরে বা রাতের হিমেল বাতাস উপভোগ করতে করতে খাওয়াদাওয়া আর আড্ডা দেওয়ার মজাটাই আলাদা হয়। কীভাবে সাজাবে ঘর থেকে ডিনার টেবিল, মেনুতেই বা কী রাখবেন তার আগাম প্রস্তুতি নিয়ে নিন।

## ক্রিসমাস ডেকোরেশনের টুকটাক

ক্রিসমাসের পার্টির জন্য আনুষঙ্গিকও হতে হবে মানানসই। আর সেই সব দিয়ে ঘর সাজানোর আগে ঘরটিকে সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে নিন। কারণ অতিথিরা আসবে। যেহেতু রাতভর পার্টি চলবে সেহেতু বাথরুম সবার আগে পরিষ্কার করে রাখুন। এ-ছাড়াও ঘরের মধ্যে সুগন্ধী ছড়িয়ে রাখবেন। নানা ফ্লেভারের রুম ফ্রেশনার ব্যবহার করতে পারেন। ক্রিসমাসের জন্য কোন কোন উপকরণ নেবেন—

**ক্রিসমাস ট্রি :**
ক্রিসমাস ট্রি। এ ছাড়া ক্রিসমাসের পার্টি সেলিব্রেশনের কথা ভাবাই যায় না। ক্রিসমাস ট্রি আসল অথবা কৃত্রিম যাই হোক না কেন, আপনার ড্রয়িংরুমের ধরন, ইন্টিরিয়র বুঝে মানানসই রং আর ক্রিসমাস ট্রি কিনুন। একটা বড় ট্রি কিনতে পারেন অথবা ছোট ছোট ক্রিসমাস ট্রি দিয়ে ঘর সাজাতে পারেন শোভা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেবে। এরপর রিং, বেলস, স্টিক, ছোট ছোট সান্টা, স্টার, চকোলেট বক্স, গিফট বক্স ঝুলিয়ে ডেকরেট করুন। ক্রিসমাস ট্রি-তে স্টার সুখ ও সমৃদ্ধির প্রতীক। এখন অনেক লাইট পাওয়া যায় যেগুলো ক্রিসমাস ট্রি-র চারপাশ দিয়ে পেঁচিয়ে নিতে পারেন। এলইডি স্ট্রিং লাইট ব্যবহার করা যেতে পারে। আলো ঠিকমতো বসানোর পর গাছের সৌন্দর্য অনেকটাই বেড়ে যায়। এরপর বড় রিবন এবং বড় ক্রিসমাস বেল একটাই রাখুন। নিজের পছন্দের রং বা নির্দিষ্ট কোনও থিম ধরেও সাজাতে পারেন। বাড়িতে বাচ্চা থাকলে ক্যান্ডি থিমে ট্রি সাজানো দারুণ আইডিয়া। রঙিন ক্যান্ডি, ছোট খেলনা আর মিষ্টির আদলে সাজানো গাছটি পার্টিকে আরও আনন্দময় করে তুলবে। প্রতিটি ক্রিসমাস ট্রিতে কিছু ক্লাসিক সাজ থাকেই। ট্রি সাজাতে লাল, সবুজ, সোনালি ও রুপোলি বিভিন্ন রিবন ব্যবহার করতে পারেন। ডেকোরেশন নিজের মনের মতো করুন তবেই লাইট জ্বালালে ক্রিসমাস ট্রি হয়ে উঠবে বড়দিনের প্রতীক।

**টিনসেলের মালা :**
ঘরের সৌন্দর্যকে আরও প্রাণবন্ত করার জন্য টিনসেলের মালা ব্যবহার করা যেতেই পারে। ক্রিসমাসের সময় টিনসেলের পাতলা ফয়েল স্ট্রিপের চাহিদা খুব বেড়ে যায়। এই টিনসেলের মালা দিয়ে ঘরের দরজা, জানালায়, সিঁড়ির রেলিং, দেয়ালে কিংবা ক্রিসমাস ট্রিতেও সাজানো যায়।

**পুষ্পস্তবক :**
ক্রিসমাস পার্টির সাজ মানেই শুধু আলো আর গাছ নয়, ফুলের সঠিক ব্যবহারে পুরো পরিবেশটাই বদলে যায়। এই ধরনের ফুলের সাজকে সাধারণত বলা হয় ক্রিসমাস ফ্লোরাল অ্যারেঞ্জমেন্ট। লাল, সাদা আর সবুজ রঙের সমন্বয়ে তৈরি এই সজ্জা মুহূর্তেই এনে দেয় উৎসবের উষ্ণতা। আর সেই জন্য ক্রিসমাসের ঘরোয়া পার্টিতে ও ফুলের ব্যবহার করে পরিবেশকে আরও সুন্দর করে তোলা যেতেই পারে। আর এই ফুলগুলো ক্রিসমাস ফ্লোরাল অ্যারেঞ্জমেন্টে সাধারণত ব্যবহার হয় লাল গোলাপ, সাদা লিলি, চন্দ্রমল্লিকার মতো ফুল। সঙ্গে থাকে গ্ল্যাডিওলাসের সৌন্দর্য। ফুলের সঙ্গে পাইন পাতা, বেরি, পাইন কোন যোগ করলে সাজে আসে একেবারে ক্রিসমাসের ঘ্রাণ। সোনালি বা রুপোলি রিবন আর মোমবাতি এই সাজকে করে তোলে আরও আকর্ষণীয়। ফুলের পাশাপাশি বেলুনও এখন ক্রিসমাস পার্টির বড় অংশ। এ ছাড়াও ঘরের একপাশে লাল, সবুজ আর সোনালি রঙের বেলুন দিয়ে তৈরি ব্যাকড্রপ তৈরি করে নিলে সেটা ছবি তোলার জন্য আদর্শ জায়গা হবে। চাইলে হলুদ বা সোনালি ফয়েল বেলুন যোগ করে সাজে একটু ঝলমলে ছোঁয়া আনা যেতে পারে।

## ট্র্যাডিশনাল টেবিল আরেঞ্জমেন্ট

ক্রিসমাস মানেই লাল, সবুজ, সোনালি বা রূপালি রঙের ছোঁয়া আলো ঝলমলে একটা ব্যাপার। ক্রিসমাস হল একটা সুন্দর ট্রাডিশন তাই ট্রাডিশন মেনেই লাঞ্চ, ব্লাঞ্চ বা ডিনার টেবিল সাজান। গাঢ় রঙের টেবিল ক্লথ ব্যবহার করুন বা থিম সেট করে সেই থিম অনুযায়ী কালার প্যালেট নির্বাচন করতে পারে। সাজানোর সময় টেবিলের মাঝখানে একটি সুন্দর ফ্লোরাল সেন্টারপিস (এরপর ২০ পাতায়)

অর্ধেক আকাশ
20 December, 2025 • Saturday • Page 20 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

# ক্রিসমাস পার্টি হোক বাড়িতেই

(১৯ পাতার পর)

রাখা যেতে পারে। এতেই গোটা টেবিলের লুক বদল হবে। তবে সব থেকে সহজ বিকল্প হল পাইন শঙ্কু দিয়ে ভরা একটি বাটি যদি টেবিলের মাঝখানে রাখা যায় তাহলেও খুব সুন্দর লাগবে। ক্রিসমাস টেবিল সাজাতে মোমবাতি আর গ্রিনারি একেবারে নিখুঁত জুটি। একটি ট্রের ওপর পাইন ডাল বিছিয়ে তার মাঝে বিভিন্ন উচ্চতার মোমবাতি বা লণ্ঠন রাখুন। নরম আলো ছড়াতে ব্যাটারি চালিত ফেরি লাইট যোগ করলে পরিবেশ আরও উষ্ণ হবে। সাজে প্রাকৃতিক ছোঁয়া আনতে পাইন কোন, লাল বেরি, দারুচিনির কাঠি কিংবা শুকনো কমলার টুকরো ব্যবহার করুন। থিম অনুযায়ী লাল, সবুজ, সোনালি বা রুপোলি অর্নামেন্টস ছড়িয়ে দিলে আলোতে ঝলমল করবে পুরো টেবিল। চাইলে লাল গোলাপ, জারবেরা দিয়ে সাজে আনতে পারেন বাড়তি আকর্ষণ।

পার্টিতে পুরনো দিনের রুচিসম্পন্ন সাজানোর জন্য পুরনো চিনামাটির কাপ বা কফি সেটে ছোট পাইন গাছ রাখুন। আর যাঁরা সিম্পল পছন্দ করেন, তাঁরা কয়েকটি সুন্দর মোমবাতিদান আর কিছু সবুজ ডালেই রুচিসম্মত সাজ তৈরি করতে পারেন।

দরজার উপরে বা সিলিং থেকে ফুল ও পাতা দিয়ে তৈরি রিং বা রিথ ঝুলিয়ে দিলে ঘর জুড়ে ছড়িয়ে পড়বে উৎসবের আবহ। বেলুন আর ফয়েলের ব্যাকড্রপ ঘরের কোণটাকে করে তুলবে প্রাণবন্ত ও নজরকাড়া। সব মিলিয়ে, এই ধরনের সাজ ক্রিসমাস পার্টিকে করে তোলে আনন্দময়, উষ্ণ আর মনে রাখার মতো।

## ঝুলিয়ে রাখুন মোজা

পার্টিতে বাচ্চা থাকুক আর বয়স্ক, সবারই এই দিন স্যান্টাক্লজের কাছ থেকে উপহার পেতে ভাল লাগে। আর সেই কারণেই ঘরের এক কোণে অথবা জালনার উপরে অথবা টেবিলে বা বিছানায় ক্রিসমাসের মোজা রেখে দিন। এই মোজাগুলো আদতে এক ধরনের মোজা আকৃতির ব্যাগ। এই ব্যাগগুলোতে বিভিন্ন ধরনের ছোটখাটো উপহার সামগ্রী ভরে রেখে দেওয়া যেতে পারে। উপহার পেলে পার্টিটা সবার কাছে স্মৃতিমধুর হয়ে থাকবে।

## ক্রিসমাস লাইট

এই দিন শুধু ঘরটাকে লাইট দিয়ে সাজালেই চলবে না। ঘরের বাইরেটাকেও লাইট দিয়ে সাজাতে হবে। তাই আপনার দরজার বাইরে তারা বা গাছের মতো আকৃতির স্টেক লাইট লাগান। এছাড়াও যদি সামনে বাগান থাকে এবং সেখানে গাছ থাকে এবং ফুলের টব থাকে, সেগুলোতেও টুনি বালবের মতন আলোর মালা পেঁচিয়ে দিন। যাতে চারদিক আলোর বন্যায় ভেসে যায়। ঘরে ঢোকার মূল দরজার দু-পাশে দুটো বড় বড় কাচের বয়াম রেখে তার মধ্যে লাইট লাগিয়ে একটা সুন্দর মনোরম রূপ দিতে পারেন।

## ক্রিসমাস পার্টি ওয়্যার

শীতের সন্ধ্যায় স্টাইল আর কমফোর্ট দুটোই মাথায় রেখে পোশাক নির্বাচন করুন। ক্রিসমাস মানেই লাল রং। সান্তা ক্লজ থেকে শুরু করে পার্টির সাজ, সবেতেই এই রঙের দাপট সব থেকে বেশি থাকে। তাই আপনার পার্টির ড্রেস কোড লাল হতেই পারে। এ-ছাড়া শীতকাল সন্ধের বা রাতে পার্টির থিম ব্ল্যাক বা যে কোনও গাঢ় রং রাখতে পারেন। চাইলে ওয়েস্টার্ন ড্রেস, আবার ইন্দো-ওয়েস্টার্ন পোশাক এমনকী শাড়িও পরতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে মেটিরিয়াল যেন একটি পার্টি ওয়্যার হয় লক্ষ্য রাখবেন। এদিন সিল্কের চেয়ে বেশি মানাবে শিফন, জর্জেট, মোডাল, ফ্রেন্ডি ধরনের ফেব্রিক সঙ্গে হালকা নেভি আই, স্মোকি আই, গ্লিটার আই যা খুশি এক্সপেরিমেন্ট করুন। উৎসবটা কী সেটা তো দেখতে হবে। জুয়েলারি মিনিমাল। ঠান্ডার জন্য উপরেই একটা পুলোভার, শ্রাগ, জুয়াকেট, বোলেরোস থাকতেই পারে। ওয়ান পিস সোয়েড মেটিরিয়ালের বডিকন ড্রেস হতে পারে সেরা অপশন। হাই নেক হলে আলাদা মাফলারও লাগবে না। অ্যাঙ্কেল লেন্থ বুট আর চাইলে ক্রিসমাস থিমের হেয়ার ব্যান্ড। এই লুকেই পার্টির জন্য একদম নিজেকে তৈরি করে নিতে পারবেন।

মনোক্রোম কো-অর্ড সেট এখন ফ্যাশনের দুনিয়ায় ভীষণ জনপ্রিয়। একেবারে লাল না হলেও চেরি রেড বা মেরুন শেডের কো-অর্ড সেট ক্রিসমাস পার্টির জন্য একেবারে মানানসই। ক্রপ টপ আর ফ্লেয়ার্ড প্যান্টের সঙ্গে গোল্ডেন হুপ ইয়াররিংস যোগ করলে দেখতে অসাধারণ লাগবে। তবে ক্রিসমাসের পার্টিতে অনেকেই গাউন পড়তে ভালবাসেন। সেক্ষেত্রে লাল বা মেরুন রঙের লং গাউন বেছে নিতে পারেন। ভেলভেট ফ্যাব্রিক শীতে যেমন আরামদায়ক, তেমনই দেখতে দারুণ। সাইড স্লিট বা নুডল স্ট্র্যাপ থাকলে লুক হবে আরও স্টাইলিশ।

## পার্টির মেনুতে থাক নিজস্ব রুচি

ক্রিসমাস হোক বা নিউ ইয়ার, উৎসবের আসল আনন্দটা লুকিয়ে থাকে খাবারের টেবিলে। বন্ধু আর পরিবারের সঙ্গে আড্ডা, হাসি আর গল্পের মাঝে ভাল খাবার না থাকলে ক্রিসমাস কেন যে কোনও পার্টিই যেন অসম্পূর্ণই থেকে যায়। তাই পার্টির মেনুতে অবশ্যই নিজস্ব রুচি ও ছোঁয়া থাকলে ভাল হয়। কী রাখতে চাইছেন ট্রাডিশনাল নাকি কনটেম্পরারি ক্লাসিক মেনু— ঠিক করুন। সবার প্রথমে ক্রিসমাসের ট্রাডিশনাল ফ্রুট কেক, প্লাম কেক। কেক না থাকলে বড়দিনের আমেজটাই আসবে না। ভাল বেকারি থেকে কিনে আনতে পারেন, আবার চাইলে বাড়িতেও নিজের পছন্দ মতো বানিয়ে নিতে পারেন। কেকের সঙ্গে থাকবে ট্রাডিশনাল ওয়াইন। কারণ ক্রিসমাস পার্টিতে ওয়াইন প্রায় অপরিহার্য। জিঞ্জার ওয়াইন বা মালড ওয়াইন এই সময়ের জন্য একেবারে পারফেক্ট। খাঁটি হোমমেড স্বাদ পেতে চাইলে বো ব্যারাকসের নাম

অনেকেরই প্রথম পছন্দ, যদিও চাহিদা এত বেশি যে আগে থেকেই কিনে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ। নইলে মল বা রেস্তোরাঁর ওয়াইন শপেও মিলবে ক্রিসমাস স্পেশ্যাল কালেকশন।

এবার আসা যাক স্টার্টারের কথায়। স্টার্টার এমন হওয়া দরকার যা খেতে মজাদার, কিন্তু বেশি ভারী নয়। ফ্রায়েড মাটন লিভার, সসেজ বা প্রন ককটেল সহজ আর জনপ্রিয় অপশন। নিরামিষ অতিথিদের জন্য ক্রিস্পি বেবি কর্ন রাখলে কেউই নিরাশ হবেন না। বানাতেও সময় কম লাগে, পরিবেশন করতেও ঝামেলা নেই। মেন কোর্সে ক্রিসমাসের ঐতিহ্যর ছোঁয়া যেন একটু থাকেই। রোস্ট ছাড়া এই উৎসব কল্পনাই করা যায় না। টার্কি রোস্ট সবচেয়ে ক্লাসিক পছন্দ হলেও সময় ও ধৈর্য দুটোই লাগে। তাই অনেকেই বেছে নেন চিকেন রোস্ট বা বার্বিকিউ চিকেন। একটু আলাদা কিছু করতে চাইলে রোস্টেড ডাক দারুণ অপশন। মিট লাভারদের জন্য ল্যাম্ব চপও কিন্তু দারুণ হবে। আর যাঁরা তুলনায় হালকা কিছু চান, তাঁদের জন্য বেকন র‍্যাপড পর্কও বেশ ভাল লাগে।

মাংসের সঙ্গে ভারসাম্য রাখতে চাই ভেজিটেবলও। ম্যাশড পটেটো বা সুইট পটেটো রোস্ট রোস্টেড মাংসের সঙ্গে অসাধারণ মানায়। সঙ্গে রাখতে পারেন বয়েলড বা সঁতে করা গাজর, বিনস, ব্রকোলি, কড়াইশুঁটি। রঙিন বেল পেপার আর পেঁয়াজ বার্বিকিউ সসে গ্রিল করলে প্লেটটা দেখতেও সুন্দর হয়, খেতেও হয় অসাধারণ।

মেনু সম্পূর্ণ করতে স্যালাড রাখতেই হবে। চিকেন, প্রন বা কর্ন মেয়োনিজ স্যালাড, কিংবা হালকা পাস্তা স্যালাড খাবারের ভার কমায়, আবার স্বাদও বাড়ায়।

সবশেষে ডেজার্ট। মিষ্টি ছাড়া তো উৎসবই হয় না। ব্রেড পুডিং ক্রিসমাসের সবচেয়ে জনপ্রিয় ডেজার্টগুলোর মধ্যে একটি। ক্যারামেল বা সিনামনের স্বাদে সহজেই এটি বানিয়ে ফেলা যায়। চকোলেট আর চেরির জুটি এই সময়ের আরেকটা ক্লাসিক ডেজার্টের মধ্যে পড়ে। চকোলেট ক্যারামেল টার্ট, ফন্ডে, চেরি ট্রাফল বা চেরি চিজকেক যে কোনওটাই অতিথিদের মুখে হাসি আনবেই।

সব মিলিয়ে ক্রিসমাসের মেনু মানেই যে কন্টিনেন্টাল হতেই হবে, এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। নিজের রুচি আর পার্টির মেজাজ অনুযায়ী চাইনিজ, ভারতীয় বা একেবারে বাঙালি খাবারেও জমে উঠতে পারে উৎসব। আসল কথা, খাবারের সঙ্গে যেন আনন্দটা ভাগ করে নেওয়া যায়। আর সেটাই ক্রিসমাসের সবচেয়ে বড় রেসিপি।